Naya Jamana........12 June....2026...new_Layout 1 08-07-2026 04:32 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২৩ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বুধবার ৮ জুলাই ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫৩৮ সংখ্যা।। ১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

গৃহবন্দি অভিষেক ?

নয়া জামানা ঃ ভোটে জেতাই একমাত্র লক্ষ্য নয়। সারাবছর জনসংযোগ, মানুষের পাশে থাকে মা-মাটি-মানুষ। নির্বাচনী প্রচারে এমনই লম্বা-চওড়া কথা শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায়। বিশেষত নিজের সংসদীয় এলাকায় গিয়ে বারবার একথাই বলে এসেছিলেন, আমি তো আপনাদের ঘরের ছেলে, সারাবছর আপনাদের সঙ্গে থাকি, দেখা করি। অথচ পরবর্তীতে বেশ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে, একটা নির্বাচনী পরাজয় কথা আর কাজে বিস্তর ফারাক করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা।

আর্থিক সহায়তা

নয়া জামানা ঃ নেতারাতলা কাণ্ডের পরই মৃতদের পরিবার ও আহতদের অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।মঙ্গলবার নিহতদের পরিবারের সদস্যের হাতে তুলে দেওয়া হল ১০ লক্ষ টাকার চেক। আহতদের দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। সেই অনুষ্ঠানেই বরাবর হতাহতের পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আহতদের সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন তিনি।

বাড়ল সময়

নয়া জামানা ঃ আসল তৃণমূল কারা? এ প্রশ্নের জবাবে সোমবারই নির্বাচন কমিশনে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল। তবে ঋতব্রত তৃণমূলের তরফে কমিশনের কাছে নথি জমা দেওয়ার জন্য আরও খানিকটা সময় চাওয়া হয়েছিল। তথাকথিত আসল তৃণমূলকে সেই সময় দিল কমিশন। আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত ঋতব্রতদের সময় দেওয়া হল, নিজেদের দাবির সমক্ষে নথি দেওয়ার জন্য। কমিশন সূত্রের খবর, সোমবার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর ই-মেলের মাধ্যমে ঋতব্রত শিবিরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আগামী ১০ জুলাই পর্যন্ত তারা নিজেদের বক্তব্য ও প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে পারবে।

বদলাতে মাতৃশক্তি !

নয়া জামানা ঃ অতীতের বঙ্গ রাজনীতির ওই রেওয়াজ থেকে সরে আসছে পুরুলিয়া জেলা বিজেপি। তাই বিজেপির পুরুলিয়া জেলা সভাপতি শংকর মাহাতোর তত্ত্বাবধানে মাতৃশক্তি নামে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে জঙ্গলমহলের এই জেলায়। অর্থাৎ দলের নেতা-কর্মীরা সরাসরি মহিলাদের সঙ্গে বৈঠক করে জানতে চাইছেন, তাঁদের সমস্যা কোথায়? কী অসুবিধা রয়েছে? আর তা জেনেই এলাকাভিত্তিক সব সমস্যার সমাধান করতে চায় বিজেপি। শুধু পরিষেবামূলক বিষয় নয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানও লক্ষ্য।

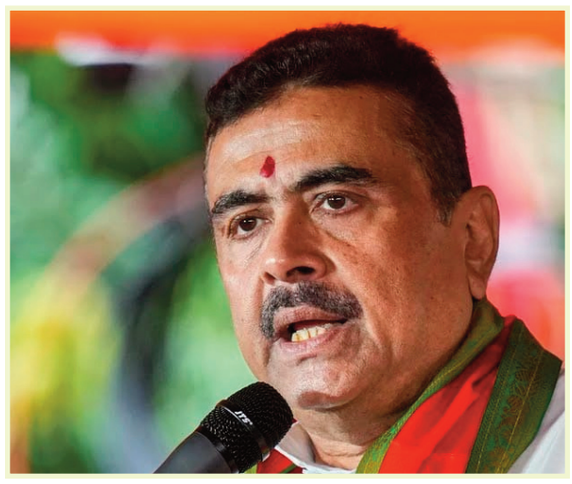

বারুইপুর-কাণ্ডে গণপিটুনিতে নিহত ব্যক্তি নির্দোষ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ বারুইপুরে সক্রিয় হয়েছিল মৌলবাদী ও দেশবিরোধী শক্তি। ভোটে যাঁরা হেরেছেন, উসকানি দিয়ে তাঁরাই এই অশান্তি ঘটিয়েছেন; নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বারুইপুরে গিয়ে তিনি জানান, অশান্তির ঘটনায় ইতিমধ্যে ২০০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং দোষীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে তিনি নির্দোষ ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডেরও বিচার হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।মঙ্গলবার বারুইপুরে পৌঁছে এসপি অফিসে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর পাশাপাশি গণপিটুনিতে নিহত যুবকের পরিবারের তিন সদস্যের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। নাবালিকার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন স্থানীয় সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং তৃণমূল বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁদের কথা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এই অশান্তির নেপথ্যে রাজনৈতিক লোকজন পিছন থেকে উসকানি দিয়েছে। তাঁদের ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পুলিশ একাধিক কল রেকর্ডিং হাতে পেয়েছে বলে জানান তিনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, যাঁরা অশান্তি সৃষ্টি করেছেন এবং রেললাইন উপড়ে ফেলেছেন, তাঁরা কেউই ছাড় পাবেন না। নির্দোষ যুবকের মৃত্যুর ঘটনাতেও দোষীদের গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যবস্থা তাঁর সরকার নেবে।বারুইপুরের ঘটনায় প্রথম থেকেই পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছিল। এই প্রেক্ষিতে ডিজিপিকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্যাতিতার মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের কোনও গাফিলতি প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্যাতিতার বাড়ির সামনে আউটপোস্ট তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।সফর শেষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে ফের বারুইপুরে আসবেন। তাঁর কথায়, সরকার এ ব্যাপারে যা যা পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সকলেই দেখতে পাবেন।

বিদ্রোহীরা মমতার‘ সোনার টুকরো ভাই’কটাক্ষ শমীকের, নিশানায় অভিষেকও

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী শিবিরের বিধায়কদের নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শ্রীরামপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের কোনও শিবিরের মধ্যেই আদতে কোনও ফারাক নেই। তাঁর কথায়, কাউন্সিলর হওয়ার যোগ্যতা নেই এমন ব্যক্তিদেরও মন্ত্রী বানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসে থাকলে যাঁদের সারাজীবন অফিসে চা-জল দিয়েই কাটিয়ে দিতে হত, এমন লোকজনকেও বিধায়ক করা হয়েছিল। শমীকের অভিযোগ, সেই সোনার টুকরো ভাই রাই এখন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস দেখাচ্ছেন।মুঘল আমলের প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বলেন, বাবর, আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর কিংবা ঔরঙ্গজেবের শাসন আর নেই। রাজ্যে এখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শাসকের ইচ্ছামাফিক আইন চলার দিন শেষ। বারুইপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকার তৎপরতার সঙ্গে যে কোনও ধরনের বিচ্যুতি চিহ্নিত করছে এবং অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি। গুন্ডামি রুখতে সরকার নতুন আইনও এনেছে বলে জানান তিনি। শীতলকুচিতে সিপিআইএম প্রার্থী তথা রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ডিম ছোড়ার প্রথা কখনও ছিল না। ওই এলাকায় সিপিআইএম বহু বিজেপি কর্মীকে খুন করেছে বলে অভিযোগ করেও তিনি স্পষ্ট করেন যে, সিপিআইএমের কোনও নেতার উদ্দেশে ডিম ছোড়া হলে তাও তিনি ঘৃণ্য ও অন্যায় বলেই মনে করেন।প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাম্প্রতিক বৈঠক নিয়ে প্রশ্নের জবাবে শমীক বলেন, সুখেন্দুশেখরের রাজনৈতিক অবস্থান কারও অজানা নয়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ একজন রাজনীতিক। এমন একজন ব্যক্তি যদি অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে থাকেন, তা আনন্দেরই বিষয় বলে মন্তব্য করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি।এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শমীক। কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের ভয়েস স্যাম্পেল বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, আগে আমরা ব্লাড স্যাম্পেল জানতাম, এখন শুনছি ভয়েস স্যাম্পেল। কাকুর গলার আওয়াজ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কাক কখন কোকিল, তোতাপাখি হয়ে যাবে, তা বলা যায় না। খুব জটিল বিষয়।

অপেক্ষার অবসান !

উচ্চ প্রাথমিকে কাউন্সিলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি এসএসসি-র

নয়া জামানা ঃ অপেক্ষারত চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর। উচ্চ প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সিলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই ২০১৬ সালের এসএলএসটি প্যানেলের অপেক্ষারত প্রার্থীদের জন্য এই কাউন্সিলিংয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ২১ জুলাই থেকে সহকারী শিক্ষক পদে কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরু হবে।

মঙ্গলবার, ৭ জুলাই এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে কমিশন। জানা গিয়েছে, কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া হবে সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের অফিসে। কোন সময় থেকে কাউন্সিলিং শুরু হবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে বলে জানানো হয়েছে।গত ২১ মে কলকাতা হাইকোর্ট মোট ১ হাজার ২৪১ জন প্রার্থীর কাউন্সিলিংয়ের নির্দেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে ১ হাজার ১৭৭ জন প্রার্থীর কাউন্সিলিং হবে বলে জানানো হয়েছে। বাকি ৬৪ জন প্রার্থীর কাউন্সিলিং আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। তাঁদের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে পৃথক কোনও নির্দেশিকা আসতে পারে বলে খবর।উল্লেখ্য, উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছিল ২০১৫ সালে এবং তার প্যানেল প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে। কিন্তু সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। দীর্ঘ আইনি জটিলতায় বহু প্রার্থীর চাকরি আটকে যায়।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য শূন্যপদে ১০ হাজারেরও বেশি প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তা সত্ত্বেও একাংশ প্রার্থীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বিভিন্ন কারণে আটকে ছিল। এবার হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে সেই বাকি থাকা কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরুর বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন।

বকেয়া এরিয়া পাবেন পেনশনভোগীরা, বিজ্ঞপ্তি জারি নবান্নের

নয়া জামানা ঃ সরকারি কর্মচারী পেনশনভোগীদের জন্য বড় সুখবর। মূল্যবৃদ্ধিতে স্বস্তিবাবদ (ডিয়ারনেস রিলিফ বা ডিআর) এরিয়ার দেওয়া হবে বলে জানাল রাজ্য সরকার। এই মর্মে নবান্নের তরফে মঙ্গলবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।দিন কয়েক আগেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পেনশনভোগীদের এরিয়ারের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এরিয়ারের ৫০ শতাংশ রাজ্য সরকার দেবে বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই মর্মেই আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা জারি হল, যা জানার পব

. খুশির হাওয়া সরকারি কর্মচারী পেনশনভোগীদের মধ্যে।বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আপাতত কলকাতা পুরসভা এলাকার রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীরাই এই বকেয়া পাবেন।

রাজ্য সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাঙ্কের কাছে পুরনো পেনশন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য না থাকায় সম্পূর্ণ হিসেব পেতে সময় লাগছে। সেই কারণেই আপাতত এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অর্থ দপ্তর জানিয়েছে, অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল (এজি) পশ্চিমবঙ্গের তথ্য এবং নির্ধারিত ডিআর হারের ভিত্তিতে বকেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।রাজ্যে সরকার বদলের পরেই এই বকেয়া নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছিল। পুরনো নথিপত্র ডিজিটালাইজড না হওয়ায় পেনশনের এরিয়ার মেটানো নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংগ্রামী যৌথমঞ্চের একটি বৈঠকও হয়েছে, যেখানে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল নবান্ন। ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আটকে থাকা এই এরিয়ার নিয়ে জট কাটাতে এবং বয়স্ক পেনশনভোগীদের স্বস্তি দিতেই এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার।সংশ্লিষ্ট পেনশনভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। গোটা প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ, গতিশীল এবং নির্ভুল করে তুলতে চায় নবান্ন। এই লক্ষ্যেই ডবলুবিআইএফএমএস-এর অধীনে একটি নতুন ‘ব্যাঙ্ক পেনশন ম্যানেজমেন্ট পোর্টাল’ও চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গোটা প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হবে।

আবাসের কাজ শেষ করতে কেন্দ্রের দ্বারস্থ রাজ্য

নয়া জামানা ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তথা বাংলার বাড়ি প্রকল্পের বকেয়া অর্থ দ্রুত পেতে এবার কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হল রাজ্য। দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা এই গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের গতি ফেরাতে এবং উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দ্রুত পৌঁছে দিতে কেন্দ্রের কাছে পূর্ণাঙ্গ আর্থিক সহযোগিতা চাইল রাজ্যের বর্তমান ডবল ইঞ্জিন সরকার। নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্র সবুজ সংকেত দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করলেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা। রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পের নাম বদলে রেখে ছিল বাংলার বাড়ি। জানা গিয়েছে, অতীতে কেন্দ্রের তরফে এই প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকেই সাধারণ মানুষের মাথার উপর ছাদ তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি কিস্তিতে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার, যার প্রতিটি কিস্তির পরিমাণ ৬০ হাজার টাকা।তবে বর্তমানে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি এবং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডবল ইঞ্জিন সরকার। ক্ষমতায় আসার পরই আটকে থাকা প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে তৎপর হয়েছে নতুন প্রশাসন।উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৯ মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী আবাস প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এর জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রাজ্যের লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ এবং ব্যাহত হচ্ছে তাঁদের পাকা বাড়ির স্বপ্ন। ইতিমধ্যে বাংলার বাড়ি(গ্রামীণ) প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ১৬ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। যাঁরা সেই অর্থ দিয়ে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেছিলেন, দ্বিতীয় কিস্তির অভাবে তাঁরা এখন চরম সমস্যায় পড়েছেন। কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে থাকায় দীর্ঘদিন ধরে দ্বিতীয় কিস্তির জন্য অপেক্ষা করছেন উপভোক্তারা, ফলে বহু বাড়ির নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।এতদিন রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থে প্রকল্প চালিয়ে গেলেও, দ্বিতীয় কিস্তির বিপুল অঙ্কের টাকা মেটাতে এবার কেন্দ্রের সাহায্য চাইছে প্রশাসন। পাশাপাশি প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতেও উদ্যোগী হয়েছে সরকার। প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনগুলিকে উপভোক্তাদের তালিকা নতুন করে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাম, এসআইআর-এ বাদ পড়া নাম এবং উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ খতিয়ে দেখেই তৈরি হবে চূড়ান্ত তালিকা। যাঁদের আবেদন এখনও বিচারাধীন, তাঁদের ক্ষেত্রেও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।নবান্নের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, ১৬ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় কিস্তির অপেক্ষায় রয়েছেন। কেন্দ্রের তরফে সহযোগিতা মিললেই সেই অর্থ দ্রুত উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।নিয়ম অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-র আওতায় একটি বাড়ি তৈরিতে মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ থাকে, যার মধ্যে ৭০ হাজার টাকা দেয় কেন্দ্র এবং বাকি অংশ বহন করে রাজ্য। মাঝপথে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এতদিন রাজ্য নিজস্ব অর্থেই প্রকল্প চালিয়েছে, তাই এখন বাকি কাজ সম্পূর্ণ করতে কেন্দ্রের সহায়তার দিকেই তাকিয়ে প্রশাসন।সরকারের আশা, কেন্দ্র দ্রুত আর্থিক সহায়তা দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিতরণ শুরু করা যাবে এবং অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির নির্মাণকাজ শীঘ্রই শেষ হবে। এর ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের পাকা বাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ আরও সুগম হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তৃণমূলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিসের টাকা ? কলকাতা সহ পাঁচ স্থানে তল্লাশি ইডির

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত মামলার তদন্তে মঙ্গলবার সকাল থেকে একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতা ও সল্টলেক মিলিয়ে মোট পাঁচটি জায়গায় হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। লালবাজার সংলগ্ন মধ্য কলকাতার একটি ঠিকানার পাশাপাশি সল্টলেকের সিজি ব্লকের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়।তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সল্টলেকের ওই ব্যবসায়ীর একাধিক সংস্থা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম চার্টার্ড বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ‘কেয়ারওয়েল অ্যাভিয়েশন’।তদন্তকারীদের দাবি, অতীতে এই সংস্থা তৎকালীন শাসকদলের একাধিক ভিভিআইপি-কে চার্টার্ড বিমান পরিষেবা দিয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই সংস্থার আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও সংশ্লিষ্ট তথ্য খতিয়ে দেখা হয়।ইডি সূত্রে খবর, এই তদন্তের সূত্রপাত তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ককে কেন্দ্র করে। বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের অভ্যন্তরে ভাঙন ও নেতৃত্বের টানাপোড়েনের আবহে প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে দলের কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার আবেদন জানান। ওই চিঠিতে তিনি নিজেকে দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেন বলে জানা গিয়েছে। এরপরই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ও আইনি মহলে জোর চর্চা শুরু হয়।গত ১৮ জুন পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়।

ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক বিধায়ক বিধাননগর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, বৃহৎ সাইবার প্রতারণা চক্রের টাকা কয়েকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে এবং সেই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে তৃণমূলের কিছু অ্যাকাউন্টও থাকতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করে এবং পরের দিন সংশ্লিষ্ট তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা বা ডেবিট লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মামলার তদন্তভার নেয় ইডি। মঙ্গলবারের তল্লাশি সেই তদন্তেরই অংশ বলে মনে করা হচ্ছে।তদন্তকারীরা আর্থিক লেনদেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য, সংস্থাগুলির আর্থিক নথি এবং সম্ভাব্য অর্থের উৎস ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন।

চার্টার্ড বিমান পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে এই মামলার কোনও আর্থিক যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পূর্বতন সরকারের আমলে শাসকদলের নেতাদের চার্টার্ড বিমানে যাতায়াত নিয়ে সম্প্রতি তৃণমূলের অন্দরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। দলের দুই শিবির;ঋতব্রত শিবির ও কালীঘাট শিবির;এই বিষয়ে প্রকাশ্যে অবস্থান নেয়। সেই বিতর্কের আবহেই ইডির এই অভিযান নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উসকে দিয়েছে।

তদন্তের স্বার্থে এখনও পর্যন্ত ইডির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে সংস্থা সূত্রে খবর, সাইবার প্রতারণার অর্থের সম্ভাব্য গতিপথ, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং চার্টার্ড বিমান সংস্থার আর্থিক লেনদেন; সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন ইডির আধিকারিকরা।

ট্রাম্প প্রভাব খাটালেও ব্যর্থ !

বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় আমেরিকার

নয়া জামানা ঃ বেলজিয়াম ৪ (চার্লস-২, ভানাকেন, লুকাকু)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১ (টিলম্যান) দেশের মহাশক্তিধর প্রেসিডেন্ট নিজে ফিফার দপ্তরে ফোন করে ফুটবলারের লাল কার্ড বাতিল করিয়েছিলেন, শাস্তি তুলে নিতেও কার্যত বাধ্য করেছিলেন ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাকে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হল না। ফিফা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল আয়োজক দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার সকালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল স্বাগতিকরা।বসনিয়া ও হারজেগোভিনার বিরুদ্ধে শেষ বত্রিশের ম্যাচে সরাসরি লাল কার্ড দেখে ছিলেন মার্কিন ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগান। নিয়ম অনুযায়ী প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে তাঁর সাসপেন্ড থাকার কথা ছিল। কিন্তু ফিফা তাঁর শাস্তি তুলে নেয়, এক বছরের জন্য সেই সাজা স্থগিত রাখে ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। জানা যায়, ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনোকে স্বয়ং ফোন করেছিলেন ট্রাম্প। তারপরেই লাল কার্ড প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত আসে এবং সোশাল মিডিয়ায় ফিফাকে ধন্যবাদ জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।যদিও মাঠের বাইরের এত ঘটনায় মোটেই পাত্তা দেয়নি বেলজিয়াম। নিজেদের পারফরম্যান্স শুধরোনোর দিকেই মন দিয়েছিলেন রোমেলু লুকাকুরা। শেষ ৩২-এর ম্যাচটা কার্যত হেরেই গিয়েছিল বেলজিয়াম, সেনেগালের বিরুদ্ধেই তাঁদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ হয়ে যেতে পারত। শেষ কয়েক মিনিটের জাদুতে জোগাড় হয়েছিল প্রি-কোয়ার্টারের টিকিট। সেই সুযোগ কাজে লাগাতে এতটুকু ভুল করেননি হান্স ভানাকেনরা। ম্যাচে অবশ্য মার্কিন ব্রিগেড বেশ লড়াই করেছে, বল দখলে রেখে আক্রমণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু দিনের শেষে নিট ফল শূন্য।মাত্র ৯ মিনিটের মাথায় ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে বেলজিয়াম তারকা চার্লস ডি'কেটালেয়ারের শট থেকে। তবে ৩১ মিনিটের মাথায় সমতা ফেরায় আমেরিকা। এরপরই বিধ্বংসী হয়ে ওঠে বেলজিয়াম।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

সাধ ও সাধ্যের ফারাক

নতুন সরকার, নতুন বাজেট। স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের প্রশ্ন, নতুন বাজেটের মধ্যে দিয়ে নতুন সরকার কি রাজ্যের আর্থিক নীতিতে কোনও মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে? দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের কোনও ইঙ্গিত? গত ফেব্রুয়ারি মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য একটা বাজেট পেশ করেছিল। পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়, ভোট-অন-অ্যাকাউন্টস। সেই ফেব্রুয়ারি মাসের বাজেটের সঙ্গে এই জুন মাসের বাজেটটা তুলনা করলে খানিকটা বোঝা যাবে যে, নতুন সরকারের চিন্তাভাবনা পুরনো সরকারের থেকে আলাদা খাতে বইছে কি না।ফেব্রুয়ারির বাজেটের সঙ্গে জুনের বাজেটের সবচেয়ে বড় তফাত সরকারের আয়বৃদ্ধি। ফেব্রুয়ারির তুলনায় জুনের বাজেটে রাজস্ব খাতে প্রায় ৩৩,০০০ কোটি টাকার আয় বেড়েছে। এর মধ্যে কিছু বৃদ্ধি প্রত্যাশা-নির্ভর, বাকিটা অপেক্ষাকৃত ভাবে নিশ্চিত। তুলনায় মূলধনি খাতে অর্থপ্রাপ্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আছে। মূলধনি খাতে অর্থপ্রাপ্তির বেশির ভাগটাই জুড়ে থাকে নতুন ঋণ। তাই এই খাতে অর্থপ্রাপ্তি অপরিবর্তিত থাকার অন্যতম তাৎপর্য হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য যে পরিমাণ নতুন ঋণ নেবে বলে ভেবেছিল, বর্তমান সরকার ঠিক সেই পরিমাণ ঋণই নেবে বলে ধার্য করেছে। বাজার থেকে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে নেওয়া মোট নতুন ঋণের পরিমাণটা নেহাত কম নয়; ৯৫,০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি। অর্থাৎ ঋণের বোঝা কমানোর কোনও উদ্যোগ অন্তত এই বাজেটে দেখা যাচ্ছে না।সরকারের বর্ধিত আয় যদি ঋণ কমানোর কাজে না লাগে, তা হলে কোন কাজে লাগছে? তারও আগের প্রশ্ন, সরকারের বর্ধিত আয়টা আসছে কোথা থেকে? মোটামুটি দু'টি উৎস থেকে সরকারের আয়বৃদ্ধি ঘটছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎস কেন্দ্রীয় অনুদান। অনেক দিন কেন্দ্রীয় সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে চালাতে দিত না; সম্ভবত এই ভয়ে যে, প্রকল্পগুলো চালানোর মাধ্যমে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি রাজ্যে কোনও রাজনৈতিক সুফল তুলে ফেলে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলোর বদলে রাজ্য সরকার নিজের প্রকল্প চালাত। এর ফলে যে টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসতে পারত, সেটা আসত না। এই ক্ষতিটা রাজ্যবাসীকেই বহন করতে হত। এখন কেন্দ্রের প্রকল্পগুলো সরাসরি রাজ্যে চলতে শুরু করেছে, ফলে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা বেশি আসছে।কিন্তু শুধু এই কারণেই কেন্দ্রের কাছ থেকে বেশি টাকা আসছে, এমন নয়। আগের আমলে অনেক টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখে ছিল; কেউ বলতেই পারেন যে, তৃণমূল সরকারের জন্য খানিক অসুবিধা তৈরি করতে। এখন সেই টাকা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও সম্ভবত কিছু নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা আসছে, যেটা কেন্দ্রে এবং রাজ্যে এক রাজনৈতিক দল থাকলেই সম্ভব। কেন্দ্রের মোট বর্ধিত অনুদানের মধ্যে কতটা আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এখন আবার চালু হওয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পের খাতে, কতটা আটকে থাকা প্রকল্পের টাকা ছেড়ে দেওয়ার কারণে, আর কতটাই বা নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরু হওয়ার জন্য, সেটা বাজেট থেকে বোঝা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু স্পষ্ট যে, সরকারের মোট আয়বৃদ্ধির প্রায় ৭০ু টাকা কেন্দ্রীয় অনুদান বৃদ্ধি থেকে আসছে।বাকি ৩০ শতাংশ আয়বৃদ্ধি রাজ্য সরকারের বর্ধিত রাজস্ব থেকে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি বাজেটের তুলনায় জুন বাজেটে বাড়তি ১২,০০০ কোটি কর-বাবদ রাজস্ব ধরা হয়েছে; কর-বহির্ভূত রাজস্ব আরও ৪,৫০০ কোটি টাকা। এই বৃদ্ধি অনুমান-নির্ভর। আশা করা হচ্ছে, সরকার বাড়তি উদ্যোগ করলে রাজস্ব বাড়বে। কিন্তু রাজস্ব আদায় সরকারি উদ্যোগের উপরে কিছুটা নির্ভর করলেও পুরোটা করে না। সরকারি রাজস্বের সিংহভাগ যে-হেতু বিক্রয়কর, আদায় অনেকটাই নির্ভর করে রাজ্যের মানুষ কতটা খরচ করছে তার উপরে। মানুষ খরচ বেশি করবে যদি তার আয় বাড়ে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গবাসীর আয় হঠাৎ উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যাবে, এমন মনে করার কারণ আছে কি?এ বার ব্যয় প্রসঙ্গে আসি। দেখা যাচ্ছে, আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলধনি ব্যয় এক টাকাও বাড়েনি। বস্তুত, ফেব্রুয়ারির বাজেটের তুলনায় জুনের বাজেটে মোট মূলধনি ব্যয় বাড়া তো দূরের কথা, ২২৭ কোটি টাকা কমে গেছে। মূলধনি ব্যয় স্থায়ী সম্পদ তৈরি করে, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ইঙ্গিত দেয়। নতুন সরকার যদি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন বা আর্থিক বৃদ্ধির কথা ভেবেও থাকে, সেই ভাবনার কোনও ছাপতাদের প্রথম বাজেটে নেই। বাজেট-বক্তৃতায় পরিকাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা শুধুই কথার কথা। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।সত্য এটাই যে, বর্ধিত আয়ের সিংহভাগ প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় খরচ হয়ে যাচ্ছে।

শরণার্থীদের জন্য কলোনি, আবার উচ্ছেদ বিলও, কেন বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বিধান চন্দ্র রায়?

অত্রি ভট্টাচার্য

ডা. বিধান চন্দ্র রায় (১৮৮২-১৯৬২) বিংশ শতাব্দীর ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। একজন অসাধারণ চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যেমন খ্যাতিমান, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১৪ বছরের শাসনকাল (১৯৪৮-১৯৬২) রাজ্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। 'বাংলার রূপকার' আখ্যায় ভূষিত এই নেতা একদিকে যেমন শিল্পায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই দেশভাগ-উত্তর শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত।বিধান রায় ১৮৮২ সালের ১ জুলি পাটনার বাঁকিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবি পাস করার পর ইংল্যান্ড থেকে এমআরসিপি ও এফআরসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২০-এর দশকের গোড়ায় তিনি বাংলার রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে ব্যারাকপুর পৌরসভা কেন্দ্র থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। মহাত্মা গান্ধীকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় গুরু মনে করতেন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৬২ সালের ১ জুলাই তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন।ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের শাসনামলের একটি বিশেষ দিক; দেশভাগোত্তর শরণার্থী পুনর্বাসন নীতি ও তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত সংঘাতময় ঘটনাবলি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা দেখব কী ভাবে শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় তাঁর সরকার কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং কী ভাবে এই পদক্ষেপগুলি গণআন্দোলন, পুলিশি দমন ও বিতর্কের জন্ম দেয়। শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নারী-শিশুদের উপর পুলিশি অত্যাচারের সেই কালো অধ্যায় আমাদের মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

শরণার্থী সংকট ঃ পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে হিন্দু শরণার্থীদের আগমন পশ্চিমবঙ্গের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে এই সংকট চরম আকার ধারণ করে। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলায় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক সহিংসতা শুরু হয়। এই সহিংসতা রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশালে ছড়িয়ে পড়লে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গে সর্ববৃহৎ শরণার্থী অভিবাসন শুরু হয়।এই সংকটময় মুহূর্তে বিধান চন্দ্র রায় উদ্যোগী হন এবং শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আনার জন্য ১৬টি চার্টার্ড বিমান ও ১৫টি বড় যাত্রীবাহী স্টিমার পাঠান। ১৯৫০ সালের মার্চের মধ্যে ২৫০,০০০-এরও বেশি শরণার্থী আকাশপথ, নদীপথ ও স্থলপথে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের আগমন প্রশাসনিক যন্ত্রপাতিকে চরম চাপের মুখে ফেলে দেয়। শরণার্থীদের বনগাঁ ও শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জড়ো করে রাখা হতো এবং তাদের 'সীমান্ত স্লিপ' প্রদান করা হতো, যা তাদের সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়ের অধিকার দিত।পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরণার্থীদের জন্য কলকাতার বাইরে, বিশেষত বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় শিবির স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর জন্য নির্মিত সামরিক ব্যারাকগুলিকে শরণার্থী শিবিরে রূপান্তরিত করা হয়। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৮৯টি কলোনি তৈরি করা হয়েছিল।

শরণার্থী পুনর্বাসনের উদ্যোগ

বিধান রায় সরকার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। প্রদত্ত তথ্যসূত্র থেকে জানা যায়, বীরভূম ও বাঁকুড়ার ২০০টি গ্রামে মাত্র ১৯টি শিল্প-কলকাতার আশ্রয়ে থাকা ২,৬০০টি শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। পুরুষ-মহিলা-শিশু মিলিয়ে সর্বমোট ১৩,০০০ জনের থাকার ও কাজের ব্যবস্থা করা হয়। এই রাজ্যে আরও ৩,০০০ গ্রামে ৬ লক্ষ শরণার্থীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বাঁকুড়া-বীরভূমে দ্বিতীয় দফায় আরও ৪০,০০০ শরণার্থীকে পাঠানো হয়।উল্লেখযোগ্য হলো, এই পুনর্বাসন কাজে সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা উদ্যোগী হয়েছিল। তথ্যসূত্রে উল্লেখ আছে, পূর্ব বাংলার মানুষ এতদিন নিঃস্ব মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা দূর থেকে শুনে শুধু কেঁদেছে; এবার তারা এগিয়ে এলেন। এতদিন পূর্ব বাংলার মানুষের সাথে কখনও সখনও চিঠিপত্রে যোগাযোগ করা হতো; এবার তারা শরণার্থীদের জড়িয়ে ধরলেন। শরণার্থীরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে আসা মাত্র গ্রামের মানুষ কমিটি গড়ে তুললেন। জমিদার-জোতদারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কমিটি শরণার্থীদের জন্য জমির জন্য তদবির করতে লাগল। নাপিত, ছুতার, কামার, তাঁতীদের আগে থাকার ব্যবস্থা করা হলো।পুনর্বাসনের কাজে যারা সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন;তারা ছিলেন কলেজের ছাত্ররা। শুধু বাঁকুড়া জেলাতেই ৩০০ ছাত্র স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেছিলেন। তারাই কুলি-খরচ বাঁচাতে শরণার্থীদের জিনিসপত্র ঘোড় করে নিয়ে এসেছিলেন।

সংঘাত ও দমন ঃ শরণার্থী আন্দোলনের মুখোমুখি বিধান সরকার

শরণার্থী পুনর্বাসনের এই উদ্যোগ যদিও প্রশংসনীয় ছিল, কিন্তু বাস্তবে শরণার্থীদের দুর্ভোগ ও বঞ্চনার অবসান ঘটেনি। বরং, শরণার্থী আন্দোলন ও সরকারি দমনের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের সূত্রপাত হয়।১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁচরাপাড়ার গয়েশপুর কলোনি থেকে ৪০০-এর বেশি শরণার্থী শিয়ালদহ স্টেশনে আসেন। তারা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে মিছিল করে তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিযোগ জানাবেন। তাদের অভিযোগ ছিল, কলোনিতে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, শুধু বাড়ি বানানোর জন্য সরকার টাকা ধার দেওয়া ছাড়া অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কিছু দেওয়া হয়নি।তারা বিনা টিকিটে ট্রেনে আসায় রেল কর্তৃপক্ষ তাদের আটকে রাখে এবং স্টেশন থেকে বের হতে দেয় না। রেল কর্তৃপক্ষ তাদের বলে, হয় তারা ভাড়া দিন, নয়তো গয়েশপুরে ফিরে যান, রেল কর্তৃপক্ষ তাদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রেল কর্তৃপক্ষও শরণার্থীদের পেছনে আরও কিছু খরচ করে, বেআইনি সুযোগ দিয়ে তাদেরকে ফিরত পাঠাতে প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে চায়নি তারা।শরণার্থীরা রাজি না হয়ে প্ল্যাটফর্মে বসলেন। দ্য স্টেটসম্যান-এর ১৯৫১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির ছবিতে দেখা যায়, নারী শরণার্থীরা প্রিজন ভ্যানের সামনে উপবিষ্ট। বিধান রায় খবর পেয়ে টেলিফোনে জানান শরণার্থীদের মধ্যে থেকে পাঁচজন প্রতিনিধির সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। কিন্তু শরণার্থীরা এতে রাজি না হয়ে জানান প্রথমে তারা মিছিল করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে যাবেন। শরণার্থীদের কথায় আশেপাশের মানুষ সম্মতি জানান। তারাও শরণার্থীদের পাশে দাড়ান। ইতোমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট এসে প্ল্যাটফর্মে কোর্ট বসান। মহিলাদের সকলকে জড়ো করা হয়। পুলিশেরও অনেককে শাসিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজনকে পাঁচ টাকা জরিমানা করা হয় কিংবা অনাদায়ে দু'দিনের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জরিমানায় কেউ রাজি না হলে তাদেরকে প্রিজন ভ্যানে তুলে নেওয়া হয়। এবার প্রচুর জনতা প্রিজন ভ্যানের সামনে বসলে, পুলিশ লাঠি চালায়।শেষে প্রায় ২০০ শরণার্থী আবার জেগে ওঠে ওয়েলিংটন কক্ষায়ারে মিছিল করে বিধান রায়ের বাড়ি আসেন। তখন তাদের দাবি ছিল যাদের ধরা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। বিধানবাবু তাদের সঙ্গে আর দেখা করলেন না! বরং লালবাজার থেকে আরও পুলিশ এনে তাদের ট্রাকে তুলে কাঁচরাপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।এই ঘটনার দশদিন পর নদীয়া, কাঁচড়াপাড়া, হাওড়া থেকে প্রায় ৪,০০০ শরণার্থী শিবানন্দ পার্কে জমায়েত হন। তাদের মধ্যে মহিলা, শিশুও ছিলেন। তারা দাবি করেন, "Unauthorized Personsó Eviction Bill"-এর প্রত্যাহার, শরণার্থী শিশুদের লেখাপড়ার এবং পুনর্বাসনের ভালো ব্যবস্থা করা।মিছিল শিবানন্দ পার্ক থেকে ধর্মতলায় আসে। সেখানে আরও কয়েকটা ছোটো ছোটো মিছিল এসে জড়ো হয়। এবার সকলে মিলে বিধানসভা অভিমুখে যাত্রা করেন। পুলিশ তাদের বাধা দেয়, বলে, বিধানসভার চারদিকে ১৪৪ ধারা জারি আছে। শরণার্থীরা দাবি করেন তাহলে বিধানবাবু তাদের সঙ্গে এসে দেখা করুন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী দেখা করলেন না।পুলিশ লাঠি চালায় ও মিলিটারিদের দ্বারা তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

বিধানসভা অভিমুখে দ্বিতীয় যাত্রা

শরণার্থীরা 'Unauthorized Personsó Eviction Billóéôéএর বিরুদ্ধে আবারও ওয়েলিংটন কক্ষায়ারে জমায়েত হন এবং ধর্মতলায় আসেন। তারা বিধানসভা অভিমুখে যাত্রা করছিলেন। তাদের শ্লোগান ছিল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'পুলিশি জুলুম চলবে না', 'এভিকশন বিল জ্বালিয়ে দাও'।বিরাট পুলিশ বাহিনী তাদের আটকায়। এপারের মানুষ শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এপারের মানুষ তৃষ্ণার্ত আন্দোলনকারীদের জন্য জলের ব্যবস্থা করেন। শরণার্থীরা রাস্তায় বসলেন। পুলিশের সামনে ধোঁধি, ইট কোট্থি মিশিয়ে কামান চালালে পুলিশ আহত হন।শরণার্থীদের কয়েকজন প্রতিনিধি বিধানসভায় গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসেন। তাদের সামনে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করলেন না। এরপর শরণার্থীরা ফিরে যান। পরের দিন ছাত্ররা পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মতলা ময়দানে এক জনসভা করেন।

দুর্গাপুর, সল্টলেক, শকুন্তলা পার্কের মতো একাধিক টাউন তৈরি করা হলো কলকাতার আশেপাশে বেশ কিছু জায়গায়। সেরকম ভাবেই নদিয়ার রুজভেল্ট টাউন নতুন করে তৈরি করলেন ডঃ বিধান চন্দ্র রায়।

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের ঘটনা (১৯৫৩)

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পের শরণার্থীরা বসবাসযোগ্য পুনর্বাসন, জল সরবরাহ, নিকাশি ব্যবস্থা, রেশন কমিয়ে রেওয়া খাদ্যের বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে ২ দিন পরপর রেললাইন অবরোধ করেন। বিরাট পুলিশ বাহিনী গিয়ে তাদের হটাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে ৮০ জন পুলিশ আহত হয়।পরদিন সকাল আটটায় আবার দু'জন পুলিশকে শরণার্থীরা জোর করে ধরে। কিছুক্ষণ বাদে দু'জন ইন্সপেক্টর সেখানে গেলে তাদেরও আটকে রাখা হয়। এদের একজনও ফিরে আসেনি দেখে এস.ডি.ও. সেখানে আরও কিছু পুলিশ ও পুলিশ সুপারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। শরণার্থীরা তাদেরও আটকে রাখেন। বিকেল চারটের সময় পুলিশ সুপারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে এস.ডি.ও.-র গাড়ির চাকা ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর পুলিশ গিয়ে ক্যাম্পে লাঠি চালায়, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। গুলিতে কেউ হতাহত হননি। কিন্তু পুলিশ শরণার্থী ক্যাম্পে ২৭৫টি ঘরে ভাঙচুর করে।

এই ঘটনার পর বিধান রায় বিবৃতি দেন

সরকারের হাতে একটি প্রচারপত্র এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রয়োজনে শরণার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে বলপ্রয়োগ করবে। যারা সরকারি অনুদান, রেশনের ওপর বেঁচে আছে তারা যদি বলপ্রয়োগের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়, তাহলে আইন-মেনে চলা নাগরিকরা এর প্রতিবাদ করবে।

যতীন সাহা ও রতীশ মন্ত্রীর অনশন

রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থী যতীন সাহা ও রতীশ মন্ত্রী অনশন করছিলেন। সরকারকে জানানো হয়েছিল ক্যাম্পের কিছু মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে চাইলে মানুষ রাজি হয় না। তাই সরকার যে অনুদান দিত তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তারা অনশনে বসেন। তিন সপ্তাহ অনশন চলার পর টি.এস.পি.-র নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র-সহ কুপার্স ক্যাম্পে গিয়ে প্রায় ২,০০০ মানুষকে আটকান। পুলিশ লাঠি চালায়। পাল্টা আঘাত আসে শরণার্থীদের কাছ থেকে। টি.এস.পি-সহ অনেক পুলিশ আহত হন। পুলিশ ৩৩ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের মধ্যে যতীন সাহা ছিলেন। রতীশ মন্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে পুলিশ তার খবর দেওয়ার জন্য ৫০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। এক গুপ্তচরের সাহায্যে পুলিশ মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে।

দক্ষিণ কলকাতার লেকের ধারে সংঘর্ষ

দক্ষিণ কলকাতার লেকের ধারে ও যাদবপুরের যৌনীলে শরণার্থীরা থাকতেন। তাদের মধ্যে ২০০ জন টালিগঞ্জের লেকের ধারে কলেজ হাসপাতালের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আক্রমণে নেন। বাড়িটিতে আগে হাসপাতালের মেস ও ময়লা স্টোর ছিল। বাড়িটি অনেকদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। সি.পি. ডব্লিউ.ডি.-র বাড়িটা ভাঙার কথা ছিল। শরণার্থীরা এসে দেখেন কয়েকজন পুলিশ বাড়িটাতে ঘুমিয়ে আছে। শরণার্থীরা তাদের উঠে যেতে বললে তারা চলে যায়। এরপর শরণার্থীরা বাড়িটির দখল নেয়। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশবাহিনী এসে শরণার্থীদের চলে যেতে বলে। তাদের যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। তাই তারা যেতে চাননি। তখন পুলিশ তাদের জোর করে বের করে দেয়। ওই এলাকায় আরও শরণার্থী একসাথে হয়ে লাঠি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস চালায়। একটি সরাসরি এক শরণার্থীর বুকে আঘাত করলে তিনি গুরুতর আহত হন। তাকে শান্তিনাথ পশ্চিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় ৯ জন পুরুষ পুলিশ, ৩ জন মহিলা পুলিশ-সহ মোট ১৯ জন আহত হন। গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ ঃ তথ্য অবরোধের রাজনীতি বিধান রায় সরকার শরণার্থী আন্দোলনের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকার জানায়খবরের কাগজগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন এমন কিছু না ছাপেন যাতে গণ্ডগোল বাড়তে পারে। আমি তাদেরকে বলেছি আগামী কিছুদিন কাগজ ছাপার আগে সরকারকে দেখিয়ে নিতে। আমি মনে করি এসব ছাপলে কাগজের কোনো ভালো হতে পারে না।শরণার্থীদের উপর অত্যাচার চলবে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হবে, তাদের কথা কান দেওয়া হবে না ; কিন্তু এসব কথা সংবাদপত্রে ছাপানো যাবে না। বিধানবাবু গণমাধ্যমের টুটি চেপে ধরেছিলেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের শরণার্থী নীতি ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি একটি জটিল ও দ্ব্যর্থতাপূর্ণ অধ্যায়। একদিকে যেমন তিনি শরণার্থীদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনের জন্য প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই শরণার্থী আন্দোলন দমনে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্পেষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

শরণার্থী নীতির দ্বৈততা

বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, বিধান রায় প্রাথমিকভাবে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে আসতে নিরুৎসাহিত করেছিলেন এবং যারা ইতোমধ্যে এসে গিয়েছিলেন তাদের ন্যূনতম ত্রাণ বা 'ডোল' দিয়েছিলেন। তাঁর সরকার এই শরণার্থীদের প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এবং বিশেষত কলকাতার বাইরে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালের সংকটের মুখে এই নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়।শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার প্রায় ৩৮৯টি কলোনি তৈরি করেছিল, কিন্তু তার একটি কলকাতায়। বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের মতো দূরবর্তী জেলাগুলিতে শরণার্থীদের 'ডাম্প' করা হয়েছিল এই আশায় যে তারা তাদের শ্রম দিয়ে এলাকাটিকে রূপান্তরিত করবে। এই নীতি যদিও কলকাতার ভিড় কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু শরণার্থীদের জন্য তা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর।

দণ্ডকারণ্য প্রকল্প ঃ স্বপ্ন বনাম বাস্তবতা

শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য সরকার দণ্ডকারণ্য প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, যা অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই প্রকল্পে জমি পুনরুদ্ধার ও শরণার্থীদের মধ্যে বিতরণের কথা ছিল। কিন্তু শরণার্থীরা সেখানে প্রতিকূল পরিবেশ পেয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের উর্বর ও নরম মাটিতে চাষের অভিজ্ঞতা থাকা শরণার্থীদের জন্য দণ্ডকারণ্যের উৎপাদন ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যাপক ফারাক ছিল। প্রাথমিকভাবে ৩৫,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসিত করার কথা থাকলেও ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সেখানে মাত্র ৬,৫০০ পরিবার বসতি স্থাপন করতে পেরেছিল। শরণার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বিক্ষোভ ও মিছিলের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানাতে শুরু করে।

পুলিশি দমন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

শরণার্থী আন্দোলন দমনে পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ বিধান রায়ের শাসনামলের কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৫৯ সালের ৩১ অগাস্টের পুলিশি অত্যাচারের প্রেক্ষিতে 'ডাউন উইথ কিলার বিধান' স্লোগান উঠেছিল। শরণার্থীদের উপর পুলিশি অত্যাচার, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও গুলিবর্ষণের ঘটনা প্রদত্ত তথ্যসূত্রে বারবার উঠে এসেছে।বিশেষত উল্লেখযোগ্য হলো, বিধান রায় সরকার শরণার্থীদের বিরুদ্ধে 'Unauthorized Personsó Eviction Bill পাস করেছিল। এই বিলটি শরণার্থীদের জমি থেকে উচ্ছেদের আইনি ভিত্তি তৈরি করেছিল, যা ছিল তাদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণঃ গোপনীয়তার রাজনীতি

বিধান রায় সরকার সংবাদপত্রের উপর যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল, তা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল। শরণার্থীদের উপর অত্যাচারের খবর যাতে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ না পায়, সে জন্য সরকার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। 'উন্নততর' বামফ্রন্টের আমলেও এই সেন্সরশিপের ধারা অব্যাহত ছিল।ডা. বিধান চন্দ্র রায় ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী নেতা। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। তিনি দুর্গাপুর, কল্যাণী, বিধাননগর, অশোকনগর ও হাবড়ার মতো পাঁচটি শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ভারতরত্নে ভূষিত হন।কিন্তু শরণার্থী পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাঁর নীতির দ্বৈততা ও শরণার্থী আন্দোলন দমনে পুলিশি বর্বরতা ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। একদিকে যেমন তিনি শরণার্থীদের উদ্ধারে বিমান ও স্টিমার পাঠিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনই তাদের আন্দোলন দমন করতে তিনি কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসন কলোনি স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল কলকাতার দূরবর্তী, অনুন্নত এলাকায়। দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের মতো উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা বাস্তবে ব্যর্থ হয়েছিল।শরণার্থীদের বৈধ দাবি; যেমন রেশন, আবাসন, চিকিৎসা, শিক্ষা পূরণের পরিবর্তে তাদের উপর Eviction Billó চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গণমাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে শরণার্থীদের দুর্ভোগের খবর জনসমক্ষে আসতে দেওয়া হয়নি। শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উপবিষ্ট নারী-শিশুরা, রানাঘাটের পোড়া ঘর, টালিগঞ্জের আহত শরণার্থী, ওয়েলিংটনের ক্ষোভ;এই ঘটনাগুলি বিধান রায়ের 'উন্নয়নের' অপর পাশের নির্মম সত্যকে তুলে ধরে।শরণার্থী আন্দোলন ও তার দমনের এই ইতিহাস আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় কী ভাবে একটি রাষ্ট্র তার নিজের নাগরিকদের; যারা নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় তার দ্বারস্থ হয়েছিল, তাদের প্রতি কঠোর ও নিষ্পেষণমূলক হতে পারে। সৌ ঃ ইন্সক্রিপ্ট ডট মি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 08-07-2026 04:32 Page 3

২৯ জুন থেকে ৭ জুলাই ২০২৬
কেমন যাবে ?
রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি ঃ বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে।পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বাড়িতে বিবাদ বাধতে পারে। খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি ঃ সকলকে কাছে পেয়েও খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না। প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় খারাপ খবর পেতে পারেন। আর্থিক চাপ থাকবে।

কর্কট রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। অফিসে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে।

সিংহ রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। দাম্পত্যকলহ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশ থেকে সাবধান থাকুন। স্ত্রীর/স্বামীর জন্য কাজের যোগাযোগ হতে পারে। বাড়িতে কোনও কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন।

কন্যা রাশি ঃ অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কা। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। সংসারে কোনও আত্মীয়কে নিয়ে বিবাদ হতে পারে। বিবাহের জন্য বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। চাকরির স্থানে কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আদালত পর্যন্ত যেতে পারে। জলপথে বিপদের আশঙ্কা। আর্থিক চাপ থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষ দিকে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিতে পারে।

তুলা রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। বাড়িতে অতিথি সমাগমের যোগ রয়েছে। সন্তানের জন্য কাজের ব্যবস্থা হতে পারে। স্ত্রীকে নিয়ে দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা। আইনি কাজের জন্য খরচ বাড়তে পারে। লিভারের সমস্যা বাড়তে পারে। চলাফেরার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। সপ্তাহের মধ্যভাগে শারীরিক সমস্যায় কাজের ক্ষতি হতে পারে।

বৃশ্চিক রাশিঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্পত্তির ব্যাপারে খরচ বাড়তে পারে। দাম্পত্যকলহে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। বাড়িতে অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয় কম হবে। বিলাসিতার জন্য খরচ বাড়তে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

ধনু রাশিঃ আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। সংসারের সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে পারেন। শত্রুর দ্বারা কোনও ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন কিছু শুরু করতে পারেন।

মকর রাশিঃ কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। বাড়তি খরচ চিন্তায় ফেলতে পারে। শরীরের কোনও ক্ষতস্থান থেকে চিন্তা বাড়তে পারে। আপনার মধুর ব্যবহারে সুনাম পাবেন।

কুম্ভ রাশি ঃ খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না। কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ রয়েছে।

মীন রাশি ঃ সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসাবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে। সপ্তাহের মধ্যভাগে চিকিৎসার খরচ বাড়তে পারে। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক থেকে সাবধান থাকুন। নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে। প্রেমের জন্য সময় ব্যয় হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ভাল সময়।

উজ্জ্বল ত্বক পেতে শুধু স্কিনকেয়ার নয়, গুরুত্ব দিন খাদ্যাভ্যাসেও

নয়া জামানা ঃ উজ্জ্বল ও সুস্থ ত্বক পেতে অনেকেই নানা ধরনের স্কিনকেয়ার রুটিন মেনে চলেন। দামি প্রসাধনী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘরোয়া উপায়;সবকিছুই চেষ্টা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বকের যত্ন শুধু বাহ্যিক পরিচর্যার ওপর নির্ভর করে না, বরং খাদ্যাভ্যাস এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্বক ভালো রাখতে পর্যাপ্ত জলপান অত্যন্ত জরুরি। শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা শুধু সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল পান করলে শরীরের অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য উপাদান বের হতে সাহায্য করে বলে মনে করা হয়। অনেকেই হালকা গরম জল পান করার পরামর্শ দেন, কারণ এটি শরীরকে সতেজ রাখতে সহায়ক হতে পারে।ত্বকের যত্নে মধু ও লেবুর সংমিশ্রণও অনেকের কাছে জনপ্রিয়। সকালে হালকা গরম জলের সঙ্গে পরিমাণমতো মধু ও লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। মধুতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সহায়ক বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে ভূমিকা রাখতে পারে।এছাড়া ফল ও সবজির রসও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন ফল ও সবজিতে থাকা ভিটামিন, খনিজ ও ফাইবার শরীরের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি ত্বকের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বাহ্যিক পরিচর্যা নয়;সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত জলপান এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই দীর্ঘমেয়াদে ত্বক ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি।

গরমকালে টোনারের উপকারিতা

ত্বককে ঠান্ডা ও সতেজ রাখে,হালকা ময়েশ্চার দেয়

ঘাম ও ধুলোবালি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

সব ধরনের ত্বকের জন্যই সাধারণত নিরাপদ

বিশেষ করে শুষ্ক বা নরমাল স্কিন হলে টোনার ব্যবহার করাই ভালো। গোলাপজল টোনার গরমকালে খুব জনপ্রিয়।

অন্যদিকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট একটু বেশি শক্তিশালী ধরনের স্কিন প্রোডাক্ট। এতে সাধারণত অ্যালকোহল বা পোর-টাইটেনিং উপাদান থাকে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেল কমাতে সাহায্য করে।

গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্টের উপকারিতাঅতিরিক্ত তেল নিয়ন্ত্রণ করে,পোরস ছোট দেখাতে সাহায্য করে,ব্রণ বা তেলতেলে ত্বকে উপকারী,তবে শুষ্ক বা সংবেদনশীল ত্বকে এটি ব্যবহার করলে ত্বক আরও শুকিয়ে যেতে পারে।তেলতেলে বা ব্রণপ্রবণ ত্বকে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ভালো।শুষ্ক বা নরমাল ত্বকে টোনার ব্যবহার করা নিরাপদ ও উপকারী।

তাই গরমকালে বেশিরভাগ মানুষের জন্য হালকা ও হাইড্রেটিং টোনারই বেশি উপযোগী।

যাদের ত্বক তৈলাক্ত নয় তারা নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় টোনার ব্যবহার করুন। এবং যাদের মুখে ব্ল্যাশ ও ব্রোনোর সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য উপকারী হল অ্যাস্ট্রিনজেন্ট।

কিনছেন কেন ? বাড়িতেই সহজ পদ্ধতিতে বানিয়ে নিন ছাতু

নয়া জামানা ঃ ছাতু হলো ভাজা ডাল বা শস্য গুঁড়ো করে তৈরি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। গরমকালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এটি শরীর ঠান্ডা রাখে এবং শক্তি দেয়। খুব সহজেই বাড়িতেই স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছাতু তৈরি করা যায়। ছাতু খেলে পেট ঠান্ডা থাকে এবং হিট স্ট্রোকেরও ঝুঁকি কমে। বাজারে কিনতে পাওয়া অনেক ছাতুতেই ভেজাল থাকে। তাই বাড়িতেই ছাতু বানানোর পদ্ধতি জেনে নিন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

ছোলা (বুট) , ৫০০ গ্রাম

সামান্য যব বা গম (ঐচ্ছিক) , ১০০ গ্রাম,

একটি কড়াই

মিক্সার গ্রাইন্ডার বা শিল-নোড়া

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে ছোলা ভালো করে বেছে নিন যাতে কোনো পাথর বা ময়লা না থাকে। এরপর পরিষ্কার জলে একবার ধুয়ে নিন এবং রোদে বা কাপড়ে মেলে সম্পূর্ণ শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াই মাঝারি আঁচে গরম করুন। শুকনো কড়াইয়ে ছোলাগুলো দিয়ে ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। প্রায় ১০-১৫ মিনিট ভাজতে হবে। ছোলাগুলো যখন হালকা বাদামি রঙের হবে এবং সুন্দর গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন সেগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়েছে। চাইলে একইভাবে সামান্য যব বা গমও ভেজে নিতে পারেন।ভাজা ছোলাগুলো ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করুন। অনেক সময় ছোলার খোসা আলাদা হয়ে যায়, চাইলে চালুনি দিয়ে ছেঁকে খোসা ফেলে দিতে পারেন। এতে ছাতু আরও মিহি ও মোলায়েম হবে।গুঁড়ো হয়ে গেলে সেটিকে একটি শুকনো বয়াম বা কাচের জারে ভরে রাখুন। এতে আর্দ্রতা ঢুকবে না এবং ছাতু দীর্ঘদিন ভালো থাকবে।ছাতু দিয়ে নানাভাবে খাবার তৈরি করা যায়। ঠান্ডা পানিতে ছাতু, লবণ, লেবু ও পেঁয়াজ মিশিয়ে শরবত বানানো যায়। আবার দুধ, চিনি বা গুড় দিয়েও মিষ্টি ছাতু খাওয়া যায়।বাড়িতে তৈরি ছাতু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পুষ্টিকর এবং বাজারের ছাতুর তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। নিয়মিত ছাতু খেলে শরীর শক্তিশালী থাকে এবং গরমের ক্লান্তিও কমে।

নজরে INSTA

জাহ্নবি কাপুর

উর্মিলা মাতন্ডকর

রুক্মিনি মৈত্র

দিতিপ্রিয়া রায়

রুকমা রায়

গ্রীষ্মে আরাম চাই? বেছে নিন সঠিক রঙের পোশাক

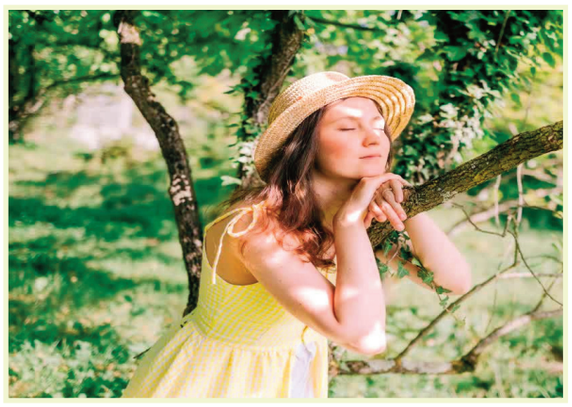

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্ম যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই প্রখর রোদ, অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং ঘামের কারণে বাড়ছে অস্বস্তি। এই সময় মানুষ সাধারণত ঠান্ডা পানীয়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কিংবা খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বস্তি খোঁজেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, গরমে শরীরকে স্বস্তিতে রাখতে পোশাকের রঙ এবং কাপড়ের নির্বাচনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসকদের মতে, ফ্যাশন বা স্টাইলের কারণে অনেকেই গাঢ় রঙের পোশাক বেছে নেন, যা গ্রীষ্মকালে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষ করে কালো, নেভি ব্লু, মেরুন ও গাঢ় বাদামি রঙ সূর্যের তাপ বেশি শোষণ করে। ফলে শরীর দ্রুত গরম হয়ে ওঠে এবং অস্বস্তি বাড়ে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, কালো রঙ সূর্যের আলোর প্রায় ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। এর ফলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে এবং অতিরিক্ত ঘাম হয়। এর থেকেই ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা, হিটস্ট্রোক এবং ক্লান্তির ঝুঁকি বাড়তে পারে।

শুধু তাই নয়, গাঢ় রঙের সঙ্গে মোটা কাপড় ব্যবহার করলে ঘাম ত্বকে আটকে থাকে। বাতাস চলাচল বাধাগ্রস্ত হওয়ায় ঘামাচি, ফুসকুড়ি, অ্যালার্জি এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে।

তাই গরমে আরামদায়ক থাকতে চিকিৎসকরা সাদা ও হালকা রঙের পোশাক পরার পরামর্শ দিচ্ছেন। আকাশী নীল, মিন্ট গ্রিন, পিচ, হালকা হলুদ এবং ল্যাভেন্ডারের মতো প্যাস্টেল শেড এই ঋতুর জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

রঙের পাশাপাশি কাপড় নির্বাচনেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, ১০০ শতাংশ সুতি বা লিনেন কাপড় শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই ধরনের কাপড়ে বাতাস চলাচল সহজ হয় এবং ঘাম দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে শরীর দীর্ঘক্ষণ আরামদায়ক থাকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রীষ্মে শুধু স্টাইল নয়, স্বাস্থ্যের কথাও মাথায় রেখে পোশাক নির্বাচন করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

গরমে স্নানের পর এই ভুলগুলি করছেন না তো?
হতে পারে মারাত্মক ক্ষতি

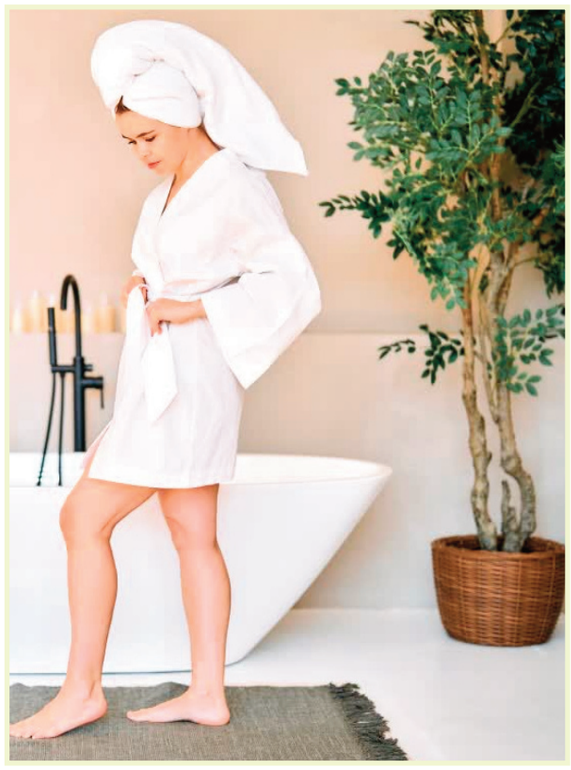

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ গ্রীষ্মের দাবদাহ এখন চরমে। তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ায় স্বস্তি পেতে অনেকেই দিনে একাধিকবার স্নান করছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু স্নান করলেই হবে না;স্নানের পর কিছু সাধারণ অভ্যাসও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা ও রক্ত সঞ্চালনে সাময়িক পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে কিছু বিষয়ে বাড়তি সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, স্নানের পরপরই এসি বা তীব্র গতির পাখার সামনে বসা উচিত নয়। কারণ, স্নানের পর শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই অবস্থায় অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এলে সর্দি-কাশি, মাথাব্যথা বা শরীর আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

স্নানের সঙ্গে সঙ্গে ভারী খাবার খেতেও বারণ করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, স্নানের সময় শরীরের রক্ত সঞ্চালনের ধরণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়, ফলে সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেলে হজমের সমস্যার আশঙ্কা বাড়তে পারে। তাই স্নান ও খাওয়ার মধ্যে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট বিরতি রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

অনেকেরই অভ্যাস, রাতে স্নানের পর ভেজা চুল নিয়েই ঘুমিয়ে পড়া। তবে এই অভ্যাস মাথাব্যথা, চুলের ক্ষতি এবং মাথার ত্বকে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। দীর্ঘক্ষণ ভেজাভাব থাকলে ছত্রাক সংক্রমণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এছাড়া,

স্নানের পরপরই রোদে বের হওয়া বা শরীরচর্চা করাও এড়িয়ে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, স্নানের পর শরীর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে কিছুটা সময় নেয়। এই সময়ে অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা তীব্র রোদের সংস্পর্শ শরীরে অস্বস্তি তৈরি করতে পারে।

ত্বকের যত্নেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তোয়ালে দিয়ে শরীর জোরে ঘষার বদলে আলতোভাবে মুছে নেওয়াই ভালো। এতে ত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকে এবং শুষ্কতা কমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্নানের পর শরীরকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে সুযোগ করে দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছোট ছোট এই অভ্যাসগুলি মেনে চললে গরমের দিনে শরীর ও ত্বক দুটোই ভালো রাখ

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 08-07-2026 04:32 Page 4

মহানগর
নয়া জামানা

বেঁধে দেওয়া হল সময়, রুট বাতলে শর্তসাপেক্ষে

মমতার মিছিলে অনুমতি হাই কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বারুইপুর-সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলের অনুমতি চেয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মিলল অনুমতি, তবে একাধিক শর্ত বেঁধে দিয়েছে আদালত। জানানো হয়েছে, ২ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে কর্মসূচি। মিছিলের জন্য আমজনতাকে সমস্যায় ফেলা যাবে না। আদালতের সাফ নির্দেশ, ১০০০ জনের বেশি শামিল হতে পারবে না এই মিছিলে। বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খ ুনের ঘটনায় গত কয়েকদিন ধরে উত্তাল বাংলা। তবে বিদ্যুতের গতিতে পদক্ষেপ করেছে সরকার।

কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে তিনজনকে। ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই গঠন করা হয়েছে সিট। রবিবারই মৃতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ, মঙ্গলবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বারুইপুর গিয়েছেন তিনি। এদিকে গতকাল

অর্থাৎ সোমবার বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে কালীঘাটে মোমবাতি মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮ জুলাই কলকাতার বুকে মিছিলের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। শর্তসাপেক্ষে সেই মিছিলে অনুমতি দিল আদালত। তবে বলা হয়েছে, মিছিলটি বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে শুরু করে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ করতে হবে। আমজনতার জন্য একটি লেন খোলা রাখ তে হবে। আড়াইটের সময় শুরু করে মিছিল শেষ করতে হবে সাড়ে চারটের মধ্যে। ১০০০ জনের বেশি শামিল হতে পারবে না এই মিছিলে। উল্লেখ্য, তৃণমূল জমানায়, গত ১৫ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, হাঁসখালি থেকে অভয়া কাণ্ড, প্রতিক্ষেত্রেই তৎকালীন মুখ ্যমন্ত্রী বিষয়গুলোকে 'ছোট ঘটনা' বলে প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কখনও নির্যাতিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কখনও নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় তিনি বলেছেন, 'লাভ অ্যাফেয়ার ছিল'। অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে যখন গোটা বাংলা রাস্তায় নেমেছিল, সেটাকে 'হুজুগ' বলে দাগিয়েছিলেন তিনি। একটা সময়ের পর আন্দোলন ভুলে সকলকে উৎসবে ফিরতে বলেছিলেন। পালাবদল হতেই যেন উলটো সুর! বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে নামতে মরিয়া তিনি। আসলে এভাবেই মৃত্যুকে হাতিয়ার করে মমতা ফের রাজনীতির মূল স্রোতে ফেরার চেষ্টা করছেন বলেই দাবি নিন্দুকদের।

ডিজিটাল দুনিয়ায় সব
খবর সবার আগে

দৈনিক
নয়া
জামানা

কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ৯০০২৯৮৯১৩২

৫
৮ জুলাই ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

সবুজ যাত্রার নতুন ঠিকানা

শিলিগুড়িতে ই-স্কুটার শোরুম উদ্বোধন

নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ

পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার হিমুল এলাকায় উদ্বোধন হলো নতুন একটি ইলেকট্রিক স্কুটার শোরুম। 'বোসনি এন্টারপ্রাইজ'-এর উদ্যোগে চালু হওয়া এই শোরুমে পাওয়া যাবে 'বি ইউ ফোর অটো পাওয়ার পালস্' সংস্থার অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক স্কুটার ও বাইকের বিভিন্ন মডেল। শোরুম উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার হাজি মেরাজুল বোসনি, সহ-কর্ণধার শফিকুল আলম এবং কোম্পানির একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের ইলেকট্রিক স্কুটার একবার সম্পূর্ণ চার্জ দিলে প্রায় ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলতে সক্ষম। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই দূরত্ব অতিক্রম করতে বিদ্যুৎ খরচ হয় মাত্র প্রায় ১০ টাকা। বর্তমান জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দামের বাজারে এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ ক্রেতাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে সংস্থা। কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান, স্কুটারগুলি সম্পূর্ণরূপে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' এবং গুজরাতের আহমেদাবাদে অবস্থিত অত্যাধুনিক কারখানায় এগুলি তৈরি করা হয়। অন্যান্য ইলেকট্রিক স্কুটারের তুলনায় প্রযুক্তিগত ও পরিষেবাগত দিক থেকে এই মডেলগুলির একাধিক বিশেষ সুবিধা

রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হিসেবে সংস্থার তরফে তিন বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টির ঘোষণা করা হয়েছে। কোম্পানির দাবি, ইলেকট্রিক টু-হুইলার বাজারে এমন সুবিধা খুব কম সংস্থাই দিয়ে থাকে। ফলে ক্রেতারা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিন্তে এই যান ব্যবহার করতে পারবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ফাউন্ডার উর্বিশ শাহ ও বিন্দি শাহ, ন্যাশনাল সেলস হেড সৌমিল খিস্টিয়ান, রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার শ্রীকান্ত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা জানান, পরিবেশ দূষণ কমানোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে আরও সাশ্রয়ী ও আধুনিক করে তুলতেই এই উদ্যোগ। শোরুমে বর্তমানে বিভিন্ন মডেলের ইলেকট্রিক স্কুটারের পাশাপাশি উন্নতমানের ইলেকট্রিক বাইকও উপলব্ধ রয়েছে। উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রেতাদের জন্য থাকছে একাধিক আকর্ষণীয় অফার, বিশেষ ছাড় এবং উপহার। ফলে নতুন ইলেকট্রিক যানবাহন কেনার পরিকল্পনা থাকলে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ হতে পারে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শোরুমটি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার হিমুল পোস্ট অফিস সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী পরিবহণের নতুন দিগন্ত খুলে দিতে এই শোরুম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই আশাবাদী উদ্যোক্তারা।

বনমন্ত্রীর পরিদর্শনে বক্সা

২ অক্টোবর ফিরছে রয়্যাল বেঙ্গল

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে বহু প্রতীক্ষিত বাঘ পুনর্বাসন কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রস্তুতি এখন শেষ পর্যায়ে। আগামী ২ অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তীর দিন বক্সার ২৫ মাইল এলাকায় বিশেষ এনক্লোজার থেকে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে রাজ্য বন দপ্তর। সেই প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে যান মনোজ কুমার ওরাঁও। মন্ত্রী ২৫ মাইল এলাকায় নির্মিত বিশেষ এনক্লোজার ঘুরে দেখেন এবং বাঘের নিরাপত্তা, আবাসস্থলের উপযোগিতা, নজরদারি ব্যবস্থা ও অন্যান্য পরিকাঠামো বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। বাঘ ছাড়ার আগে যাতে কোনও ধরনের ত্রুটি না থাকে, সে বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প-এর ঊর্ধ্বতন আধিকারিক এবং জেলার শীর্ষ বনকর্তারা।

তাঁরা প্রস্তুতির অগ্রগতি এবং আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রীকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বনমন্ত্রী জানান, বাঘ আনার জন্য রাজ্য সরকার ও বন দপ্তর সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রথমে আগামী ২৯ জুলাই বাঘ আনার পরিকল্পনা থাকলেও বনবস্তির বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের কিছু কাজ এখনও বাকি রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে বর্ষাকালীন প্রবল বৃষ্টি ও সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই কর্মসূচির দিন পরিবর্তন করে ২ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, প্রাথমিকভাবে বিহার অথবা মানস জাতীয় উদ্যান থেকে বাঘ আনার বিষয়ে আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতেই নেওয়া হবে। রাজ্য বন দপ্তরের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হলো বক্সা অরণ্যে আবারও বাঘের স্থায়ী আবাস গড়ে তোলা। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে ২ অক্টোবরের এই কর্মসূচিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এদিনের পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রস্তুতির কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রের দাবি। প্রশাসনিক সবুজ সংকেত মিললেই অবশিষ্ট কাজ দ্রুত শেষ করে নির্ধারিত দিনেই বাঘ অবমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বক্সায় ফের বাঘের গর্জন শোনার আশায় এখন বনকর্মী থেকে প্রকৃতিপ্রেমী; সকলেরই অপেক্ষা ২ অক্টোবরের দিকে।

মন্টু মৃত্যুতে উত্তপ্ত কোচবিহার

মীনাক্ষীর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম থেরাপি

প্রদীপ কুণ্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ শীতলকুচিতে সিপিএম কর্মী মন্টু মিঞার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এটি পরিকল্পিত খুন। সেই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং মীনাক্ষী মুখার্জি-র গাড়িতে হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার কোচবিহারের পুলিশ সুপারের দফতরের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হয় সিপিএম নেতৃত্ব। অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি দাবি করেছে, ঘটনাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে সিপিএম। গত রবিবার শীতলকুচি ব্লকের খুঠামারা নদীর চানঘাট সেতু সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় মন্টু মিঞার দেহ। পরিবারের দাবি, এটি দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অভিযোগ, খুনের মামলা দায়ের করতে থানায় গেলেও পুলিশ তা নেয়নি। যদিও এই বিষয়ে পুলিশের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মঙ্গলবার মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে সিঙ্গিমারি গ্রামে যান মীনাক্ষী মুখার্জি। ফেরার পথে শীতলকুচি বাজার এলাকায় তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে

অভিযোগ। সিপিএমের দাবি, একদল ব্যক্তি 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নিরাপত্তার সঙ্গে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনার পর মীনাক্ষী মুখার্জি অভিযোগ করেন, একটি শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে দাঁড়াতেও বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। তিনি দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান। অন্যদিকে বিজেপির শীতলকুচি ৬ নম্বর মণ্ডলের সম্পাদক দেবাশীষ বর্মন বলেন, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। হামলায় বিজেপি কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেন তিনি। এদিকে সিপিএমের দাবি, মন্টু মিঞার মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্ত, পরিবারের অভিযোগ গ্রহণ এবং হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

অভিমানে পদ ছাড়লেন ভোলা ঘোষ

অর্ঘ্য বর্মন, নয়া জামানা, মাটিগাড়া ঃ মাটিগাড়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ভোলা ঘোষ ওরফে সুশান্ত ঘোষ। তাঁর আকস্মিক পদত্যাগকে ঘিরে শোরগোল পড়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। পদত্যাগের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দলের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রশাসনিক অসহযোগিতা এবং উন্নয়নমূলক কাজে বাধার অভিযোগ তোলেন। ভোলা ঘোষের দাবি, এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তিনি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোনও ফল মেলেনি।

ভোটের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে না পারার আক্ষেপও প্রকাশ করেন তিনি। তবে পদ ছাড়লেও দলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় থাকবে বলেও

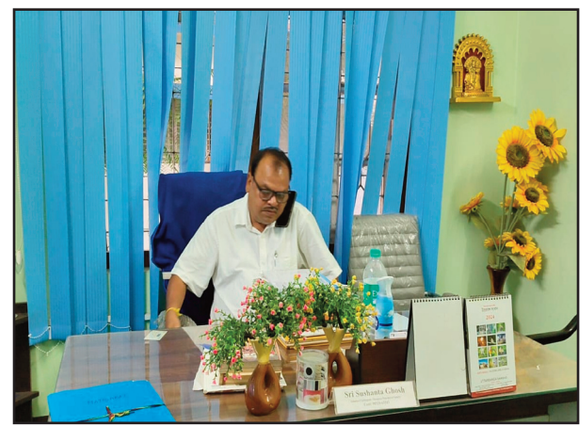

জানান। পদত্যাগের পর ব্লক অফিস ছাড়ার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তিনি।

সহকর্মীদের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করেন, চা-আড্ডায় স্মৃতিচারণ করেন। বিদায়ের সময় তাঁর চোখে জল দেখে উপস্থিত অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

আট বছরের প্রেমের পরিণয়

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ দীর্ঘ আট বছরের প্রেমের সম্পর্কের পর হিন্দু ধর্মীয় রীতি মেনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এক যুগল। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দক্ষিণ পদমতি এলাকায়। ২১ বছর বয়সী নববধূ জানান, তিনি নিজের ইচ্ছাতেই এই বিয়ে করেছেন এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তে কোনও ধরনের চাপ বা জবরদস্তি ছিল না। বরের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে পরিণতি দিতেই তাঁরা বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। নবদম্পতির দাবি, আইনিভাবে বিয়ের প্রাথমিক যাচাই-সংক্রান্ত নথিও তাঁদের হাতে এসেছে। এরপর স্থানীয়দের উপস্থিতিতে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, সাতপাক ও সানাইয়ের সুরে

সামাজিকভাবে সম্পন্ন হয় তাঁদের বিবাহ। বিয়ের অনুষ্ঠানজুড়ে নববধূকে হাসিখুশি ও স্বতঃস্ফূর্ত দেখা যায়। তাঁদের দাবি, পারস্পরিক সম্মতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতেই নতুন জীবনের পথচলা শুরু করেছেন তাঁরা।

অন্নপূর্ণার টাকা ঘিরে বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গে

নয়া জামানা, উত্তরবঙ্গ ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের একাধিক ব্লকে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন শতাধিক মহিলা। ময়নাগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও খড়িবাড়িতে বিডিও অফিস ঘেরাও করে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। ময়নাগুড়িতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে না পেয়ে বিক্ষোভকারীরা বিডিও অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের অভিযোগ, আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পরও বহু প্রকৃত উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছায়নি, অথচ অযোগ্যদের নামে টাকা ঢুকেছে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের আশ্বাসে প্রায় এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা। বিডিও জানান, তিনি সরকারি কাজে বাইরে রয়েছেন। অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়ায় বিডিও অফিসে বিক্ষোভ চলাকালীন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, ঘটনায় দুই সাংবাদিক-সহ অন্তত চারজন আহত হন। যদিও প্রশাসন বা বিএসএফের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। একই দাবিতে খড়িবাড়ি বিডিও অফিসেও বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে সেখানে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দ্রুত উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর দাবিতে ক্ষোভ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

বিমার টাকায় বঞ্চনার ক্ষোভ ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ আলু ফসলের শস্য বিমার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি কৃষি দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিরা। তাঁদের অভিযোগ, নির্ধারিত সময়ে জমির নথি-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়া সত্ত্বেও বহু প্রকৃত কৃষক বিমার টাকা পাননি। অথচ যাঁদের জমি নেই বা অল্প জমি রয়েছে, তাঁদের নামে বিমার টাকা এসেছে বলে অভিযোগ ওঠে। এমনকি কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাওয়ার অভিযোগও করেন বিক্ষোভকারীরা। চাষিদের দাবি, অবিলম্বে প্রকৃত উপভোক্তাদের প্রাপ্য বিমার টাকা দিতে হবে, না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। এ বিষয়ে ময়নাগুড়ি ব্লকের সহকারী কৃষি অধিকর্তা কমলেশ বর্মন জানান, অভিযোগের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

এসএসবির উদ্যোগে বিনামূল্যে পশু শিবির

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ির সীমান্তবর্তী গ্রামে এসএসবির উদ্যোগে বিনামূল্যে পশু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হল। ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট পি. ভি. সামি-র নির্দেশনায় বারামনিরামজোট, তারাবাড়ি ও কিলারামজোটে এই নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচি হয়। সিলিগুড়ি এসএসবির প্রধান পশু চিকিৎসক ডা. দীপক ছেত্রী ৩৮ জন পশুপালকের ১৯৮টি গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও বিনামূল্যে ওষুধ দেন। তিনি সুষম খাদ্য, টিকাকরণ ও বৈজ্ঞানিক পশুপালন নিয়ে পরামর্শ দেন। স্থানীয়রা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এসএসবিকে ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের শিবির গ্রামীণ অর্থনীতি ও সেনা-জনসম্পর্ক মজবুত করছে।

বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর অভিযানে নকশালবাড়ির রথখোলা মোড় এলাকা থেকে ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে এশিয়ান হাইওয়ে-২ সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা মিজানুল শেখ ও নাসিম শেখ কে গ্রেপ্তার করা হয়।

তাঁদের কাছ থেকে একটি ব্যাগে রাখা বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত-এ

তোলা হবে। এই মাদক কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বপ্নের মেডিকেল কলেজের পথে আলিপুরদুয়ার

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের জন্য সম্ভাব্য জমি পরিদর্শন করেন পরিতোষ দাস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রতিনিধি দলটি বীরপাড়া রত্নেশ্বর ঝিল এলাকা এবং তাপসিখাতার আয়ুষ হাসপাতাল সংলগ্ন জমি ঘুরে দেখে। জমির পরিমাপ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকাঠামো নির্মাণের সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখা হয়। বিধায়ক পরিতোষ দাস জানান, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, খুব শীঘ্রই আলিপুরদুয়ারবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্নের মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়িত হবে। স্থানীয়দের মতে, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে উঠলে জটিল চিকিৎসার জন্য আর বাইরে যেতে হবে না।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তিক জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় নতুন দিগন্তের সূচনা হবে বলে আশাবাদী প্রশাসন ও বাসিন্দারা।

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েতে নতুন সভাপতি অনিমা সিংহ

প্রায় এক মাসের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অনিমা সিংহ। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে উপস্থিত সদস্যদের সমর্থনে কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০২২ সালের পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে ১২টির মধ্যে ৯টি আসনে জয় পেয়ে তৃণমূল বোর্ড গঠন করে। সভাপতি হয়েছিলেন রত্না রায় সিনহা। তবে গত ১১ জুন দলেরই ছয় সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে ২৩ জুন তিনি পদত্যাগ করেন।

উত্তম সিংহ, নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ প্রায় এক মাসের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়ে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অনিমা সিংহ। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে উপস্থিত সদস্যদের সমর্থনে কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০২২ সালের পঞ্চায়েত সমিতি নির্বাচনে ১২টির মধ্যে ৯টি আসনে জয় পেয়ে তৃণমূল বোর্ড গঠন করে। সভাপতি হয়েছিলেন রত্না রায় সিনহা। তবে গত ১১ জুন দলেরই ছয় সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে ২৩ জুন তিনি পদত্যাগ করেন। এদিন মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন ভোটে অংশ নেন। তৃণমূলের দুই সদস্য এবং বিজেপির তিন সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। নবনির্বাচিত সভাপতি অনিমা সিংহ জানান, রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সকলকে সঙ্গে নিয়ে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সার্বিক উন্নয়ন ও মানুষের স্বার্থে কাজ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ১, জখম ৩

নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ কর্মস্থল থেকে ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক এসএসবি জওয়ানের। সোমবার গভীর রাতে আলিপুরদুয়ার জেলার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পুটিমারি সেন্ট্রাল ব্যাংকের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম প্রদীপ কুমার। তাঁর বাড়ি লখনউ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসমের রঙ্গিয়া থেকে লখনউর উদ্দেশ্যে একটি

ছোট গাড়িতে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। পথে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি গাছে ধাক্কা মারে, তারপর উল্টে জাতীয় সড়ক থেকে নিচে পড়ে যায়। খবর পেয়ে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা চারজনকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা প্রদীপ কুমারকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত বাকি তিনজনের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ব্রাউন সুগারসহ ধৃত দম্পতি

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ মাদকবিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিং জোত এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৭১ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং ১৩ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় ওই বাড়ি থেকে স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম জিতেন্দ্র গিরি (৩৫) এবং রাখি অধিকারী গিরি (৩০)।

তাঁরা দু'জনেই গৌড়সিং জোত এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,

উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য ও নিষিদ্ধ কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত-এ তোলা হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস এবং এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার,
জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার
মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে
সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

পরিবারহীন অসহায় ব্যক্তির পাশে সালার হাসপাতাল

নয়া জামানা,সালার ঃ সালার গ্রামীণ হাসপাতালে গত প্রায় ২০ দিন ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এক অসহায় ব্যক্তি। তাঁর নাম জিবন কুমার রায়, বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। নিজের বাড়ির ঠিকানা বলতে গিয়ে তিনি শুধু কলকাতা এলাকার কথা জানাতে পেরেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের সন্ধান মেলেনি।হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নুর আলম জানান, রোগী এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তাঁর আরও উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। তাই পরিবারের সদস্যদের দ্রুত খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি। যদি এই সংবাদ দেখে কেউ তাঁকে চিনতে পারেন বা তাঁর পরিবারের সন্ধান জানেন, তাহলে দ্রুত সালার গ্রামীণ হাসপাতালে যোগাযোগ করার আবেদন জানান তিনি।পরিবারের কেউ পাশে না থাকলেও, তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও একা হতে দেননি সালার গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স চালকেরা। তাঁরা নিজেদের মানুষ ভেবেই দিন-রাত তাঁর সেবা করে চলেছেন।জানা গেছে, স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স চালকেরা নিজেদের উদ্যোগে তাঁর জন্য নতুন কাপড় কিনে দিয়েছেন, গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখছেন, সময়মতো খাবারের ব্যবস্থা করছেন। অন্যদিকে চিকিৎসক ও নার্সরা নিয়মিত চিকিৎসা, ওষুধ এবং সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নিচ্ছেন। সরকারি দায়িত্বের বাইরেও তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগ সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আজকের দিনে, যখন অনেক সময় রক্তের সম্পর্কও দূরে সরে যায়, তখন সম্পূর্ণ অচেনা একজন অসহায় মানুষের পাশে যেভাবে সালার গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অ্যাম্বুলেন্স চালকেরা দাঁড়িয়েছেন, তা সত্যিই মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।আপনাদের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন যদি কেউ যাদব কুমার রায়-কে চিনে থাকেন বা তাঁর পরিবারের কোনো খোঁজ জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে দ্রুত সালার গ্রামীণ হাসপাতাল বা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এই সংবাদটি যত বেশি সম্ভব শেয়ার করুন। আপনার একটি শেয়ারই হয়তো দীর্ঘ ২০ দিন ধরে পরিবারের অপেক্ষায় থাকা এই অসহায় মানুষটিকে তাঁর আপনজনের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে।

অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে জঙ্গিপুর পৌরসভায় ডিম ছুড়লেন বিক্ষুব্ধ মহিলারা

নয়া জামানা , জঙ্গিপুর ঃ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা অ্যাকাউন্টে না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় জঙ্গিপুর পৌরসভায়। বিক্ষোভের একপর্যায়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা পৌরসভার আধিকারিকদের লক্ষ্য করে ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ জানান। হঠাৎ এই ঘটনায় কার্যত হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পৌরসভা চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আধিকারিকদের দ্রুত সেখান থেকে সরে যেতে হয়। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই জঙ্গিপুর পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডের মহিলারা পৌরসভায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

তাঁদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পে কিছু উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়লেও অধিকাংশ যোগ্য উপভোক্তা এখনও কোনও অর্থ পাননি। বারবার আবেদন ও অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এদিন তাঁরা পৌরসভায় বিক্ষোভে সামিল হন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অভিযোগ,

পৌরসভার আধিকারিকদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের তীব্র বচসা বাধে। সেই সময়ই একাংশ বিক্ষুব্ধ মহিলা আধিকারিকদের উদ্দেশে পরপর ডিম ছুড়ে ক্ষোভ উগরে দেন। আচমকা ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় পৌরসভা চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং আধিকারিকরা দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান।

উল্লেখ্য, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে গত কয়েকদিন ধরে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বিডিও অফিস ও পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ চলছে। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর পৌরসভায় আধিকারিকদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় সেই আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল।

জঙ্গিপুর পুরসভায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, ১১ কাউন্সিলরের স্বাক্ষরে জমা

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর পুরসভায় রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও তীব্র হলো। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিলেন বিরোধী পক্ষের ১১ জন কাউন্সিলর। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের (এসডিও) দপ্তরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে তা জমা দেন।অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেওয়ার পর কাউন্সিলরদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিপুর পুরসভার ২১টি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি, আলো-সহ একাধিক নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ থাকলেও পুরবোর্ড সেই সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলে দাবি তাঁদের।বিরোধী কাউন্সিলরদের আরও অভিযোগ, চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলাম কাউন্সিলরদের মতামত বা অভিযোগকে গুরুত্ব দিতেন না। বোর্ড পরিচালনায় স্বচ্ছতার অভাব ছিল বলেও তাঁদের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মতবিরোধ চলছিল এবং একাধিকবার বিষয়টি আলোচনার

মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হলেও কোনও ইতিবাচক ফল মেলেনি। সেই কারণেই শেষ পর্যন্ত অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁরা।কাউন্সিলরদের বক্তব্য, পুরবোর্ড দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানার মধ্য দিয়ে চলছে।

উন্নয়নমূলক কাজের গতি থমকে যাওয়ায় সাধারণ মানুষও ক্ষুব্ধ। তাই পুরসভার স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম ও নাগরিক পরিষেবা সচল রাখতে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে।এদিকে, অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুরের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে কী সিদ্ধান্ত হয় এবং পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে চেয়ারম্যান মফিজুল ইসলামের প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁর বক্তব্য পাওয়া গেলে তা-ও গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হবে। এখন প্রশাসনিক নিয়ম মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হয়, সেটাই দেখার।

একাধিক দাবিতে জঙ্গিপুর পৌরসভার সামনে ঝাঁটা হাতে সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ

রাজু শেখ , নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভায় মহিলাদের বিক্ষোভের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে নামলেন পৌরসভার সাফাই কর্মীরা। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর পৌরসভার সামনে ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভে সামিল হন বিপুল সংখ্যক সাফাই কর্মী। বেতন বৃদ্ধি, কর্মীদের স্থায়ীকরণ, প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) চালু করা-সহ একাধিক দাবিতে তাঁরা এই কর্মসূচির আয়োজন করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করলেও ন্যায্য বেতন ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বহু কর্মী বছরের পর বছর কাজ করলেও এখনও স্থায়ী পদ পাননি। এছাড়াও পিএফ চালু না হওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি। এদিন ঝাঁটা হাতে পৌরসভার মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ করতে হবে, পিএফ-সহ অন্যান্য শ্রমিক-অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সামগ্রী এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিও তোলেন তাঁরা।

বিক্ষোভকারীরা জানান, একাধিকবার কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা।

সাফাই কর্মীদের এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য পৌরসভার সামনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। আন্দোলনকারীদের আশা, পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবে।

ছয় দিনের কর্মবিরতিতে জঞ্জালে ঢাকল জঙ্গিপুর, দুর্ভোগে শহরবাসী

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার সাফাই কর্মীদের টানা ছয় দিনের কর্মবিরতির জেরে কার্যত জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা শহর। শহরের বিভিন্ন রাস্তা, বাজার এলাকা, নিকাশি নালা ও ড্রেনে জমে রয়েছে আবর্জনা। দীর্ঘদিন পরিষ্কার না হওয়ায় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। শহরবাসীর অভিযোগ, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে জনস্বাস্থ্য নিয়ে বড় ধরনের সংকট তৈরি হতে পারে। স্থানীয়দের দাবি, পৌরসভার প্রধান দায়িত্ব হল নিয়মিত সাফাই, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণ। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই জঙ্গিপুরের বিভিন্ন রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা নিয়ে অভিযোগ উঠছে। তার ওপর সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতির ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। শহরের একাধিক এলাকায় আবর্জনা জমে থাকায় বাসিন্দাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বর্তমানে জঙ্গিপুর পৌরসভা তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হলেও, এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় দৃশ্যমান কোনও কার্যকর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলছেন অনেকেই। কেন এই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, পৌরসভার প্রশাসনিক সমস্যা নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে;তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। তবে এই বিষয়ে এখনও পৌরসভার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে, বিজেপির জঙ্গিপুর টাউন সভাপতি তন্ময় দাস জানান,

তিনি সাফাই কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁদের অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া শুনেছেন। তাঁর বক্তব্য, কর্মীদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেওয়া হবে। আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান করে সাফাই ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। শহরবাসীর এখন একটাই দাবি;দ্রুত কর্মবিরতির অবসান ঘটিয়ে নিয়মিত সাফাই পরিষেবা চালু করা হোক। কারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আলোচনার মাধ্যমে কবে এই সমস্যার সমাধান হয় এবং জঙ্গিপুরবাসী কবে স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরে পান।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক

নয়া জামানা, সুতি ঃ মুর্শিদাবাদের সুতি থানার এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে সুজনীপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আব্দুল কাদির। তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার নতুন জালাদিপুর এলাকায়। অপর ধৃত রামিজ শেখের বাড়ি সুতি থানার হরিপুর এলাকায়। অভিযানের সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল, এক রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং একটি মোটরবাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই এলাকায় এসেছিল। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, কার কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল এবং এর পিছনে কোনও বড় অস্ত্র পাচার চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রেফতারের পর ধৃতদের সুতি থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা অস্ত্রের উৎস, সম্ভাব্য ক্রেতা এবং এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও ব্যক্তি বা চক্রের যোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছেন। এই ঘটনাকে ঘিরে সুজনীপাড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে আরও গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

তালগ্রামে জুয়ার আস্তানায় পুলিশি অভিযান, নগদ অর্থ সহ গ্রেপ্তার ৪

আইয়ুব আলী,নয়া জামানা, ভরতপুর ঃ ভরতপুর থানার পুলিশের এক অনন্য ও প্রশংসনীয় তৎপরতায় জুয়াড়িদের আস্তানায় সফল অভিযান সম্পন্ন হলো। সোমবার দুপুরে ভরতপুর থানার তালগ্রামের একটি বাড়িতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওসির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অতর্কিত হানা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ও পুলিশের তীক্ষ্ণ নজরদারির ওপর ভিত্তি করে চালানো এই ঝটিকা অভিযানে নগদ ৪৬ হাজার ৯০ টাকা সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় চারজনকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি স্থানীয় তালগ্রামেই, তারা হলেন ৫৯ ধানু সেখ বয়স ৫৯, মেহেরুল সেখ বয়স ৪৯ এবং যুবক মারফত ইসলাম বয়স ২৯। এছাড়া অপর ধৃত ব্যক্তি হলেন চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বয়স ৫৮। জুয়ার মতো সামাজিক ব্যাধি, যা তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং সমাজের চরম অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডলের এই দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার কান্দি মহকুমা আদালতে পাঠানোর মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসন স্পষ্ট বার্তা দিল যে, এলাকায় কোনো রূপ অসামাজিক কাজ বরদাস্ত করা হবে না। আর পুলিশের এই সময়োপযোগী ও কড়া পদক্ষেপের ফলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তালগ্রামের সাধারণ মানুষ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি স্থানীয় তালগ্রামেই, তারা হলেন ৫৯ ধানু সেখ বয়স ৫৯, মেহেরুল সেখ বয়স ৪৯ এবং যুবক মারফত ইসলাম বয়স ২৯। এছাড়া অপর ধৃত ব্যক্তি হলেন চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বয়স ৫৮। জুয়ার মতো সামাজিক ব্যাধি, যা তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং সমাজের চরম অবক্ষয় ঘটাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ভরতপুর থানার ওসি বিশ্বজিৎ মন্ডলের এই দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

খড়গ্রামে একাধিক দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ

নয়া জামানা, কান্দি ঃ সরকারি সুযোগ-সুবিধা, মোবাইল রিচার্জের ভাতা এবং শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ব্লক শিশু বিকাশ প্রকল্প (আইসিডিএস) দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। বিক্ষোভের পাশাপাশি তাঁরা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপিও জমা দেন। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কর্মীদের অভিযোগ,

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য ঘোষিত একাধিক সরকারি সুবিধা এখনও নিয়মিতভাবে মিলছে না। বিশেষ করে মোবাইল রিচার্জ বাবদ বরাদ্দ ১৬৬ টাকা প্রতি মাসে দেওয়া হলেও তা নিয়মিত পাওয়া যায় না। এছাড়া বিভিন্ন অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। কর্মীদের বক্তব্য, তাঁদের নির্ধারিত দায়িত্বের বাইরে অতিরিক্ত কাজ করানো হচ্ছে, যা তাঁরা আর করতে চান না। এদিন খড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শতাধিক কর্মী বিক্ষোভে অংশ নেন। তাঁদের আরও অভিযোগ, শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক আলপনা দাস কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং সমস্যার কথা জানাতে গেলে উপযুক্ত গুরুত্ব দেন না। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন খড়গ্রাম ব্লকের শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক আলপনা দাস। তাঁর দাবি, কর্মীদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করা হয় না। তিনি বলেন, কোনও কর্মী অনিয়ম করলে তাঁকে ডেকে সতর্ক করা হয়।

১০ জুলাই মুর্শিদাবাদ সফরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু, রেজিনগরে জনসভার প্রস্তুতি শুরু

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ আগামী ১০ জুলাই মুর্শিদাবাদ সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সফরকে ঘিরে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি রেজিনগরে একটি রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। সম্ভাব্য সভাস্থল হিসেবে রেজিনগরের তকিপুর হাই মাদ্রাসার মাঠকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোমবার জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শন করেন। সভামঞ্চের সম্ভাব্য অবস্থান, সাধারণ মানুষের প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ-সহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয়। পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আর. অর্জুন, পুলিশ সুপার শচীন মক্কার-সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি মলয় মহাজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মলয় মহাজন জানান, মুখ্যমন্ত্রী ১০ জুলাই বহরমপুরে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক বৈঠক করার পর রেজিনগরে জনসভা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই হবে তাঁর প্রথম মুর্শিদাবাদ সফর। তিনি বলেন, আমাদের এমন একটি মাঠের প্রয়োজন ছিল যেখানে প্রায় ২০

থেকে ২৫ হাজার মানুষের সমাগম হতে পারে। জাতীয় সড়কের ধারে উপযুক্ত মাঠ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকায় তকিপুর হাই মাদ্রাসার মাঠটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। আশপাশে এর থেকে উপযুক্ত জায়গা নেই। উল্লেখ্য, আগামী দু'মাসের মধ্যে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। নওদা ও রেজিনগর;দুই কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হওয়ার পর হুমায়ুন কবীর রেজিনগর বিধানসভা আসন থেকে ইস্তফা দেন। ফলে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছে। সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি ইতিমধ্যেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু করেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে রেজিনগরে বিজেপি সভাপতি মলয় মহাজনের এক বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় হুমায়ুন কবীরের বিতর্কিত মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীতে বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে সতর্ক করে শীঘ্রই মুর্শিদাবাদ সফরের কথা ঘোষণা করেন। সেই প্রেক্ষাপটে ১০ জুলাইয়ের রেজিনগর জনসভা রাজনৈতিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মলয় মহাজন বলেন, রেজিনগরের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সকলেই অবগত। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই জনসভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সভা থেকে তিনি কী রাজনৈতিক বার্তা দেন, সেদিকে সকলের নজর থাকবে।

জঙ্গিপুর পৌরসভায় অনাস্থা, আন্দোলনের মাঝেই সমাধানের উদ্যোগ

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভায় মঙ্গলবার দিনভর একের পর এক নাটকীয় ঘটনার সাক্ষী থাকলেন শহরবাসী। দিনের শুরুতেই বড় রাজনৈতিক চমক দেখা যায়, যখন পৌরসভার ১১ জন কাউন্সিলর একজোট হয়ে পৌরপিতার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পৌরসভা চত্বরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পরেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সংক্রান্ত দাবিতে বিক্ষোভে নামেন একদল মহিলা। বিক্ষোভ চলাকালীন পৌরসভার কয়েকজন কর্মচারীর উদ্দেশে ডিম ছোড়ার ঘটনাও ঘটে, যার ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একই সময়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত সাফাই কর্মীরাও ঝাঁটা হাতে পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রঘুনাথগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন

করা হয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। এদিকে অস্থায়ী কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পৌর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী এক মাসের মধ্যে কর্মীদের উত্থাপিত দাবিগুলি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বৈঠক শেষে বিজেপির সহ-সভাপতি বিকাশ হরিজন জানান, সাফাই কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি নিয়ে তারা পৌরসভায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, নির্ধারিত বোর্ড মিটিং না হওয়ায় পৌর কর্তৃপক্ষ এক মাসের সময় চেয়েছে এবং সেই সময়ের মধ্যেই সমস্যার সমাধানের পথ বের করার আশ্বাস দিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির জঙ্গিপুর টাউন সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, শহরকে বাঁচাতে হলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে শহরের স্বার্থে সমাধানের পথ খুঁজে বের করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

সেই উদ্দেশ্যেই আমরা পৌরসভায় এসেছিলাম। আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে এবং আশা করছি আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই জঙ্গিপুর পৌরসভার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। দিনভর টানটান উত্তেজনা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্দোলনের মধ্যেও আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস মিলেছে। এখন শহরবাসীর নজর আগামী কয়েক দিনের দিকে; পৌরসভার স্বাভাবিক পরিষেবা কত দ্রুত ফিরিয়ে আনা যায় এবং কর্মীদের দাবিগুলির বাস্তবায়নে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেটাই দেখার।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৭
৮ জুলাই ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

সংবর্ধনা সভায় একমঞ্চে মালদহের সাংসদ-বিধায়করা

নয়া জামানা,মালদহ ঃ নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানিয়ে জেলার উন্নয়নের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরল মালদহ মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্স।মঙ্গলবার মালদহ শহরের সাঁকোপাড়ার বাণিজ্য ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উত্তর মালদহের সাংসদ এবং জেলার ছয়জন বিধায়ককে সংবর্ধনা জানানো হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদহের সাংসদ খগেন মুর্মু,হবিবপুরের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী জোয়েল মুর্মু, ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, মালদহ কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ, মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল এবং বৈষ্ণবনগরের বিধায়ক রাজু কর্মকার।মালদহ মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি অসীত কুমার সাহা, সম্পাদক উত্তম বসাক এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা অতিথিদের উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানান। অনুষ্ঠানে জেলার ব্যবসায়ী মহল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।সংবর্ধনা পর্বের পর জেলার সার্বিক উন্নয়নকে সামনে রেখে সাংসদ ও বিধায়কদের হাতে একগুচ্ছ দাবি-দাওয়া তুলে দেয় মার্চেন্টস চেম্বার। সেই দাবির তালিকায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মালদহ বিমানবন্দর চালুর বিষয়টি।পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো শক্তিশালী করার মতো বিষয়ও তুলে ধরা হয়।ব্যবসায়ী সংগঠনের দাবি, জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরও এগিয়ে নিতে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। জনপ্রতিনিধিরাও জেলার উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসায়ী সমাজের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানটি ঘিরে ব্যবসায়ী মহলে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাট বাজারে বিক্রি হচ্ছে চোপড়ার সুস্বাদু আনারস

সুবল গোপ,নয়া জামানা,চোপড়া ঃ বর্ষাকালীন সুস্বাদু ফল মানেই আনারস। আর এই আনারস চাষ হয় উত্তরবঙ্গের চোপড়া ও বিধাননগর এলাকায়। বর্তমানে এই আনারস পাড়ি দিচ্ছে কলকাতা সহ বিভিন্ন প্রান্তে।তবে আগের থেকে বর্তমানে আনারস চাষ অনেকটাই কমে গেছে।কারণ খরচ অনুসারে আনারসের সঠিক দাম পাচ্ছেন না আনারস চাষিরা।এমনটাই জানালেন চোপড়ার কনুয়া গছ গ্রামের আনারস চাষি সোনাই লাল সিংহ, পরেশ চন্দ্র সিংহ এবং কৈমারী গ্রামের ইমতাজ আলী। চাষীদের বক্তব্য, আগে চোপড়ার আনারস ভিন রাজ্যেও পাড়ি দিতো যার কারণে ভালো দাম পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমানে ভিন রাজ্যে আনারসের তেমন চাহিদা না থাকায় দাম পাওয়া যাচ্ছে না।বর্তমানে আনারস বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১২ টাকা কিলো হিসাবে।দেড় কিলো ওজনের আনারস ১২ থেকে ১৪, খুব জোর ১৫ টাকা কিলোয়।আনারসের এই দামের কারণে তাদের খরচ উঠে আসছে না। কারণ আনারস চাষের জন্য জৈব সার, রাসায়নিক সার সহ স্প্রের ওষুধ এবং মজুরি খরচ অনেক বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় আনারসের বাজার মূল্য পাওয়া যায় না।তাই চাষিরা

লাভবান হতে পারছেন না। তবুও উত্তরবঙ্গের সুস্বাদু আনারসকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই এখনো প্রচেষ্টা চলছে।৮০ ও ৯০ এর দশকে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া ব্লক ছিল আনারস চাষের বিখ্যাত জায়গা।এখান থেকে আনারস দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিত। ছিল প্রচুর আনারসের আরত। এরপর বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আনারস চাষিদের জন্য আনারস বিক্রয়ের জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্ত লাগোয়া দার্জিলিং জেলার বিধাননগরে আনারস বিক্রয় কেন্দ্র গড়ে ওঠে।ফলে চোপড়া এবং বিধাননগর থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে ছোট বড় লড়িতে করে আনারস নিয়ে যেত ভিন রাজ্যে। এতে আনারস চাষী এবং ব্যবসায়ী প্রত্যেকের বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা হতো। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই আনারস বিপনন এবং ভিন রাজ্যে চাহিদা কমে যায়। শুধু ছট পূজার জন্য ব্যবসায়ীরা এসে আনারস নিয়ে যায়। বর্তমানে পাকা আনারস সাইজ বুঝে বিক্রি হচ্ছে কুড়ি থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত। দাম কমে গেলেও এখনো উত্তরবঙ্গের হাটে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বর্ষাকালীন চোপড়ার সুস্বাদু আনারস।

নজরদারিতে মালদার রথবাড়ি, যানজট ও অপরাধ রুখতে ট্রাফিক পুলিশের বড় পদক্ষেপ

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা, মালদহ ঃ মালদা শহরে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে জেলা ট্রাফিক পুলিশ। শহরের অন্যতম ব্যস্ত ও প্রধান প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত রথবাড়ি মোড়কে এবার সম্পূর্ণ সিসিটিভি নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। আগে এই এলাকায় নিরাপত্তার জন্য চারটি সিসিটিভি ক্যামেরা সচল ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং নজরদারি আরও নিশ্ছিদ্র করতে নতুন করে আরও চারটি অত্যাধুনিক ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এর ফলে বর্তমানে রথবাড়ি মোড়ে মোট আটটি ক্যামেরার সাহায্যে চব্বিশ ঘণ্টা কড়া নজরদারি চালানো হবে। জেলা ট্রাফিক পুলিশের কর্তাদের দাবি, এই নতুন ক্যামেরাগুলি চালু হওয়ার ফলে রথবাড়ি এলাকার যান চলাচলের গতিবিধি অত্যন্ত কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে

শহরের এই প্রধান প্রবেশদ্বারে যে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়, তা নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।এর পাশাপাশি, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারীদের চিহ্নিত করা, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো বা বাইক রেসিং রুখতে এবং পথ দুর্ঘটনা কমানোর ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল নজরদারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। শুধু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণই নয়, জনবহুল এই এলাকায় যেকোনো ধরণের পকেটমারি, ছিনতাই বা অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতেও এই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি বিশেষ সাহায্য করবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, রথবাড়ির পর আগামী দিনে শহরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকাতেও পর্যায়ক্রমে এই ধরণের সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

নবনিযুক্ত আইসিকে সম্বর্ধনা দিল উত্তর দিনাজপুর প্রেসক্লাব

শুভজিৎ দাস,নয়া জামানা রায়গঞ্জ ঃ রায়গঞ্জ থানার নবনিযুক্ত আইসি সন্দীপ চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জানাল উত্তর দিনাজপুর প্রেসক্লাব। সোমবার সৌজন্য সাক্ষাৎ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে নতুন আইসিকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অমিত সরকার, সুদীপ চক্রবর্তী, কৌশিক সেন শান্তনু চট্টোপাধ্যায় কৌশিক চট্টোপাধ্যায় সহ ক্লাবের অন্যান্য সদস্য ও জেলার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা। প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়, নতুন আইসির নেতৃত্বে রায়গঞ্জে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুদৃঢ় হবে এবং সংবাদমাধ্যম ও পুলিশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়বে।নবনিযুক্ত আইসি সন্দীপ চক্রবর্তী সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে ইতিবাচক সমন্বয় থাকলে সাধারণ মানুষের স্বার্থে আরও কার্যকরভাবে কাজ করা সম্ভব। তিনি রায়গঞ্জে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আশ্বাস দেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও পুলিশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উপস্থিত সাংবাদিকরাও ভবিষ্যতে জনস্বার্থে তথ্য আদান-প্রদান ও দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে প্রশাসনের সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার অঙ্গীকার করেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রায়গঞ্জ থানার আইসি হিসেবে সন্দীপ চক্রবর্তী দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

এক মাসে পরপর চুরি ! অভিযোগের ভিত্তিতে ১০,১২ জনকে আটক করল পুলিশ

নয়া জামানা,মালদা ঃ মালদা জেলার কালিয়াচক,২ ব্লকের বাঙ্গিটোলা গ্রামে গত প্রায় এক মাস ধরে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একের পর এক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটছে। ফলে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এই ঘটনায় মোথাবাড়ি থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।ক্রমবর্ধমান চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন গ্রামবাসীরা এবার নিজেদের উদ্যোগেই রাত পাহারার ব্যবস্থা শুরু করেছেন। বিভিন্ন পাড়ায় পালাক্রমে যুবক ও বাসিন্দারা রাত জেগে পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাঁদের দাবি, পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়েছেন।গ্রামবাসী রঞ্জিত ঝা বলেন, গত কয়েক সপ্তাহে একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। রাতে আমরা আতঙ্কে থাকি। তাই সবাই মিলে রাত পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পুলিশের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।গ্রামের আরেক বাসিন্দা সলিল বরন ঝা জানিয়েছেন, চুরির পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

আমরা চাই, দ্রুত প্রকৃত দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে বসবাস করতে পারেন। গত এক মাসে ১৫ থেকে ২০টি বাড়িতে ছোট-বড় চুরি হয়েছে। এদিকে, গ্রামের মাঝে অবস্থিত বাঙ্গীটোলা হাই স্কুলেকে কেন্দ্র করেও নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে বহিরাগতদের অযথা ভিড় এবং ছাত্রীদের উত্যক্ত করার ঘটনা ঘটছে। এই অভিযোগও মোথাবাড়ি থানায় জানানো হয়েছে।অভিভাবকদের একাংশের দাবি, বিদ্যালয় চত্বরে নিয়মিত পুলিশি নজরদারি ও টহল বাড়ানো হোক, যাতে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানান ,প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশি টহলও বাড়ানো হয়েছে। অপরাধীদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই চুরির ঘটনায় সন্দেহভাজন ১০ থেকে ১২ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

নেশায় আসক্ত যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, মালদায় তীব্র চাঞ্চল্য

নয়া জামানা, পুরাতন মালদা ঃ পুরাতন মালদা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়া এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম বিশ্বজিৎ মন্ডল (২৮)। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বজিৎ দীর্ঘদিন ধরেই মারাত্মকভাবে নেশায় আসক্ত ছিলেন।সোমবার বিকেলে তাঁর বাবা টোটো চালিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন, বিশ্বজিতের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরেও কোনো সাড়াশব্দ না মেলায়, তিনি প্রতিবেশীদের ডেকে এনে দরজা ভাঙেন। ঘরে ঢুকেই ফ্যানের সিলিং থেকে বিশ্বজিৎকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায়। খবর পেয়ে মালদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।স্থানীয়

বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিশ্বজিৎ মাঝেমধ্যেই এলাকায় নানা ঝামেলা পাকাতেন, যা পরে স্থানীয়ভাবেই মিটিয়ে নেওয়া হতো। তবে ঠিক কী কারণে তিনি এই চরম পথ বেছে নিলেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, নেশার ঘোরেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঐতিহাসিক নিদর্শনের টানে বার্লো স্কুলে ছাত্রীদের ভিড়, কৌতূহল মেটালেন সংগ্রাহকেরা

নয়া জামানা, মালদা ঃ ইতিহাস শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতায় নয়, বাস্তবেও যে অনুভব করা যায়, সেই অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল মালদা বার্লো গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা।গৌড়বঙ্গ নিউমিসম্যাটিক অ্যান্ড কালেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় ঐতিহাসিক, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য সামগ্রীর এক বিশেষ প্রদর্শনীর। প্রদর্শনী ঘিরে ছাত্রীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও কৌতূহল।প্রদর্শনীতে বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক মুদ্রা, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, পুরনো ডাকটিকিট, রাজ আমলের হাতির দাঁতের কারুকার্যখচিত সামগ্রী-সহ একাধিক দুর্লভ সংগ্রহ প্রদর্শিত হয়। ছাত্রীরা আগ্রহের সঙ্গে প্রতিটি নিদর্শন ঘুরে দেখে এবং সেগুলির ইতিহাস, ব্যবহার ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে আয়োজক সংস্থার সদস্যদের কাছে নানা প্রশ্ন করে।সংগ্রাহকেরাও প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদের কৌতূহল মেটান।আয়োজক সংস্থার এক সদস্য জানান, মালদা-সহ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র বই পড়ে নয়, ঐতিহাসিক নিদর্শন চাক্ষুষ দেখার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাতে ইতিহাস সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দীপশ্রী মজুমদার বলেন, এই ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছাত্রীরা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা লাভের সুযোগ পায়। পাশাপাশি পুরনো ও ঐতিহাসিক সামগ্রী সংরক্ষণের মানসিকতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে।প্রদর্শনী শেষে বহু ছাত্রী জানায়, বইয়ের পাতায় পড়া ইতিহাসের নানা বিষয় বাস্তবে দেখে তাদের আগ্রহ আরও বেড়েছে। আয়োজকদের আশা, ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইতিহাসচর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

কালিয়াচক ও সুজাপুরে শুরু হল ফ্লাইওভার নির্মাণের মাটি পরীক্ষা

নয়া জামানা, মালদা ঃ দীর্ঘদিনের তীব্র যানজট ও নিত্যদিনের পথ দুর্ঘটনা থেকে অবশেষে মুক্তি পেতে চলেছেন মালদার কালিয়াচক এবং সুজাপুরবাসী। ১২নং জাতীয় সড়কের উপর পৃথক দুটি ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে মঙ্গলবার জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে শুরু হল প্রাথমিক ধাপের মাটি পরীক্ষার কাজ। জেসিবি মেশিনের সাহায্যে সড়কের বিভিন্ন অংশে গর্ত খুঁড়ে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইতে শুরু করেছে।কালিয়াচক ও সুজাপুর মূলত অত্যন্ত জনবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে হাজার হাজার ছোট-বড় যানবাহন চলাচল করে। যানবাহনের এই অতিরিক্ত চাপের কারণে দিনের অধিকাংশ সময়ই এলাকা দুটি অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। শুধু যানজটই নয়, টোটো, বাস, লরি ও ডাম্পারের

বেপরোয়া গতির জেরে প্রায়শই পথচারীরা দুর্ঘটনার শিকার হন, এমনকি অতীতে বহু প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই এখানে ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবি উঠছিল।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কালিয়াচকের সুলতানগঞ্জ মোড় থেকে বালিয়াডাঙ্গা পর্যন্ত এবং সুজাপুরের ডাঙ্গা স্ট্যান্ড থেকে হাতিমারি মাঠ পর্যন্ত এই দুটি উড়ালপুল তৈরি হবে। মাটি পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই দ্রুত পরবর্তী পর্যায়ের মূল নির্মাণকাজ শুরু হবে, যা সম্পন্ন হলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

১৫ দিনের খরা কাটিয়ে গৌড়বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

সাজাহান আলি,নয়া জামানা,পতিরাম ঃ বর্ষাকাল শুরুর পর গত জুন মাসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ রয়েছে ৩৫ শতাংশ। এই জুলাই মাসে মাত্র ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। গত ১৫ দিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুরে কার্যত সেরকম বৃষ্টিপাতই হয়নি। ফলে বৃষ্টির অভাবে জেলার কৃষকেরা আমন ধান রোপন করতে পারছেন না। তারা প্রত্যেকেই অপেক্ষায় রয়েছেন বর্ষাকালের কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির জন্য। এমত অবস্থায় মঙ্গলবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আশানরূপ বৃষ্টির পূর্বাভাস মিলেছে।মঙ্গলবার প্রেরিত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রধানত মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। এই সময় এই জেলায় বৃষ্টি হতে পারে ১০৬ মিলিমিটারের মতো। পাশাপাশি মালদা জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বলা হয়েছে প্রায় ৮৮ মিলিমিটার। তবে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলার জন্য। আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত এই জেলায় মোট বৃষ্টি হতে পারে প্রায় ১১৯ মিলিমিটার। গৌড়বঙ্গের এই তিনটি জেলার আকাশ প্রধানত মেঘলা থাকার পাশাপাশি ৩--১৬ কিলোমিটার বেগে বায়ু প্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে । তিনটি জেলায় দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৩০ থেকে ৩২ এবং সর্বনিম্ন ২৬ - ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ থাকতে পারে সর্বোচ্চ ৮৯ - ৯৬ এবং সর্বনিম্ন ৫৭-৮২ শতাংশের মতো। আগামী পাঁচ দিনে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলায় বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বলে মাঝিয়ান সূত্রে জানা গিয়েছে।মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ডক্টর জ্যোতির্ময় কারফর্মা জানান , গত ১৫ দিনে কার্যতো সেরকম বৃষ্টিপাত হয়নি। কোন কোন সময় মেঘের সঞ্চার হলেও নিম্নচাপ জনিত হাওয়ায় মেঘ সঠিকভাবে জমাট বাঁধতে পারছে না এবং অন্যত্র সরে যাচ্ছে। ফলে গত দুই সপ্তাহে তেমন কোন বৃষ্টিপাত হয়নি। কিন্তু আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলায় ভালো রকম বৃষ্টিপাত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। মাঝিয়ানের আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানান , সর্বশেষ যা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তাতে আগামী পাঁচদিনে গৌড়বঙ্গে আশানুরূপ বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী পাঁচ দিনে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং বর্ষার পরবর্তী দিনগুলিতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হলে গৌড়বঙ্গের তিনটি জেলায় আমন ধান রোপন সহ অন্যান্য কৃষিকাজ স্বাভাবিকভাবে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকছে।

ইসলামপুরে প্রেমিকের সাথে লাইভ ভিডিও কলে কিশোরীর আত্মহত্যা

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইসলামপুরের ঢোলোগছ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম আর্জুনা খাতুন (১৭)। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ।পরিবারের দাবি, প্রায় এক বছর ধরে আগডিমটি খস্তি অঞ্চলের মৌলানি গ্রামের বাসিন্দা মেহেরুল নামে এক যুবকের সঙ্গে আর্জুনার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে ওই যুবক পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে সুরাটে কর্মরত। অভিযোগ, ঘটনার আগে আর্জুনা যুবকের সঙ্গে লাইভ ভিডিও কলে কথা বলছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, সেই সময়ই সে গলায় ফাঁস দেয়। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে এবং আত্মহত্যার নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ বা প্ররোচনার অভিযোগ রয়েছে কি না, তা-সহ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

ইসলামপুরে আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস, বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস মঙ্গলবার ইসলামপুর সফরে এসে স্থানীয় বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচয়পর্ব এবং মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। এদিন ইসলামপুর মণ্ডল সভাপতি চিত্রজিৎ রায় তাঁকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান।সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ-সভাপতি সুরজিৎ সেন ও শিউলি চক্রবর্তী, জেলা সহ-সম্পাদক তাপস বিশ্বাস, ইসলামপুর টাউন মণ্ডলের সহ-সভাপতি প্রকাশ পাল-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়

নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী। পরে বিরাজ বিশ্বাস দাড়িভিটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সেখানে বাংলা ভাষা আন্দোলনে শহীদ রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান তিনি। মন্ত্রীর ইসলামপুর সফরকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

ইস্কো কারখানায় কর্মরত অবস্থায় ঠিকা কর্মীর মৃত্যু, চাকরি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে দেহ রেখে গেট আটকে বিক্ষোভ

সীতারাম মুখার্জি ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

পশ্চিম বর্ধমানের বার্নপুর সেল আইএসপি বা ইস্কো কারখানায় কর্মরত অবস্থায় এক চুক্তিভিত্তিক বা ঠিকা কর্মীর আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ালো। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত কর্মীর নাম নিত্য গোপাল ধীবর (৪৫)। তিনি রানিগঞ্জ থানার তিরাট কোলিয়ারির বাসিন্দা ছিলেন। পেশায় চালক নিত্য গোপালবাবু এদিন প্রতিদিনের মতোই সকালে কারখানায় নিজের ডিউটিতে এসেছিলেন এবং নিজের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছিলেন। কিন্তু আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক খবর পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। তারা নিত্য গোপালবাবুর মৃতদেহটি নিয়ে এসে বার্নপুর কারখানার টানেলের গেটের সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। গেট আটকে এই বিক্ষোভের জেরে গোটা এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান ইস্কো কারখানার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। মৃতের ভাই গোষ্ঠগোপাল ধীবর জানান, তার দাদা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য ছিলেন। আচমকা তার মৃত্যুতে স্ত্রী ও সন্তান সহ গোটা পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। তাই পরিবারের একজনের চাকরি, উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য অবিলম্বে সহায়তার দাবি তুলেছেন তারা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে আখ্যা দিয়েছেন ইস্কো কারখানার আধিকারিক এস দত্ত। তিনি জানান, মৃত ব্যক্তি সরাসরি কারখানার কর্মী ছিলেন না, তিনি একটি এজেন্সির অধীনে চুক্তিভিত্তিক কাজ করতেন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রথম থেকেই বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন এবং পরিবারটিকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তবে কারখানার নিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ সরাসরি কাউকে চাকরি দিতে পারে না, যা করার তা ঠিকাদারের মাধ্যমেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সবকটি দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ঘুরে দাঁড়ানোর সংকল্প, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশকে সফল করতে দুর্গাপুরে কংগ্রেসের মহাসভা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আগামী ২১ জুলাই কলকাতার শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে কোমর বেঁধে মাঠে নামছে কংগ্রেস। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে মঙ্গলবার দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর নেতাজি ভবনে একটি বিশেষ প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত হয়ে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা ও চাঙ্গা করার মতো বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসের নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ঝড়-বৃষ্টি বা প্রকৃতির যেকোনো প্রতিকূলতা আসুক না কেন, পিছু হটার কোনো প্রশ্নই নেই। খোলা আকাশের নিচেই এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এবং কোনো বাধাই আন্দোলনকে থামাতে পারবে না। দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বকে স্পষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেন রাজ্য সভাপতি। তিনি নির্দেশ দেন, আগামী ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে এই জেলা থেকে যেন অন্তত ৯ হাজার মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়। রাজ্যকে বাঁচাতে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষ ক্রমশ কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। সমাবেশের অনুমতি প্রসঙ্গে শুভঙ্কর বাবু জানান, নিয়ম মেনেই শহীদ মিনারে সভার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে এবং মিছিলের সুবিধার্থে কয়েকটি রাস্তায় ১৬৩ ধারা শিথিল করার আবেদনও জানানো হবে। কোনো রাস্তা বন্ধ না করে নিয়মতান্ত্রিকভাবেই এই কর্মসূচি সফল করা হবে বলে তিনি জানান। বিজেপির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক দেওয়া হয়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কয়েকশো কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্য সভাপতি।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন খুরুলের মহিলারা, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস বিজেপি নেতার

নয়া জামানা, ভাতার ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার ব্লকের খুরুল গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে অবাধে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগে চরম ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গ্রামের বহু বয়স্ক ব্যক্তি ও যুবক নিয়মিত এই মদে আসক্ত হয়ে পড়ায় পারিবারিক অশান্তি, আর্থিক অনটন এবং সামাজিক অবক্ষয় মারাত্মক রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতির স্থায়ী পরিবর্তনের দাবিতে খুরুল গ্রামের মহিলারা একত্রিত হয়ে তীব্র প্রতিবাদে সামিল হন। অবৈধ এই মদের কারবার রুখতে অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা বরুন ঘোষের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন উত্তেজিত মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই বেআইনি ব্যবসা চললেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যার ফলে গ্রামের পরিবেশ ক্রমশ কলুষিত হচ্ছে। স্মারকলিপি গ্রহণ করে বিজেপি নেতা বরুন ঘোষ গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেন। তিনি জানান, বিধায়ক সৌমেন কার্ফার সহযোগিতায় দ্রুত প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং এই অবৈধ কারবার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবেদন সত্ত্বেও মেলেনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা, পশ্চিম বর্ধমান জুড়ে মহিলাদের তুমুল বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ অনলাইন ও অফলাইন;উভয় পদ্ধতিতেই ১২ পাতার দীর্ঘ আবেদনপত্র পূরণ এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরও মেলেনি 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা। এই অভিযোগে মঙ্গলবার তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়লেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ, অন্ডাল সহ একাধিক এলাকার কয়েকশো মহিলা। বঞ্চিত উপভোক্তাদের এই ক্ষোভকে কেন্দ্র করে এদিন সংশ্লিষ্ট বোরো অফিস ও বিডিও অফিসগুলিতে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় এবং প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। বিক্ষোভকারী মহিলাদের দাবি, সরকার গঠনের আগে নির্বাচনী প্রচারে যোগ্য উপভোক্তাদের নির্দিষ্ট সময়ে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই দুই দফায় প্রকল্পের টাকা ছাড়া হলেও, জামুড়িয়া বিধানসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড, রানীগঞ্জ ও অন্ডালের বহু যোগ্য আবেদনকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এখনও কোনো অর্থ ঢোকেনি। অথচ তাঁদের আশপাশের অনেকেই টাকা পেয়ে গেছেন। এই বৈষম্যের জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র বিভ্রান্তি ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। একই দাবিতে আসানসোলের সালানপুর ও বারাবনি এলাকাতেও মহিলারা প্রশাসনিক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে যে, সমস্যার বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখা হবে। এই আশ্বাসের পর সাময়িকভাবে বিক্ষোভ প্রত্যাহার করা হলেও, দ্রুত সমাধান না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মহিলারা। রাজ্য সরকারের দাবি, পর্যায়ক্রমে সমস্ত যোগ্য উপভোক্তারা টাকা পাবেন এবং আবেদনের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে। তবে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরও কেন এই জটিলতা, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

জামুড়িয়া পুলিশের 'ফিরে পাওয়া' কর্মসূচি, হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে মুখে হাসি ৬১ জনের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক বিশেষ উদ্যোগে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন ৬১ জন সাধারণ মানুষ। মঙ্গলবার জামুড়িয়া থানায় আয়োজিত 'ফিরে পাওয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে এই ফোনগুলি আসল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর নিজেদের প্রিয় ও প্রয়োজনীয় হ্যান্ডসেটটি ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি উপভোক্তারা। পুলিশের এই দ্রুত ও তৎপরতার সঙ্গে মোবাইল উদ্ধার করার কাজকে তাঁরা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কেবলমাত্র হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেওয়াই নয়, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমান সময়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। সাধারণ মানুষকে বর্তমান যুগের ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করতে পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়। কীভাবে সুরক্ষিত থাকা যায় এবং সাইবার প্রতারণার ফাঁদ এড়ানো সম্ভব, তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি বিমান কুমার মির্ধা, সি.আই মানস দাস, জামুড়িয়া থানার আধিকারিক সৌমেন্দ্রনাথ সিংহ ঠাকুর সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশের এই মানবিক ও জনমুখী উদ্যোগ এলাকায় বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পালিতপুরে আদিবাসী গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু, ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘী থানার পালিতপুর গ্রামে এক আদিবাসী গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির কাছের একটি মাঠ থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।

মৃতার পরিবারের স্পষ্ট অভিযোগ, ওই বধূকে ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাট করতে খুন করা হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার দুপুরে ওই গৃহবধূ তাঁর স্বামী এবং প্রতিবেশী যুবক শেখ আইজুলের সাথে মাঠের পাশে মদ্যপান করেছিলেন। বিকেলে বধূটি বাড়ি ফিরে এলেও, পরবর্তীতে স্বামীকে খুঁজতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা জমিতে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। মৃতার ভাইয়ের দাবি,

ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক শেখ আইজুল পলাতক, এবং সেই এই ঘটনার মূল হোতা। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট

এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে এবং সব দিক খতিয়ে দেখে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টাকার দাবিতে বারাবনি বিডিও অফিসে মহিলাদের তুমুল বিক্ষোভ, নামল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে না মেলায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই চরম উত্তেজনা ছড়াল আসানসোলের বারাবনি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) কার্যালয় চত্বরে। ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে যোগ্য অথচ বঞ্চিত মহিলারা এসে বিডিও অফিসের মূল গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে জোরালো বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারাবনি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মূল প্রবেশদ্বার থেকে সরিয়ে দিলেও উত্তেজনা কমেনি। ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের তরফ থেকে মাইকিং করে মহিলাদের শান্ত করার চেষ্টা করা হলেও, বিক্ষোভকারীরা প্রশাসনের কোনো কথাই প্রথমে শুনতে রাজি হননি। বিক্ষোভকারী মহিলাদের মূল আপত্তি ছিল আইসিডিএস কর্মীদের দিয়ে ফর্ম ভ্যারিফিকেশন করানো নিয়ে। তাঁদের দাবি, আইসিডিএস কর্মীদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে, তাই তাঁদের করা ভ্যারিফিকেশন তাঁরা মানবেন না। অবশেষে দুপুর দুটো নাগাদ বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে মাইকিং করে জানানো হয় যে, বুধবার থেকে আইসিডিএস কর্মীরা নিজ নিজ সেন্টারে ফর্ম ভ্যারিফিকেশনের কাজ করে রিপোর্ট বিডিও অফিসে জমা দেবেন। এরপর মহিলারা বিডিও অফিসে এসে সরাসরি সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন। প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভকারী মহিলারা এলাকা ছাড়েন এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দল ছাড়ার জল্পনায় জল ঢেলে তৃণমূলেই থাকার বার্তা আসানসোলের মেয়রের

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে গত দু-মাস ধরে বোর্ড মিটিং না হওয়া নিয়ে সম্প্রতি রাজ্য পৌরবিষয়ক মন্ত্রক একটি নোটিশ জারি করেছিল। এর জবাবে আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, নির্দিষ্ট কারিগরি সমস্যার কারণে বৈঠক করা সম্ভব হয়নি, তবে এর জন্য নাগরিক পরিষেবা মোটেও ব্যাহত হয়নি। মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; এই অভিযোগকে তিনি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন এবং জানান যে মন্ত্রকের চিঠির উপযুক্ত জবাব ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, কলকাতায় বিরোধী দলনেতার সাথে তাঁর সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে দলবদলের যে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মেয়র। বিধানবাবু জানান, নির্বাচনের পর তাঁর বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া হয়েছেন। এই মানবিক ও আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই তিনি বিরোধী দলনেতার দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

এই সাক্ষাতের বিষয়টি তিনি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আগেভাগেই অবগত করেছিলেন বলে জানান। সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে বিধান উপাধ্যায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেসে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো।' দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, এই সাক্ষাৎ কেবলই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়।

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে গত দু-মাস ধরে বোর্ড মিটিং না হওয়া নিয়ে সম্প্রতি রাজ্য পৌরবিষয়ক মন্ত্রক একটি নোটিশ জারি করেছিল। এর জবাবে আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় জানান, নির্দিষ্ট কারিগরি সমস্যার কারণে বৈঠক করা সম্ভব হয়নি, তবে এর জন্য নাগরিক পরিষেবা মোটেও ব্যাহত হয়নি।

শ্রমিক সরবরাহের নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, ওড়িশা থেকে গ্রেফতার সংস্থার কর্ণধার

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বেসরকারি কারখানায় শ্রমিক সরবরাহের নামে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে ওড়িশা থেকে এক সংস্থার কর্ণধারকে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রবীন্দ্র বিশওয়াল। তিনি ওড়িশার পুরী জেলার কাকাটপুর থানার গোরাডিটোলা এলাকার বাসিন্দা। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে বর্ধমানে এনে মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা গেছে, বর্ধমানের পলিতপুর এলাকার একটি বেসরকারি কারখানায় অদক্ষ (আনস্কিলড) শ্রমিক সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছিল রবীন্দ্র বিশওয়ালের সংস্থা। সম্প্রতি কারখানার প্ল্যান্ট হেড বিকাশ কুমার বিশওয়াল বর্ধমান থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে জানানো হয়, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অভিযুক্ত সংস্থাটি বিপুল অঙ্কের জিএসটি বকেয়া রেখে বড়সড় আর্থিক অনিয়ম করেছে।

এর পাশাপাশি, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার নাম করে কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা অগ্রিম নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা শ্রমিকদের না দিয়ে বা কারখানাকে ফেরত না দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বর্ধমান থানার পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত ওড়িশায় আত্মগোপন করে আছে। এরপর স্থানীয়

পুলিশের সহযোগিতায় পুরী জেলায় অভিযান চালিয়ে রবীন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়। এই প্রতারণার পেছনে আর কোনো আর্থিক কেলেঙ্কারি বা অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

পানাগড়ে দুই শিক্ষিকাকে তালাবন্দি করার অভিযোগ, প্রধান শিক্ষকের ভূমিকায় তীব্র উত্তেজনা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড় বাজার হিন্দি বালিকা বিদ্যালয়ে দুই শিক্ষিকাকে প্রায় এক ঘণ্টা তালাবন্ধ করে রাখার অভিযোগে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল। কাঠগড়ায় উঠেছেন স্থানীয় হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোজ কুমার পান্ডে।

মঙ্গলবার সকালে ঘটা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত কাঁকসা থানার পুলিশকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে হয়। জানা গেছে, এদিন স্কুল ছুটির পর ওই দুই শিক্ষিকা বাইরে বেরোতে গেলে দেখেন মূল ফটকে তালা ঝুলছে। দীর্ঘক্ষণ অন্যান্য শিক্ষকদের অনুরোধ করলেও কোনো লাভ না হওয়ায়, বাধ্য হয়ে তাঁরা অভিভাবকদের ফোনে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও এলাকাবাসী স্কুলে এসে তালা খুলে শিক্ষিকাদের উদ্ধার করেন এবং স্কুল প্রাঙ্গণেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রধান শিক্ষক মনোজ কুমার পান্ডে। তাঁর দাবি, ঘটনাটি সম্পূর্ণ একটি ভুল বোঝাবুঝি। একই চত্বরে তিনটি স্কুল চলার কারণে পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তালা বন্ধ করা হয়েছিল।

শিক্ষিকারা তাঁকে সরাসরি ফোন না করে বাইরের লোককে জানানোয় জল এতদূর গড়িয়েছে।

পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

বেতন-সহ একাধিক দাবিতে কর্মবিরতি, খড়গপুর পুরসভায় অস্থায়ী কর্মীদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, খড়গপুর ঃ বেতন বৃদ্ধি, পিএফ, ইএসআই এবং অবসরকালীন আর্থিক সহায়তার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে সামিল হলেন খড়গপুর পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ রেখে পুরসভা ভবনের সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা। তাঁদের আন্দোলনের জেরে পুরসভার একাধিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আন্দোলনকারী কর্মীদের দাবি, গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই তাঁরা বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।

খড়গপুর পুরসভার প্রায় ১,২০০ জন অস্থায়ী কর্মী দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে পিএফ ও ইএসআই সুবিধা চালু করতে হবে এবং অবসর গ্রহণের সময় এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। কর্মীদের অভিযোগ, একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা কর্মবিরতির পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। এদিকে, বর্ষাকালে এই কর্মবিরতির প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে। বিশেষ করে নিকাশি ব্যবস্থা, বর্জ্য অপসারণ, রাস্তা পরিষ্কার এবং দৈনন্দিন পুর পরিষেবায় সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। টানা বৃষ্টির সময় জল জমার পরিস্থিতিও আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন আন্দোলনকারী কর্মীদের সঙ্গে প্রশাসনের আলোচনার দিকেই নজর রয়েছে। দ্রুত সমাধান না হলে পুরসভার স্বাভাবিক পরিষেবা আরও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজে চাঞ্চল্য, খড়্গপুরে ফের গরু চুরির আতঙ্ক তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা , খড়্গপুর ঃ খড়্গপুর শহরের নিমপুরা গোলখুলি এলাকায় একটি কথিত গরু চুরির সিসিটিভি ফুটেজ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সম্প্রতি ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে দ্রুত ভাইরাল হওয়ার পর এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে শুরু করেছে। ভিডিওতে কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির চলাফেরা দেখা যাচ্ছে বলে দাবি করা হলেও, ফুটেজটির সত্যতা এখনও পর্যন্ত পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি। ফলে বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্তসাপেক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, কয়েক মাস আগে খড়্গপুরে গরু চুরি ও পাচারের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই সময় পুলিশ ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি সন্দেহভাজন গাড়ি আটক করে এবং একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল। তাই নতুন এই ভিডিও সামনে আসার পর ফের একই ধরনের চক্র সক্রিয় হয়েছে কি না, তা নিয়ে এলাকায় জল্পনা শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজটি গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ভিডিওতে দেখা ব্যক্তিদের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল এবং আশপাশের আরও সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা

যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হবে না বলেও জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, তদন্তে যদি গরু চুরির অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দিয়ে কোনও তথ্য থাকলে পুলিশকে জানানোর আবেদন করা হয়েছে।

বর্তমানে গোটা ঘটনার উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

বন্যার আগেই ঘাটালে ত্রাণ পৌঁছে দিল পুলিশ, উপকৃত বহু পরিবার

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ বর্ষাকালে ঘাটাল মহকুমায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই সম্ভাব্য বন্যার কথা মাথায় রেখে আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার ঘাটাল ব্লকের মনসুকা ১ ও মনসুকা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক গ্রামের বাসিন্দাদের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন শুকনো খাবারসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা, ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট এবং জেলা পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁরা নিজ হাতে এলাকার বহু পরিবারের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেন এবং সম্ভাব্য বন্যা পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা জানান, হঠাৎ বন্যা দেখা দিলে ঘাটালের বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই সময় বহু মানুষ খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে সমস্যায় পড়েন। তাই আগাম সতর্কতা হিসেবে বন্যাপ্রবণ এলাকার মানুষের হাতে শুকনো খাবার ও জরুরি ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে কয়েকদিন নিজেদের মতো করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন। তিনি আরও জানান, সম্ভাব্য বন্যা মোকাবিলায় জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকারী দল, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং জরুরি পরিষেবা প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যাতে দুর্যোগের সময় দ্রুত মানুষের পাশে পৌঁছানো যায়। বন্যার আগেই প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের আগাম উদ্যোগ দুর্যোগের সময় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ অনেকটাই কমাতে সাহায্য করবে।

মাটির দেওয়াল ধসে ৮ মাসের শিশুকন্যার মৃত্যু, এলাকায় শোকের ছায়া

জয়ন্ত দত্ত,নয়া জামানা,জামবাদ ঃ জামবাদ অঞ্চলের জতিয়াট্যাঁড় গ্রামে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। বৃষ্টির কারণে দুর্বল মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে প্রাণ হারাল মাত্র আট মাস বয়সী এক শিশু কন্যা। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাটি ঘটে পুঞ্চা ব্লকের অন্তর্গত এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শিশুকন্যার মা সোনালী সোরেন প্রতিদিনের মতোই নিজের শিশুকে বাড়ির পাশে একটি জায়গায় স্নান করাচ্ছিলেন। শিশুটিকে জলের পাত্রের পাশে রেখে তিনি তেল ও সাবান আনতে বাড়ির ভেতরে যান। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পাশের বাড়ির একটি পুরনো মাটির দেওয়াল বৃষ্টির জেরে হঠাৎ ধসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যেই শিশুটি ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যায়। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। দ্রুত তাঁকে পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুটির মা কান্নায় ভেঙে পড়ে

জানান, তিনি মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। প্রতিবেশীরাও ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজে সাহায্য করেন। প্রতিবেশী কার্তিক চন্দ্র মান্ডি জানান, হঠাৎ একটি বড় শব্দ শুনে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং দেখেন মাটির দেওয়ালের নিচে শিশুটি চাপা পড়ে আছে। দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, জতিয়াট্যাঁড় গ্রামে এ ধরনের পুরনো ও দুর্বল মাটির দেওয়াল বহু জায়গায় এখনও রয়েছে। এর আগেও একই ধরনের ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁরা জানান। ফলে এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রায় বড় অনুদান, পূর্ব মেদিনীপুরের চার কমিটি পাচ্ছে ৫ লক্ষ টাকা করে

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ রাজ্যের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবগুলির আয়োজন আরও সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণায় জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চিহ্নিত প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন জেলার রথযাত্রা কমিটিগুলির মধ্যে উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই তালিকায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চারটি ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা কমিটি স্থান পেয়েছে। এগুলি হল মেচেদার ইসকন মন্দিরের রথ কমিটি, তমলুকের মহাপ্রভুর মন্দির রথ কমিটি, মহিষাদল রাজবাড়ির রথ কমিটি এবং দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের রথ কমিটি। দীর্ঘদিন ধরে এই রথযাত্রাগুলি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে আসছে এবং প্রতিবছর হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার জানিয়েছেন, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট চারটি রথযাত্রা কমিটির হাতে অনুদানের অর্থ তুলে দেওয়া হবে। এই আর্থিক সহায়তার ফলে রথযাত্রার প্রস্তুতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভক্তদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন আরও উন্নত করা সম্ভব হবে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। সরকারি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন জেলার পুণ্যার্থী, স্থানীয় বাসিন্দা এবং রথযাত্রা কমিটির সদস্যরাও। তাঁদের মতে, এই অনুদান ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার মান আরও বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কাজের প্রলোভন দেখিয়ে ডেকে মারধরের অভিযোগ, বাঁকুড়ায় যুবককে বেঁধে নির্যাতনের দাবি

রাখি গরাই,নয়া জামানা বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ায় কাজ দেওয়ার নাম করে এক যুবককে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি বাঁকুড়া শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কেরানিবাঁধ এলাকার একটি রাইস মিলে ঘটেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আক্রান্ত যুবক ও তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত যুবকের নাম তারকনাথ মিশ্র। তিনি বেলগড়িয়া এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, শনিবার সকালে কেরানিবাঁধের বাসিন্দা গোপাল গরাই কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে তাঁকে পাতাকলা কুন্ডু রাইস মিলে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁর হাত-পা গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। এরপর লোহার রড ও লাঠি

দিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, মারধরের ফলে তারকনাথ মিশ্রের হাত ও পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। এমনকি তাঁর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। পরিবারের আরও দাবি, গোটা ঘটনাটি ভিডিও করে রাখা হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা এখনও পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়নি। রবিবার আক্রান্ত যুবক ও তাঁর স্ত্রী বাঁকুড়া সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁদের দাবি, কেন এই হামলা চালানো হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরনো শত্রুতার জেরেই এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের ভূমিকা, হামলার কারণ এবং ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

বিষ্ণুপুরে মর্যাদার সঙ্গে পালিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিষ্ণুপুর মহকুমাজুড়ে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণোৎসব পালিত হলো। বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিধায়িকা শুক্লা চ্যাটার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ এবং মহকুমার বিভিন্ন ব্লক, পৌরসভা ও সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন সরকারি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে তাঁর জীবন, আদর্শ, শিক্ষা, সমাজচিন্তা এবং দেশের প্রতি অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা বলেন, ড. মুখার্জীর আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস এবং তাঁর কর্মজীবন আজও প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে মহান এই ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মহান ব্যক্তিদের জীবন ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতেই এই ধরনের স্মরণোৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান।

ময়নার ফিসারিতে পাখি নিধনের অভিযোগ, ছাত্রদের উদ্যোগে বাঁচল কয়েকটি শালিক

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা,ময়না ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না দীর্ঘদিন ধরেই মৎস্যচাষে সাফল্যের জন্য পরিচিত। নীল বিপ্লবের অন্যতম মডেল হিসেবে জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে এই এলাকা। কিন্তু সেই সাফল্যের আড়ালে উঠে এসেছে এক উদ্বেগজনক ছবি। অভিযোগ, মাছ রক্ষার নামে ফিসারিগুলিতে নির্বিচারে মারা হচ্ছে পরিযায়ী ও স্থানীয় নানা প্রজাতির পাখি । স্থানীয়দের দাবি, ফিসারির চারপাশে সূক্ষ্ম সুতোর জাল পেতে রাখা হচ্ছে। মাছ ধরতে বা খাবারের খোঁজে আসা বক, সারস, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, ডাহুকসহ বহু জলচর পাখি সেই জালে আটকে প্রাণ হারাচ্ছে। শুধু জলচর পাখি ই নয়, শালিক, ঘুঘু, কাঠঠোকরা, মৌটুসি, ছাতার ও হাঁড়িচাঁচার মতো পাখি ও এই মরণফাঁদ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অভিযোগ আরও গুরুতর। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ছোট মাছের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ফিসারির ধারে ফেলে রাখা হচ্ছে।

সেই বিষাক্ত মাছ খেয়ে মারা যাচ্ছে বহু

পাখি। কোথাও আবার বন্দুক দিয়ে পাখি শিকারের ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই মঙ্গলবার সকালে মানবিকতার নজির গড়ে এলাকার একটি স্কুলের কয়েকজন ছাত্র। স্কুলে যাওয়ার আগে তারা ফিসারির জালে আটকে থাকা কয়েকটি শালিক পাখিকে উদ্ধার করে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেয়। তাদের এই উদ্যোগ স্থানীয়দের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পরিবেশপ্রেমী শিক্ষক দিলীপ কুমার পাত্র বলেন, পাখি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে এবং কৃষিজমির ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকদেরও উপকার করে। তাই নির্বিচারে পাখি নিধন বন্ধ না হলে পরিবেশের উপর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে। তিনি প্রশাসনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

শিশুমৃত্যুর শোক ভাগ করে নিতে জতিয়াট্যাঁড়ে বিধায়ক-বিডিও, পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস

জয়ন্ত দত্ত, নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লকের জতিয়াট্যাঁড় গ্রামে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে আট মাসের এক শিশু কন্যার মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় এখনও শোকের ছায়া নেমে রয়েছে। সোমবার দুপুরে মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে এই দুর্ঘটনার শিকার হয় শিশুটি। ঘটনাটি জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীরা এখনও এই দুর্ঘটনার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মঙ্গলবার দুপুরে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে জতিয়াট্যাঁড় গ্রামে যান মানবাজার বিধানসভার বিধায়ক ময়না মুর্মু এবং পুঞ্চা ব্লকের বিডিও দ্বীপ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান। শিশুটির মা-সহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সান্ত্বনা দিয়ে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিধায়ক ময়না মুর্মু বলেন, এমন মর্মান্তিক ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সরকারি সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারাও শোকাহত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁদের সাহস জোগানোর চেষ্টা করছেন। এদিন বিজেপির পক্ষ থেকেও মানবাজার বিধানসভার কনভেনার বানীপদ কুম্ভকার-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরাও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অন্নপূর্ণা যোজনার বকেয়া টাকার দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধে থমকাল হলদিয়া-মেচেদা জাতীয় সড়ক

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, হলদিয়া ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপ্য অর্থ দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মহিলা। তাঁদের আন্দোলনের জেরে কিছু সময়ের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হলদিয়া,মেচেদা জাতীয় সড়ক। ফলে ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরা প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তা হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি অর্থ জমা পড়েনি। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনও সমাধান না মেলায় বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে বকেয়া অর্থ প্রদান করতে হবে এবং কেন এই সমস্যা তৈরি হয়েছে, তারও দ্রুত সমাধান করতে হবে। জাতীয় সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ।

প্রশাসনের আধিকারিকরা আন্দোলনকারী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি দ্রুত বিষয়টির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। প্রশাসনের আশ্বাসের পর আন্দোলনকারীরা অবরোধ তুলে নেন। এরপর ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং আটকে থাকা গাড়িগুলি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। স্থানীয়দের মতে, সরকারি প্রকল্পের প্রাপ্য সুবিধা সময়মতো না পাওয়ার কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। আন্দোলনকারী মহিলাদের আশা, প্রশাসনের আশ্বাস দ্রুত বাস্তবে পরিণত হবে এবং তাঁরা শীঘ্রই তাঁদের প্রাপ্য অর্থ হাতে পাবেন।

অন্নপূর্ণা যোজনার প্রাপ্য অর্থ দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মহিলা। তাঁদের আন্দোলনের জেরে কিছু সময়ের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হলদিয়া,মেচেদা জাতীয় সড়ক। ফলে ওই রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং বেশ কয়েকটি যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ি দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে। বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরা প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তা হলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরকারি অর্থ জমা পড়েনি। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনও সমাধান না মেলায় বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

প্রভাতফেরি ও স্ট্রিট কর্নারে হাড়োয়ায় শ্যামাপ্রসাদের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

হাসনুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনার ঃ সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়াতেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবের আবহে পালিত হলো ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষে হাড়োয়া ১ নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে দিনভর একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে গোটা এলাকা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রভাতফেরির মাধ্যমে। পরে স্ট্রিট কর্নারের আয়োজন করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন, আদর্শ এবং দেশের প্রতি তাঁর অবদান তুলে ধরা হয়। উদ্যোক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে সর্বধর্ম সমন্বয়, উন্নয়ন, সুশাসন এবং সকলের জন্য সমান সুযোগের বার্তা। তাঁদের দাবি, সমাজের প্রতিটি মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতারা বলেন, ড.

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ আজও দেশের যুব সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর চিন্তাধারা অনুসরণ করে একটি উন্নত, শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। কর্মসূচি চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক প্রতীক আইচ, হাড়োয়া ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রজত বরণ সাহা, হাড়োয়া ১ নম্বর মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি পিন্টু বাহাদুর, সুযেন বৈদ্য, তন্ময় দেবনাথ, রাজীব দাস-সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। তাঁদের উপস্থিতিতে জন্মজয়ন্তী উদযাপন ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

বারুইপুরে অভয়া-কাণ্ডে কড়া বার্তা

এসপি অফিসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ম্যারাথন বৈঠক

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। বারুইপুর

বারুইপুরের নাবালিকা 'অভয়া'-কে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে ঘিরে এখনও উত্তপ্ত রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল। ঘটনার পর থেকেই দ্রুত তদন্ত, দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ সুপারের (এসপি) দফতরে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর এই সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহল। এসপি অফিসে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। বৈঠকে তদন্তের বর্তমান অগ্রগতি, গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ, ফরেনসিক রিপোর্টের অবস্থা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য সংগ্রহের কাজ এবং তদন্তের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তদন্তে কোথাও কোনও গাফিলতি বা বিলম্ব হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা, সংবেদনশীল এলাকায় নজরদারি বাড়ানো এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এসপি অফিসে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আসেন নিহত নাবালিকা 'অভয়া'-র পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবারের বক্তব্য মন দিয়ে শোনার পাশাপাশি তদন্তের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তাঁদের অবহিত করেন। পরিবারের উদ্বেগ, দাবি এবং দ্রুত বিচার পাওয়ার প্রত্যাশাকেও গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিবারকে আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, এই মামলায় কোনও ধরনের আপস করা হবে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তদন্তের প্রতিটি ধাপ সরকার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতেই প্রশাসন প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও বেড়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি দল নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছে এবং দ্রুত বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও চলছে রাজনৈতিক বিতর্ক। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বারুইপুর সফর এবং এসপি অফিসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এখন নজর তদন্তের পরবর্তী অগ্রগতির দিকে। তদন্তকারী সংস্থা দ্রুত চার্জশিট জমা দিয়ে বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাবে বলেই প্রশাসনিক মহলের আশা। একই সঙ্গে নিহতের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও পুনর্ব্যক্ত করেছে রাজ্য সরকার। ফলে বহুল আলোচিত এই মামলার প্রতিটি পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য।

স্কুলছাত্রীকে কটূক্তির অভিযোগে উত্তেজনা, গণধোলাইয়ের পর পুলিশের জালে ৪ যুবক

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ টিউশনি শেষে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে কটূক্তি ও উত্যক্ত করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাদের আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অভিযুক্তদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই স্কুলছাত্রী তার দিদির সঙ্গে টিউশনি থেকে বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ, ক্যানিং রোড দিয়ে যাওয়ার সময় একটি টোটোতে থাকা কয়েকজন যুবক তাদের উদ্দেশে অশালীন মন্তব্য করতে শুরু করে। শুধু কটূক্তিই নয়, সার্চলাইটের আলো ফেলে তাদের উত্যক্ত করা হয় বলেও অভিযোগ। একপর্যায়ে স্কুলছাত্রীর গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টাও করা হয় বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। ঘটনার কথা জানতে পেরে পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত

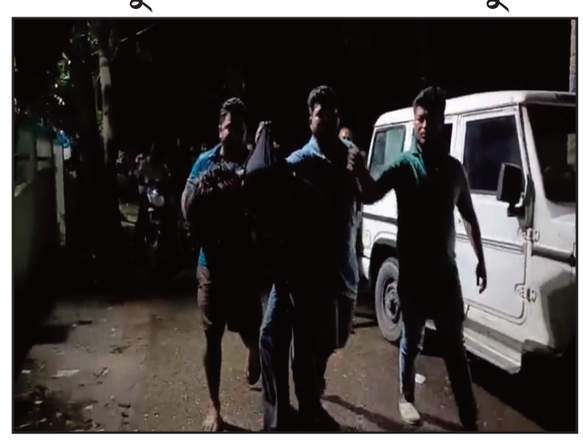

ঘটনাস্থলে পৌঁছে টোটোটিকে আটকান। এরপর অভিযুক্তদের সঙ্গে স্থানীয়দের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও চড়াও হওয়ার চেষ্টা করলে ক্ষুব্ধ জনতা তাদের ধরে গণধোলাই দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং চার অভিযুক্তকে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের বারুইপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি এলাকায় যাতে আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

বিদ্যাধরীতে পুলিশের কড়া অভিযান, বালি বোঝাই নৌকাসহ ধরা পড়ল ৬ পাচারকারী

নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ন্যাজাটে অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য পেল বসিরহাট পুলিশ জেলা। গোপন সূত্রে খ বর পাওয়ার পর বিদ্যাধরী নদীর তীরে ন্যাজাট ঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় নদী থেকে অবৈধভাবে তোলা সাদা বালি বোঝাই একটি নৌকা আটক করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, বালি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত

থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তাদের খোঁজে তদন্ত চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যাধরী নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলা এবং পাচারের অভিযোগ মিলছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পরিকল্পনা করে এই অভিযান চালানো হয়। অবৈধ বালি উত্তোলনের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ এবং পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই এই ধরনের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বসিরহাট পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিবেশ রক্ষা এবং নদী থেকে অবৈধ বালি উত্তোলন ও পাচার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে আগামী দিনেও নিয়মিত অভিযান চলবে। ধৃত ৬ অভিযুক্তকে আইন অনুযায়ী বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে এবং এই পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদেরও চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শেষদিনেই দুর্যোগের দাপট, প্রবল বৃষ্টি -ঝোড়ো হাওয়ায় উপকূলে বাড়ল উদ্বেগ

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ আবহাওয়া দফতরের জারি করা সতর্কতার শেষদিনেই প্রকৃতি যেন দেখাতে শুরু করেছে তার রুদ্ররূপ। সকাল থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয়েছে মুষলধারে বৃষ্টি। তার সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। ফলে উপকূলবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও সতর্কতা আরও বেড়েছে। গত ৪ জুলাই বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া এবং আশপাশের জেলায় ভারী বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎসহ দমকা হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়। আজ সেই সতর্কতার শেষদিনেই আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হচ্ছে উপকূল এলাকায়। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা এবং ডায়মন্ড হারবার এলাকায়। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের গভীর

সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার মাইকিং করে উপকূলবাসী ও জেলেদের সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হচ্ছে। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সেচ দফতর সর্বক্ষণ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। বিভিন্ন ব্লকে কন্ট্রোল রুম চালু রাখা হয়েছে। নদীবাঁধ ও সমুদ্র বাঁধে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ চলছে, যাতে কোনও জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর না মিললেও প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় উপকূলবাসীর উদ্বেগ বেড়েছে। আবহাওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। সম্ভাব্য যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

সুন্দরবন-সীমান্ত পেরিয়ে পোলিও টিকাকরণে রাজ্যের সেরা বসিরহাট

নয়া জামানা , বসিরহাট ঃ দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান, সীমান্তবর্তী এলাকা এবং সুন্দরবনের নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে জাতীয় পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচিতে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করল বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা। স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 'বুথ ডে'-তেই লক্ষ্যমাত্রার ৮৮ শতাংশ শিশুকে পোলিও টিকার আওতায় এনে নজির গড়েছে এই স্বাস্থ্য জেলা। এই সাফল্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি স্বাস্থ্য জেলার মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে বসিরহাট। জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এবারের জাতীয় পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচিতে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলায় মোট ২ লক্ষ ৭ হাজার ৪৮৭ জন শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম দিনেই ৮৮ শতাংশ শিশুকে টিকা খাওয়ানো সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর (৮৭ শতাংশ) এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাঁকুড়া (৮৬ শতাংশ)। বসিরহাটের এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিরলস পরিশ্রম। হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, হাড়োয়া ও স্বরূপনগরের মতো নদীবেষ্টিত ও দুর্গম এলাকায় নৌকায় চেপে পৌঁছে শিশুদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ষার প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁরা নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। রাজ্যজুড়ে এবার মোট ৮৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৫১৪ জন শিশুকে পোলিও টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও 'বুথ ডে'-তে গড় কভারেজ হয়েছে ৭৫ শতাংশ। সেই তুলনায় বসিরহাটের সাফল্য আরও তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অর্জন প্রমাণ করে সঠিক পরিকল্পনা, প্রশাসনিক তৎপরতা এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে দুর্গম এলাকাতেও জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বসিরহাটের এই সাফল্য এখন রাজ্যের অন্যান্য স্বাস্থ্য জেলার কাছেও অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

সোনারপুরে নির্মীয়মাণ গির্জায় হামলা ঘিরে উত্তেজনা, ক্রুশ ভাঙার অভিযোগে গ্রেফতার ৩

নয়া জামানা,সোনারপুর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ময়লাপোতা এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ গির্জায় হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। রবিবারের এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পরে ঘটনার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক গির্জার ছাদে উঠে ক্রুশ ভেঙে নিচে ফেলে দিচ্ছে। একই সময়ে কয়েকজনকে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিতেও শোনা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি ছাড়াই ওই গির্জার নির্মাণকাজ চলছিল।

এই অভিযোগে তাঁরা প্রতিবাদে সামিল হন। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, এলাকায় জোর করে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা করা হচ্ছিল। তবে এই দাবির পক্ষে এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে কোনও নিশ্চিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ফলে বিষয়টি সম্পূর্ণ তদন্তসাপেক্ষ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতিবাদের সময় দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেই সময়ই গির্জার ক্রুশ ভেঙে ফেলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। খ বর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তিনজনকে গ্রেফতার করে। পরে ধৃতরা আদালত থেকে জামিন পান। গির্জা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ধর্মীয় প্রতীক অপমান করা হয়েছে। তারা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলার অভিযোগ, নির্মাণের বৈধতা, ভাইরাল ভিডিও এবং ধর্মান্তকরণের অভিযোগ;সব দিকই খ তিয়ে দেখা হচ্ছে।

হেমনগরে বিএসএফের জালে ৪ বাংলাদেশি মহিলা, অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হেমনগর উপকূল এলাকায় সীমান্তে নজরদারির সময় চার বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করল বিএসএফ। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁদের হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝিঙ্গা বিএসএফ ক্যাম্পের ৭৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা নিয়মিত টহলের সময় সন্দেহজনকভাবে চার মহিলাকে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখেন।

অভিযোগ, তাঁরা কালিন্দী নদী পেরিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ই বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের আটক করেন। ধৃত চার মহিলার নাম বৃষ্টি বেগম (৩৩), শান্ত আক্তার (২১), আছিয়া খাতুন (২১) এবং সাথী আক্তার (৩৩)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, তাঁরা বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা এবং জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। তাঁদের ভারতে প্রবেশ ও সীমান্তে উপস্থিতির কারণ খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। বিএসএফের পক্ষ থেকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর চার মহিলাকে হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। এরপর আইন অনুযায়ী ধৃতদের বসিরহাট জেলা আদালতে পেশ করা হয়। সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৭২ বছরেও থামেননি অরুণবাবু, সংস্কৃতি ও সমাজসেবায় আজও অনুপ্রেরণা

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বয়স যে শুধু একটি সংখ্যা, তা নিজের জীবন দিয়েই প্রমাণ করে চলেছেন বেহালার বাসিন্দা অরুণ কুমার দাস। প্রায় ৭২ বছর বয়সেও তাঁর কর্মউদ্যম, সৃজনশীলতা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আজও অনেক তরুণের কাছে অনুকরণীয়। অবসর জীবনে থেকেও তিনি সাহিত্য, আবৃত্তি, নৃত্য, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সমাজসেবার মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। মালদা জেলার বাসিন্দা অরুণবাবু কর্মজীবনে শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চাকরির সূত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এসে দীর্ঘদিন কাজ করার পর বর্তমানে বেহালার সরকারি আবাসনে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছেন।

ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই কর্মসূত্রে বিদেশে থাকলেও তাঁদের অনুপস্থিতি কখনও তাঁর জীবনের আনন্দকে ম্লান করতে পারেনি। বরং প্রতিটি দিনকে নতুন উদ্যমে উপভোগ করছেন তিনি।

অরুণবাবু একজন দক্ষ আবৃত্তিকার হিসেবে সুপরিচিত। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর আবৃত্তি দর্শক-শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। পাশাপাশি কবিতা, গল্প ও উপন্যাস লেখাতেও তিনি সমান পারদর্শী।

নৃত্য, গান, অভিনয় এবং সাহিত্যচর্চার প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ রয়েছে। নতুন প্রজন্মকে শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী করে তুলতেও তিনি নিয়মিত উৎসাহ দিয়ে থাকেন। শুধু সংস্কৃতিচর্চাই নয়, সমাজসেবার ক্ষেত্রেও অরুণবাবুর অবদান উল্লেখযোগ্য। এলাকার অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কারও বিপদের খ বর পেলেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই মানবিক মনোভাবের জন্য তিনি এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। অরুণ কুমার দাসের জীবন প্রমাণ করে, প্রকৃত তারুণ্য বয়সে নয়, মননে ও কর্মে। তাই ৭২ বছরেও তিনি শুধু একজন প্রবীণ নন, বরং সমাজের কাছে এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা।

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

স্টেশনে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ, ধাওয়া করে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনতা

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ-শিয়ালদহ শাখার ভ্যাবলা স্টেশনে এক নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত এক যুবককে ধাওয়া করে ধরে ফেলে উত্তেজিত জনতা। পরে তাকে মারধর করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আকরামীরজা নগরের বাসিন্দা ওই নাবালিকা তার মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে এসেছিল। ফেরার সময় ভ্যাবলা স্টেশনে মেয়েকে বসিয়ে রেখে তার মা কিছুক্ষণের জন্য স্টেশনের বাইরে যান। সেই সুযোগে বিশ্বনাথ ঘোষ নামে অভিযুক্ত যুবক নাবালিকার পাশে বসে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। অভিযোগ, কিছুক্ষণ পর খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অভিযোগ অনুযায়ী, কিছুদূর যাওয়ার পর নাবালিকার সন্দেহ হলে সে চিৎকার শুরু করে। তখ ন অভিযুক্ত জোর করে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে স্থানীয়দের দাবি। নাবালিকার চিৎকার শুনে স্টেশনে উপস্থিত যাত্রী ও স্থানীয় মানুষ দ্রুত ছুটে এসে যুবককে ধাওয়া করেন। কিছু দূরে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে উত্তেজিত জনতা এবং মারধর করে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে আটকে রাখে।

পরে বসিরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর রাতে জিআরপি-র আধিকারিকরা থানায় এসে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগের সত্যতা খ

তিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন।

১১
৮ জুলাই ২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

পালাবদলের পর প্রথম বীরভূম সফরে সাংসদ শতাব্দী রায়

সায়ন ভান্ডারী,নয়া জামানা,রামপুরহাট ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের চমকপ্রদ ফলাফলের পর যখন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত, ঠিক সেই সময়ই বীরভূম সফরে এলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ শতাব্দী রায় ।বীরভূমের সিউড়িতে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার পর তিনি রামপুরহাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। রামপুরহাটে পৌঁছাতেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর হঠাৎ তাঁর এই বীরভূম সফর ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে দলের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, তথাকথিত বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরের নেতৃত্ব এবং ঋতব্রত বক্সিকে নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হলে প্রথমে বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যান শতাব্দী রায়। পরে তিনি স্পষ্ট জানান, এটি বিধায়কের বিষয়, তাই এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। তবে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কোনও ধোঁয়াশা রাখেননি তৃণমূল সাংসদ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসি এবং আমি তাঁর সঙ্গেই আছি। এদিন রাজনৈতিক প্রসঙ্গের পাশাপাশি বারুইপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়েও সরব হন শতাব্দী রায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর যখন বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে নানামুখী আলোচনা চলছে, তখন শতাব্দী রায়ের এই সফর, সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁর বক্তব্য এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

লাভপুরে মাটির বাড়ি ভেঙে চরম পরিণতি বৃদ্ধার !

রূম্পা দাস,নয়া জামানা,লাভপুর ঃ বীরভূমের লাভপুর থানার সামনেই মাটির বাড়ি ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম মালতি চৌধুরী (৬৪)। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শোকের পাশাপাশি উঠেছে সরকারি আবাসন নিয়ে প্রশ্ন ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লাভপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মালতি চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত জীর্ণ ও বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা একটি মাটির বাড়িতে বসবাস করছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, সরকারি আবাসনের জন্য বারবার আবেদন করা হলেও এতদিন পর্যন্ত বাড়ি মেলেনি। ফলে বাধ্য হয়েই ভাঙাচোরা বাড়িতেই দিন কাটাতে হচ্ছিল তাঁকে ।পরিবারের দাবি, নতুন সরকার গঠনের পর প্রায় দশ দিন আগে সরকারি আবাসনের জন্য তাঁদের বাড়িতে সমীক্ষা করা হয়। কিন্তু নতুন বাড়ি পাওয়ার আগেই ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ।বুধবার সকাল প্রায় ৬টা নাগাদ মালতি চৌধুরী বাড়ির ভিতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই মাটির বাড়িটি ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান তিনি। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে মাটি সরিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন এবং দ্রুত লাভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের অভিযোগ, সময়মতো সরকারি আবাসন পেলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।

বারুইপুর ধর্ষণকাণ্ডে বিচার ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের ওপর ডিম হামলার প্রতিবাদে পথে নামলো বামেরা

পার্থ দাস বৈরাগ্য,নয়া জমানা, পলাশীপাড়া ঃ প্রতিবাদমুখর গোটা পলশুণ্ডা। বারুইপুরে তরুণীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা এবং কোচবিহারের শিতলকুচিতে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভানেত্রী মিনাক্ষী মুখার্জির গাড়িতে ডিম নিক্ষেপ ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পলাশীপাড়া থানার অন্তর্গত পলশুণ্ডা দিঘীর ধারে বামফ্রন্টের উদ্যোগে মোমবাতি মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।মিছিল থেকে দাবি ওঠে
বারুইপুর কাণ্ডের সমস্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং শিতলকুচির ডিম হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের। উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক বুলবুল মণ্ডল,এরিয়া কমিটির সদস্য রেজাম্মেল হক,পয়মুদ্দিন সেখ,

পলশুণ্ডা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গাজীরুল হক,উপপ্রধান কালাম শাহ এবং ইচরাইল সেখ ।মিছিলের আয়োজক রেজাম্মেল হক বলেন, বারুইপুরের সমস্ত ধর্ষক ও খুনিদের ফাঁসির সাজা দিতে হবে। কোচবিহারে মিনাক্ষী মুখার্জির গাড়িতে যারা ডিম ছুঁড়ে হামলা করেছে তাদের গ্রেফতার না করা হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

চুরির ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশের জালে অভিযুক্ত, উদ্ধার মোটরবাইক

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ মোটর বাইক চুরির ঘটনায় পুলিশের জালে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোটরবাইক চুরির কুল কিনারা খুঁজে বের করে পুলিশ। সূত্রের খবর, গত সোমবার নদীয়ার তাহেরপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। জানা যায় গত ২৯ তারিখ তাহেরপুর থানার অন্তর্গত কামারগাছি বসাকপাড়া এলাকার থেকে একটি মোটর বাইক চুরি হয়ে যায়। এরপর থেকেই খোঁজাখুঁচি করলেও বাইকের খোঁজ মেলেনি ।শেষমেষ তাহেরপুর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশিতে নামে পুলিশ, এরপর চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত অমিত মোদক নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। এছাড়াও

উদ্ধার করে চুরি হয়ে যাওয়া মোটরবাইকটি। মঙ্গলবার ধৃতকে তোলা হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। অন্যদিকে এই চুরির চক্রের সাথে আরো কারা জড়িত তার তদন্ত শুরু করেছে নদীয়ার তাহেরপুর থানার পুলিশ।

শিক্ষকদের টিউশন বন্ধে মাথায় হাত পড়ুয়া-অভিভাবকদের, বিকল্পের দাবিতে এসডিওর দ্বারস্থ একাধিক

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার গঠনের পর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে বিরোধী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, আইন অনুযায়ী সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যক্তিগতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের টিউশন পড়াতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্তের জেরে বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের বহু পড়ুয়া, যারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে টিউশন পড়ে আসছিল, হঠাৎ সেই পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যার মুখে পড়েছে। এর ফলে উদ্বেগ ও হতাশা ছড়িয়েছে পড়ুয়াদের পাশাপাশি তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যেও। সমস্যার সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার একাধিক পড়ুয়া ও অভিভাবক রামপুরহাট মহকুমা শাসক (এসডিও)-এর দফতরে লিখিত অভিযোগপত্র জমা দেন। তাঁদের দাবি, চলতি শিক্ষাবর্ষের স্বার্থে অন্তত বছরের

বাকি সময়টুকু তাঁদের সন্তানদের ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেই পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হোক, যাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও শিক্ষাজীবনে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। অভিযোগপত্র গ্রহণের পর মহকুমা শাসক আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের বক্তব্য, হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষার প্রস্তুতি ব্যাহত হচ্ছে। তাই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশাসন দ্রুত একটি বাস্তবসম্মত ও শিক্ষার্থীবান্ধব সিদ্ধান্ত নেবে বলেই তাঁরা আশা প্রকাশ করেছেন।

বীরভূমে তৈরী হলো রাজ্যের বৃহত্তম জাতীয় পতাকা

তারিক আনোয়ার,নয়া জামানা,সিউড়ী ঃ বীরভূমের মাটিতে তৈরি হল রাজ্যের সর্ববৃহৎ খাদির জাতীয় পতাকা। ৩০ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট চওড়া এই বিশাল তেরঙ্গার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ভার্চুয়াল হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার সকালে সিউড়ির পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের মসলিন তীর্থ, বীরভূম জেলা কার্যালয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পতাকার উদ্বোধন করেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন। পরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)-র মাইথন প্রকল্পের আধিকারিকদের হাতে ভার্চুয়ালি পতাকাটি তুলে দেন তিনি ।খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ডিভিসির মাইথন প্রকল্পের জন্য ৩০শ্র২০ ফুটের এই বিশাল খাদির জাতীয় পতাকা তৈরির বরাত আসে। সেই বরাত পাওয়ার পর প্রায় দেড় মাস ধরে বীরভূমের দক্ষ কারিগররা নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে পতাকাটি তৈরি করেন। জাতীয় পতাকার নির্ধারিত মান, রঙ, অনুপাত ও সেলাইয়ের সূক্ষ্ম নিয়ম মেনেই সম্পূর্ণ হাতে তৈরি হয়েছে এই তেরঙ্গা ।অনুষ্ঠানে জেলাশাসক ধবল জৈন বলেন, প্রায় দেড় মাসের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমাদের দিদি ও ভাইয়েরা এই বিশাল জাতীয় পতাকাটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি ডিভিসির মাইথন প্রকল্পের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁত কাজ হয়েছে। এই সুন্দর সকালে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই এবং যাঁরা এই কাজে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানাই ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত আধিকারিকরা জানান, এত বড় আকারের খাদির জাতীয় পতাকা তৈরি করা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জের কাজ। দক্ষ কারিগরদের অভিজ্ঞতা, ধৈর্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বীরভূমের কারিগরদের হাতে তৈরি এই বিশাল তেরঙ্গা এবার ডিভিসির মাইথন প্রকল্পে শোভা পাবে। এর মাধ্যমে শুধু জেলার কারিগরি দক্ষতাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের খাদি শিল্পের ঐতিহ্য ও সক্ষমতাও দেশের সামনে নতুন করে তুলে ধরা হল। এই উদ্যোগে খাদি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের কর্মদক্ষতা যেমন স্বীকৃতি পেল, তেমনই বীরভূমের নামও জাতীয় স্তরে আরও একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঝুলিয়ে বিক্ষোভ বিজেপি যুব মোর্চার

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বোলপুর ঃ বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকেরা। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোলপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ।বিজেপি যুব মোর্চার দাবি, একসময় এই জেলা কার্যালয়ে বসেই বীরভূমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন অনুব্রত মণ্ডল। ক্ষমতার পালাবদলের পরও তিনি নিয়মিত এই কার্যালয়ে আসতেন বলে তাদের অভিযোগ। বিজেপির আরও অভিযোগ, বোলপুর পৌরসভার কাউন্সিলরদের তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের কোনও কাজ না করা হয়। এই অভিযোগের প্রতিবাদেই কর্মসূচি হিসেবে তৃণমূলের

জেলা কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা ।বিক্ষোভকারীদের দাবি, সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক কাজকর্মে প্রভাব খাটানো হচ্ছে। সেই কারণেই তারা এই প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

ডোবা বুজিয়ে গোয়ালঘর নির্মাণে প্রশাসনের দ্বারস্থ স্থানীয়রা

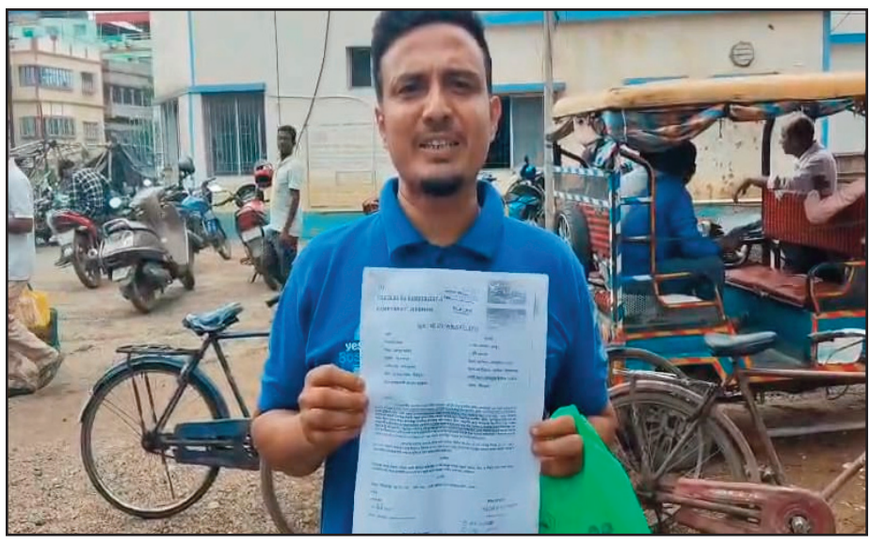

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের রামপুরহাট-১ ব্লকের বিনোদপুর গ্রামে ডোবা বুজিয়ে গোরুর গোয়ালঘর নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার বিরুদ্ধে সরকারি নথিতে 'ডোবা' হিসেবে চিহ্নিত জমি ভরাট করে সেখানে গোরুর গোয়ালঘর নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষ ওই ডোবাটি নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতেন। তবে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। সরকার পরিবর্তনের পর বিষয়টি সামনে এনে গ্রামবাসীদের একাংশ ভূমি সংস্কার দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ।অভিযোগে জমির প্রকৃত শ্রেণি, ভোগদখল এবং নির্মাণের বৈধতা খতিয়ে দেখে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই নজর গ্রামবাসীদের।

কীর্ণাহার শিবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে আইনি সচেতনতা ও সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে বিশেষ শিবির

নয়া জামানা,বীরভূম ঃ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার কীর্ণাহার শিবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে আইনি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কীর্ণাহার থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন ।শিবিরে সোশ্যাল মিডিয়ার নিরাপদ ব্যবহার, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, নতুন ফৌজদারি আইন এবং বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা এবং প্রতারণা বা অপরাধের শিকার হলে কীভাবে দ্রুত প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সে বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয় ।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রশ্নোত্তর পর্ব। সেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং পুলিশ আধিকারিকরা

তার বিস্তারিত উত্তর দেন। আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে স্মারক হিসেবে কলম উপহার দেওয়া হয়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান সময়ে সাইবার প্রতারণা ও বিভিন্ন আইনি জটিলতার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। তাই শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই আইন সম্পর্কে সচেতন করা এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সতর্কতার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। যাতে ভবিষ্যতে কেউ আইনি সমস্যা বা সাইবার অপরাধের ফাঁদে পড়লেও সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারে এবং অযথা হয়রানির শিকার না হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচ বছরের নাতনিকে যৌন নির্যাতন ! গ্রেপ্তার দাদু

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা,শান্তিপুর ঃ পাঁচ বছরের নাতনিকে শারীরিক হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল আপন দাদুর বিরুদ্ধে ।নদীয়ার শান্তিপুর থানা এলাকার ঘটনা। নির্যাতিতার মায়ের দাবী, তার ছোট ছোট তিন কন্যা সন্তান, কিন্তু শশুর এবং শাশুড়ি মাঝেমধ্যেই অশান্তি করত সংসার ভেঙে দেয়ার জন্য। তবুও সব অশান্তি কাটিয়ে স্বামীর সাথে সংসার করছেন দীর্ঘ বছর ধরে। অভিযোগ, ঘরের মধ্যেই তার এক কন্যা সন্তানের সাথে যৌন নির্যাতনের ঘটনা নিজের চোখে দেখেন তিনি, পরবর্তীতে জানতে পারেন আরো দুই কন্যা সন্তানের সাথে ঘটেছে একই ঘটনা। এই নির্মম ঘটনা সহ্য করতে না পেরে এদিন নদীয়ার শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতাদের মা। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে পাঠানো হয় রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। তবে নিজের নাতনীদের সাথে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় এক প্রকার বয়ে যাচ্ছে নিন্দার ঝড়। অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে নির্যাতিতার মা এবং বাবা।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন ।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ফের জ্বলছে হরমুজ!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সোমবার হরমুজে দু'টি জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরানের রেভোলিউশন গার্ড। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যে মউ স্বাক্ষর হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল আগামী ৬০ দিন হরমুজে সমস্ত বাণিজ্যতরী নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। ফের জ্বলছে হরমুজ প্রণালী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আরও একটি জাহাজে হামলা। এই নিয়ে হরমুজে তৃতীয় কোনও জাহাজ হামলার মুখে পড়ল। সূত্রের খবর, হামলার জেরে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাণিজ্যতরীটি। তবে জাহাজের নাবিকরা প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন।ব্রিটেনের সামুদ্রিক সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার হরমুজ দিয়ে যাওয়ার সময় বাণিজ্যতরীটিতে আচমকা অজ্ঞাত একটি বস্তু এসে আঘাত হানে। এর জেরে জাহাজটির কাঠামোর সামান্য ক্ষতি হয়েছে। তবে কোনও জাহাজকর্মী বা নাবিকের কোনও ক্ষতি হয়নি। পরে জাহাজটি তার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। কিন্তু এই হামলাটি কে বা কারা চালাল, তা এখনও জানা যায়নি। ইরানের সরকারি টেলিভিশন জানিয়েছে, বাণিজ্যতরীটিতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ছিল। কিন্তু সতর্কবার্তা উপেক্ষা করার পরই জাহাজটি হামলার শিকার হয়। যদিও তেহরান সরাসরি এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। কাতারের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি এই হামলার কড়া নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচল এবং বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তার উপর একটি অগ্রহণযোগ্য আক্রমণ। শুধু তাই নয়, এই হামলা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি ফেরাতে একাধিকবার বৈঠকে বসছে তেহরান এবং ওয়াশিংটন। তবে হরমুজে লাগাতার অশান্তির জেরে শান্তিচুক্তি এখনও বিশ বাঁও জলে। উল্লেখ্য, সোমবার হরমুজে দু'টি জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইরানের রেভোলিউশন গার্ড। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যে মউ স্বাক্ষর হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল আগামী ৬০ দিন হরমুজে সমস্ত বাণিজ্যতরী নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। কিন্তু তারপরেও বারবার হরমুজে আক্রান্ত হচ্ছে জাহাজ।

প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা উদ্বেগে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ চীন প্রশান্ত মহাসাগরে একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন থেকে দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রটিতে প্রকৃত পারমাণবিক ওয়ারহেড ছিল না; পরীক্ষার জন্য একটি ডামি (নকল) ওয়ারহেড ব্যবহার করা হয়। তবে ক্ষেপণাস্ত্রটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলে গিয়ে পড়ায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম শিনহুয়ার তথ্য অনুযায়ী, সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরের কিছু পর এই পরীক্ষা পরিচালিত হয়। এটি গত দুই বছরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের প্রথম দীর্ঘপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা।চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটি তাদের নিয়মিত বার্ষিক সামরিক প্রশিক্ষণের অংশ। বেইজিংয়ের দাবি, পরীক্ষাটি আন্তর্জাতিক আইন মেনে করা হয়েছে এবং এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা লক্ষ্যবস্তুকে উদ্দেশ্য করে পরিচালিত হয়নি।তবে নিউজিল্যান্ড জানিয়েছে, পরীক্ষার বিষয়ে আগাম অবহিত করা হলেও ক্ষেপণাস্ত্রটি দক্ষিণ প্রশান্ত পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত অঞ্চলের ভেতরে গিয়ে পড়ে। ১৯৮৬ সালের রারোটোঙ্গা চুক্তি অনুযায়ী এই অঞ্চলকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা করা হয়। চীন ১৯৮৭ সালে ওই চুক্তির সংশ্লিষ্ট প্রোটোকলে স্বাক্ষর করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা এ অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করবে না এবং চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকিও দেবে না।নিউজিল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স বলেন, বহুদিন ধরেই তারা এ ধরনের সামরিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আসছেন। তাঁর ভাষায়, তআমাদের উদ্বেগের কথা জানার পরও চীন মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে এই পরীক্ষা চালিয়েছে।অন্যদিকে, পেনি ওঙ ফিজিতে সাংবাদিকদের বলেন, অস্ট্রেলিয়া মনে করে এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা পুরো অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর।

তাঁর মতে, এই পদক্ষেপ আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার দিনই অস্ট্রেলিয়া ও ফিজি একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করে। বিশ্লেষকদের মতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব মোকাবিলার কৌশলের অংশ হিসেবেই এই চুক্তিকে দেখা হচ্ছে।বিশ্লেষকদের ধারণা, সাম্প্রতিক এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন ও পশ্চিমা মিত্রদের মধ্যে কৌশলগত প্রতিযোগিতা এবং নিরাপত্তা উদ্বেগকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত রাখা নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধের হুঁশিয়ারি

গত বছর কাশ্মীরের পহেলগামে হওয়া এক ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় ২৬ জন ভারতীয় নাগরিক নিহত হওয়ার পর, পাকিস্তানভিত্তিক আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের শাস্তিস্বরূপ ১৯৬০ সালের ঐতিহাসিক 'সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি'(ইন্ডাস ওয়াটার ট্রিটি) স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। ভারতের এই কড়া পদক্ষেপের পর থেকেই তীব্র আতঙ্ক ও উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক অলিন্দে। পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারের পর এবার দেশটির শক্তিশালী সামরিক এস্টাবলিশমেন্টও সিন্ধু নদের জলবণ্টনে তাদের দাবিদার অংশ নিশ্চিত করতে 'প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ' নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি)-এর চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিও স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন যে, সিন্ধু নদের জল নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে 'সমস্ত ফ্রন্টে' যুদ্ধ করতে প্রস্তুত পাকিস্তান। বর্ষার মরসুমে ভারতের পক্ষ থেকে বন্যার আগাম সতর্কতা বার্তা পাওয়া বন্ধ হওয়ার আশঙ্কার মাঝেই এই নতুন যুদ্ধংদেহী মনোভাব দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশীর সম্পর্ককে এক চরম সংঘাতের প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসীম মুনিরের নেতৃত্বে আয়োজিত ২৭৬তম কর্পস কমান্ডার্স কনফারেন্সে দেশটির শীর্ষ সামরিক কর্তারা এক যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, দেশের জনগণের প্রত্যাশা এবং সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী সিন্ধু নদের জলের ওপর পাকিস্তানের আইনসম্মত অধিকার বজায় রাখতে সেনাবাহিনী যেকোনো চরম পদক্ষেপ নিতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বৈঠকে মূলত ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিলের 'জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি' (এনএসসি)-র নির্দেশিকাকে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের এনএসসি-র গাইডলাইনে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ভারতের পক্ষ থেকে সিন্ধু নদের জল আটকানো বা নদীর গতিপথ পরিবর্তন করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে সরাসরি 'যুদ্ধের ঘোষণা' (অ্যাক্ট অফ ওয়ার) হিসেবে গণ্য করবে ইসলামাবাদ। একই সঙ্গে আফগানিস্তানের তালিবান শাসিত অঞ্চল ব্যবহার করে পাকিস্তানের ভেতরে চলা সন্ত্রাসী হামলা রুখতে 'অপারেশন গজব-লিল-হক' জোরদার করার পাশাপাশি কাশ্মীরিদের প্রতি কূটনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন বজায় রাখার কথাও জানিয়েছে পাক সেনা। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি ভারতকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, ভারত সিন্ধু নদের জলকে একটি 'কৌশলগত অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে, যা ইসলামাবাদ কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না। তিনি বলেন, 'সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে কোনো আপস করা হবে না। যদি আমাদের ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তবে আমরা যুদ্ধই করব'। পাকিস্তানের এই ক্রমাগত হুমকির জবাবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ভারতের অনড় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে জানিয়েছেন যে, পাকিস্তান সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া যতদিন না সম্পূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে বন্ধ করছে, ততদিন এই জলবণ্টন চুক্তি স্থগিতই থাকবে। পহেলগাম হামলার পর থেকে নতুন দিল্লির বার্তা অত্যন্ত পরিষ্কার ও কঠোর; মাটির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি এককভাবে চলতে পারে না। পাকিস্তান যতক্ষণ না ভারতের প্রতি তার 'অস্বাভাবিক শত্রুতা' বন্ধ করছে, ততদিন এই চুক্তি কোনোভাবেই কার্যকর হবে না। ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী পূর্বের তিনটি নদী (রাভি, শতদ্রু ও বিয়াস)-র ওপর ভারতের এবং পশ্চিমের তিনটি নদী (সিন্ধু, ঝিলাম ও চেনাব)-র জলের ওপর পাকিস্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ভারত এতকাল বর্ষার মরসুমে পাকিস্তানকে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে সাহায্য করত, যা চুক্তি স্থগিত হওয়ার কারণে এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। এর পাশাপাশি ভারত এখন সিন্ধু অববাহিকায় সাওয়ালকোট, রাটলে, বুড়সার, পাকাল দুল, কোয়ার, কিরু এবং কীর্থাই-এর মতো একাধিক বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পাকিস্তানের সমগ্র কৃষিকাজের প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই এই সিন্ধু নদ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অথচ বর্তমানে দেশটির জল সঞ্চয় করার ক্ষমতা মাত্র এক মাসের প্রবাহের সমান এবং তাদের প্রধান দুটি জলাধার; তারবেলা এবং মাংলা প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, একটি প্রযুক্তিগত জলবণ্টন চুক্তি ভারতের হাতে এখন পাকিস্তানকে চাপে রাখার সবচেয়ে বড় কৌশলগত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এই মরণবাঁচন সংকটের মুখে পড়েই পাকিস্তান এখন মরিয়া হয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে চিঠি লেখা, আন্তর্জাতিক আদালতে আইনি লড়াই শুরু করা এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ভারতের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে।

তাজমহল আসলে 'তেজো মহালয়', উপাস্য ছিলেন শিব! কেন্দ্রের কাছে হলফনামা চাইল হাই কোর্ট

তাজমহল মন্দির নাকি স্মৃতিসৌধ? এই প্রশ্ন আজকের নয়! বহুদিন ধরেই চলছে বিতর্ক। দীর্ঘদিন ধরেই তাজমহলকে কেন্দ্র করে বাতাসে ঘুরছে 'তেজো মহালয়া' তত্ত্ব। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই তাজমহল নাকি আদতে ছিল মন্দির, সেখানে শিবের উপাসনা হত। তাজমহল কি সত্যিই আসলে 'তেজো মহালয়? জবাব চেয়ে এবার কেন্দ্র এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-কে হলফনামা দিতে বলল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। সম্প্রতি আইনজীবী হরি শঙ্কর জৈন এবং আরও কয়েকজন উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের দাবি, তাজমহলের স্থাপত্যে অন্তত ১০৯টি এমন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে এটি একটি মন্দির ছিল। স্মৃতিস্তম্ভটি পরিদর্শন এবং সেটির ছবি ও ভিডিওগ্রাফির জন্য একজন 'অ্যাডভোকেট কমিশনার' নিয়োগেরও আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের যুক্তি, কেবল স্থাপত্যশৈলীর উপর নির্ভর না করে এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে কাঠামোটি আদতে কোনও শিব মন্দির ছিল কি না, তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। আবেদনকারীরা তাজমহলকে একটি মন্দির হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, সেখানে পুজোপাঠ এবং প্রার্থনারও অনুমতি চেয়েছেন। তাঁদের যুক্তি, সংবিধানের ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। তাজমহল কেন মন্দির ছিল, তার স্বপক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন আবেদনকারীরা। স্থাপত্যগত কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাজমহলের মূল গম্বুজের উপরের পদ্মপাপড়ির নকশা ও চূড়া স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য।

এছাড়াও তাজমহলের ভিতরে একটি কাঠামোকে এএসআই-এর নথিতে 'গোশালা' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন আবেদনকারীরা। তাঁরা জানান, এ ধরনের স্থাপনা মন্দিরের

সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, 'তেজো মহালয়া' নামে পরিচিত প্রাচীন শিব মন্দিরটি ১১৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা পরমার্দি দেব নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে এটি জয়পুরের রাজা মান সিং ও রাজা জয় সিংয়ের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর মুঘল সম্রাট শাহজাহান এটিতে ইসলামি স্থাপত্যশৈলীর উপাদান যুক্ত করেন এবং তাঁর স্ত্রী মমতাজের স্মৃতিসৌধে রূপান্তরিত করেন।

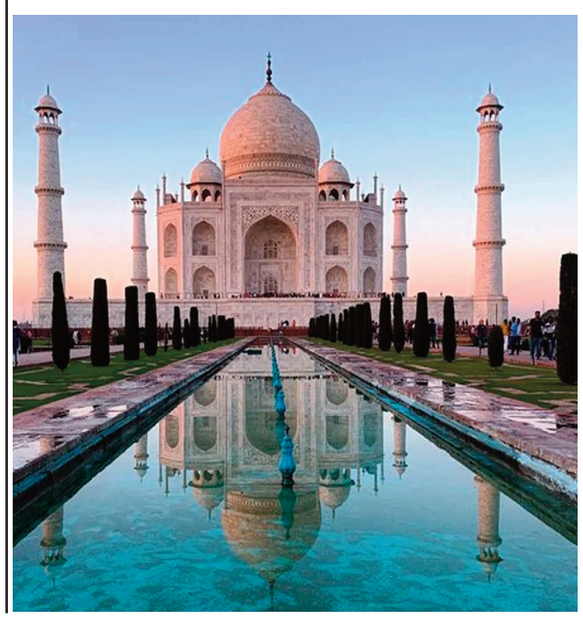

শুল্কমুক্ত বিপণিতে নিকোটিন পাউচ বিক্রি, বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ আদানি গোষ্ঠী

দেশের বিমানবন্দর অবয়বের আইনি এক্তিয়ার এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্যতম শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী আদানি গ্রুপ এক বড়সড় আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক জটিলতার মুখোমুখি হয়েছে। মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শুল্কমুক্ত (ডিউটি-ফ্রি) বিপণিতে ক্ষতিকারক 'নিকোটিন পাউচ' বিক্রির অভিযোগে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও)। এই তদন্তের পর দেশটির অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের গৌতম আদানির ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কোনো অপরাধের কথা অস্বীকার করে বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এই মামলার রায় ভারতের বিমানবন্দরগুলির শুল্কমুক্ত বিপণি ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ আইনের পরিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। ঘটনার সূত্রপাত মার্চ মাসে, যখন তামাকবিরোধী সংস্থা 'মাদার্স এগেইনস্ট ভেপিং'-এর অভিযোগের ভিত্তিতে সিডিএসসিও মুম্বই বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক বহির্গমন (ডিপার্চার) জোনে অভিযান চালায়। তদন্তে উঠে আসে যে, আদানি গোষ্ঠী ও দুবাইয়ের ফ্লেমিঙ্গোর যৌথ উদ্যোগ 'মুম্বই ট্রাভেল রিটেল' কোনো রকম বৈধ অনুমোদন বা আমদানি লাইসেন্স ছাড়াই ফিলিপ মরিসের 'জাইন'(জেডওয়াইএন) এবং 'হোয়াইট ফক্স'-এর মতো বিদেশি ব্র্যান্ডের নিকোটিন পাউচ বিক্রি করছিল। গত আগস্ট মাস থেকে প্রায় ৩৭ হাজার ডলার মূল্যের এই পণ্য আমদানি করা হয়েছিল বলে শুল্ক দফতরের নথিতে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সহকারী ড্রাগস কন্ট্রোলার গত ২ এপ্রিল শুল্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানান যে, দেশের 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট' বা ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রী আইন অনুযায়ী নিকোটিন পাউচও ওষুধের সংজ্ঞায় পড়ে, যার জন্য লাইসেন্স বাধ্যতামূলক।

Naya Jamana.....12 June....2026...new_Layout 1 08-07-2026 04:32 Page 13

আমার আগে পর্তুগাল কিছুই জেতেনি

কান্নায় ভেঙে পড়েও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই বিদায় রোনাল্ডোর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল। ফুটবলের সেরা মঞ্চ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো । তবে বিশ্বকাপ মঞ্চকে বিদায় জানানোর আগে তাঁর সদর্প ঘোষণা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আসার আগে পর্তুগাল কিছুই জিততে পারেনি। ক্যাবিনেটে ছিল না কোনও ট্রফি।

বিশ্বকাপ না পেলেও দেশের জন্য তিনটি প্রতিযোগিতামূলক ট্রফি রেখে যাচ্ছেন সিআর সেভেন। পর্তুগিজ ফুটবলের ভবিষ্যৎকে উদ্বুদ্ধ করবে রোনাল্ডোর এই অবদান, একথা বলাই যায়।স্পেনের বিরুদ্ধে নামার আগেই রোনাল্ডো জানিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর লাস্ট ড্যান্স। বিশ্বকাপের মঞ্চে আর দেখ া যাবে না তাঁকে। মেগা টুর্নামেন্টে নিজের শেষ ম্যাচটা জানপ্রাণ লড়িয়ে খেলেছিলেন।

কিন্তু জেতা হল না। খেলা শেষে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়লেন রোনাল্ডো। চোখে জল নিয়েই হাজির হলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। হতাশ পর্তুগিজ অধিনায়কের কথায়, তবিশ্বকাপটা এভাবে শেষ হওয়ায় আমি খুবই হতাশ। নিজের সবটুকু দিয়েছিলাম। আমার যতটা সামর্থ্য, ততটা দিয়ে খেলেছি। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থেকেই বিশ্বকাপ শেষ করলাম।সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তিনি তিনটি ট্রফি এনে দিয়েছেন। সদ্য বিশ্বকাপ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হওয়া তারকার কথায়, তপর্তুগালকে তিনটে ট্রফি দিয়েছি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আগে তো পর্তুগাল কিছুই জিততে পারেনি। সবচেয়ে বড় খেতাব এসেছিল ২০১৬তে।

ইউরোপসেরা হয়েছিলাম। আমার কাছে ওই সাফল্য বিশ্বকাপের থেকে কোনও অংশে কম নয়।দ ম্যাচের পরই পদত্যাগ করেছেন পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ।রোনাল্ডোর আগেও দু'জন মহাতারকাকে দেখেছে পর্তুগাল। ইউসেবিও আর লুইস ফিগো। কিন্তু তাঁরা কেউই ইউরোপের এক ফুটবল খেলিয়ে দেশের তকমা থেকে পর্তুগালকে পরাশক্তিতে পরিণত করতে পারেননি। যা করে তুলেছেন সিআর। বিশ্ব ফুটবলে যাঁর উপস্থিতি 'ছায়াপথসম'। এখন আর বিশ্বকাপ বা ইউরোর আসরে পর্তুগাল শুধু প্রতিযোগী হিসেবে আসে না, পা রাখে দাবিদার হয়ে। রোনাল্ডো পরবর্তী যুগে কি সেই সম্মান বজায় রাখতে পারবে পর্তুগাল?

বিশ্বকাপ জেতার স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেল। ফুটবলের সেরা মঞ্চ থেকে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো । তবে বিশ্বকাপ মঞ্চকে বিদায় জানানোর আগে তাঁর সদর্প ঘোষণা, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আসার আগে পর্তুগাল কিছুই জিততে পারেনি। ক্যাবিনেটে ছিল না কোনও ট্রফি। বিশ্বকাপ না পেলেও দেশের জন্য তিনটি প্রতিযোগিতামূলক ট্রফি রেখে যাচ্ছেন সিআর সেভেন। পর্তুগিজ ফুটবলের

বেলজিয়ামের সুনিপুণ কৌশলে চূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ স্বপ্ন

বিশ্বকাপের সহ-আয়োজক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্নের যাত্রার এক মর্মান্তিক অবসান ঘটল সোমবার রাতে, যেখানে বেলজিয়ামের কাছে চার-এক গোলের বিশাল ব্যবধানে পর্যুদস্ত হয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল তারা। এই জয়ের সুবাদে শেষ আটের লড়াইয়ে বেলজিয়াম এখন স্পেনের মুখোমুখি হওয়ার টিকিট নিশ্চিত করেছে। তবে সিয়াটেলের মাঠে বল গড়ানোর আগে থেকেই এই ম্যাচটি ঘিরে রাজনৈতিক ও ক্রীড়া কূটনীতির এক অভাবনীয় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মার্কিন স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানের ওপর থেকে লাল কার্ডের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিফার কাছে নজিরবিহীনভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যা বিশ্বজুড়ে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। ফিফা সেই বিতর্কিত দাবি মেনে নিলেও, মাঠের লড়াইয়ে মার্কিন ফুটবলাররা বেলজিয়ামের সুনিপুণ কৌশলের সামনে কার্যত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েন। কানাডা এবং মেক্সিকোর পর শেষ ষোলোর এই ম্যাচ থেকে বিদায়ের মাধ্যমে আয়োজক দেশগুলোর কেউই আর প্রতিযোগিতায় টিকে রইল না। ম্যাচের শুরুতে অবশ্য চমক ছিল বেলজিয়ামের শিবিরেও। দলের কোচ রুডি গার্সিয়া অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে কেভিন ডি ব্রুইন এবং জেরেমি ডোকুর মতো প্রথম সারির তারকাদের প্রথম একাদশের বাইরে রেখেছিলেন। তাঁর এই কৌশলগত বাজি যে কতটা নিখুঁত ছিল, তা ম্যাচের মাত্র নয় মিনিটের মাথাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়। নিকোলাস রাসকিনের বাড়ানো একটি মাপা ক্রস থেকে মার্কিন রক্ষণের চরম শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে খুব কাছ থেকে অনায়াসে বল জালে জড়ান চার্লস ডি কেটেলারে। এর ফলে সিয়াটেল স্টেডিয়ামে উপস্থিত সাতষট্টি হাজার মার্কিন সমর্থকের গগনবিদারী উল্লাস নিমেষেই স্তব্ধ হয়ে যায়। অথচ ম্যাচের ঠিক আগেই এই দর্শকরাই বিশ্বজুড়ে সমালোচিত বালোগানের নাম ঘোষণার সময় দলের প্রাণভোমরা ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিকের চেয়েও বেশি গর্জন করে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথমবার কোনো ম্যাচে প্রথমে গোল হজম করে মার্কিন রক্ষণভাগকে চরম নার্ভাস এবং মাঝমাঠকে সম্পূর্ণ দিশেহারা দেখাচ্ছিল। ম্যাচের ত্রিশ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের ঠিক বাইরে বালোগান ফাউলের শিকার হলে সাময়িকভাবে খেলায় ফেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সদ্য বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে ফ্রি-কিক থেকে গোল করা মালিক তিলমান আবারও নিজের জাদু দেখান। তাঁর নেওয়া শট বেলজিয়ামের মানবপ্রাচীরে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়ালে স্টেডিয়াম জুড়ে ফের উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আয়োজক দেশের সেই উল্লাস ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র তিন মিনিট পরেই, তেত্রিশ মিনিটের মাথায় লিয়েন্দ্রো ট্রোসার্ডের একটি নিখুঁত ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ডি কেটেলারে। ভারসাম্যহীন টিম রিমকে বাতাসে অনায়াসে পরাস্ত করে তিনি মার্কিন দর্শকদের আশা আক্ষরিক অর্থেই মাটিতে মিশিয়ে দেন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে তিলমানের লম্বা থ্রো এবং পাস থেকে বালোগান দুটি সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মার্কিন কোচ মরিসিও পচেত্তিনো খেলার ছক বদলে জিও রেইনাকে দশ নম্বর পজিশনে নিয়ে আসেন এবং ওয়েস্টন ম্যাককেনিকে ডান প্রান্তে সরিয়ে দলকে আরও আক্রমণাত্মক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাতান্ন মিনিটের মাথায় মার্কিন গোলরক্ষক ম্যাট ফ্রিজ এমন এক ক্ষমার অযোগ্য ভুল করে বসেন, যা দলের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেয়। বেলজিয়ামের একটি লম্বা বল ক্লিয়ার করতে তিনি বক্সের বাইরে বেরিয়ে এলেও ডি কেটেলারের চাপের মুখে চরম দ্বিধায় ভোগেন এবং বলটি বিপক্ষকে উপহার দেন। ডি কেটেলারের পাস থেকে দূরপাল্লার শটে ফাঁকা জালে অনায়াসে বল পাঠিয়ে ব্যবধান তিন-এক করেন হ্যান্স ভানাকেন। এর কয়েক মিনিট পরেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন পুলিসিক, আর তাঁর বিদায়ের সঙ্গেই দুই হাজার দুই সালের পর ফের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছনোর মার্কিন স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যায়।

বিশ্বকাপের মঞ্চে স্বপ্নভঙ্গ !

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ে ফুটবল কী শিখল ?

বিশ্বকাপের মতো সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতায় একটিমাত্র ভুলও যে কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষ জাতীয় ফুটবল দল তার সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রমাণটি পেল সিয়াটেলের মাঠে। গোটা টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো খেই হারিয়ে বেলজিয়ামের কাছে চার-এক গোলের বিশাল ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল তারা। নব্বই মিনিটের এই বিভ্রান্তিকর এবং দিকশূন্য ফুটবলে দলের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্ররাও যেন নিষ্প্রভ হয়ে রইলেন।

কোচ মরিসিও পচেত্তিনোর শিষ্যরা এমন এক সময়ে নিজেদের নিকৃষ্টতম ফুটবলটি উপহার দিলেন, যখন প্রত্যাশার পারদ ছিল আকাশছোঁয়া। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, কেভিন ডি ব্রুইন এবং জেরেমি ডোকুর মতো প্রথম সারির খেলোয়াড়দের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে ও বেলজিয়াম অত্যন্ত অনায়াসে মার্কিন রক্ষণভাগকে কার্যত তছনছ করে দিল।

এই পরাজয় কেবল একটি ম্যাচের হার নয়, বরং নিজেদের মাটিতে আয়োজিত বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেওয়ার এই করুণ পরিণতি মার্কিন ফুটবলের তথাকথিত 'সোনালী প্রজন্ম'-এর সামর্থ্য নিয়ে এক গভীর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। এই বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় প্রতীক হয়ে রইলেন দলের প্রধান তারকা ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিক। টুর্নামেন্ট চলাকালীন পায়ের পেশিতে চোট পাওয়ার কারণে তাঁর প্রতি কিছুটা সহানুভূতি থাকলেও, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই গ্রীষ্মে তাঁর চরম ব্যর্থতা ক্লিন্ট ডেম্পসির মতো কিংবদন্তির সর্বকালের সেরা মার্কিন খেলোয়াড় হওয়ার আসনটিকে আরও কিছুটা পাকাপোক্ত করে দিল। সাতাশ বছর বয়সি পুলিসিক, যাঁর নামের পাশে একানব্বইটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তেত্রিশটি গোল এবং তেইশটি সহায়তার রেকর্ড রয়েছে, তিনি এই ম্যাচে ছিলেন চূড়ান্ত হতাশাজনক।

চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার আগে পর্যন্ত তিনি বারবার বিপক্ষ খেলোয়াড়দের ভিড়ের মধ্যে বল নিয়ে ঢোকার বৃথা চেষ্টা করেছেন এবং মাঠের এক প্রান্তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ চোদ্দোটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁর অবদান মাত্র একটি গোল এবং তিনটি সহায়তা, আর ক্লাব ফুটবলেও টানা উনিশটি ম্যাচে তিনি গোলশূন্য। পুলিসিক একা নন, দলের অন্যান্য তারকারাও সমানভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ওয়েস্টন ম্যাককেনি বারবার ভুল পাস দিয়ে বলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন এবং সাতটির মধ্যে মাত্র একটি ডুয়েল জিততে পেরেছেন। প্রথমার্ধে সার্জিনো ডেস্টের অবস্থাও ছিল রীতিমতো দিশেহারা। মালিক তিলমান এবং টাইলার অ্যাডামস ছাড়া বাকি প্রায় সব বড় নামই এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। টুর্নামেন্টের অন্যান্য ম্যাচে কোচ পচেত্তিনো প্রশংসিত হলেও, এই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁর কৌশলগত অন্ধত্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। পুরো টুর্নামেন্টে টাইলার অ্যাডামস মাঝমাঠে যে বিপুল দায়িত্ব পালন করেছেন, তা দলের আক্রমণভাগকে অনেকটাই স্বাধীনতা দিয়েছিল। কিন্তু বেলজিয়ামের শক্তিশালী মাঝমাঠ এবং ফর্মে থাকা ইউরি তিয়েলেমান্সের বিরুদ্ধে অ্যাডামসকে প্রায় একাই লড়তে হয়েছে। জনি কার্ডোসোর চোট অবশ্যই একটি বড় ধাক্কা ছিল, কিন্তু ট্যানার টেসমানের মতো খেলোয়াড়কে ব্যবহার না করাটা ছিল এক বিরাট ভুল। অন্যদিকে, ফোলারিন বালোগানের বিকল্প হিসেবে হাজি রাইট বা টিমোথি উইয়াহর মতো প্রমাণিত খে লোয়াড়দের উপেক্ষা করে কেবল রিকার্ডো পেপির ওপর মাত্রাতিরিক্ত ভরসা রাখার সিদ্ধান্তটিও ছিল যথেষ্ট বিস্ময়কর।

উইয়াহর সঙ্গে কোচের কোনো অদৃশ্য মতবিরোধ বা গোপন চোট রয়েছে কি না, তা নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে সোমবার রাতে পচেত্তিনোর নেওয়া কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো মাঠে কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারেনি। এই পরাজয় মার্কিন ফুটবলের আরও একটি বড় দুর্বলতাকে উন্মোচিত করেছে, তা হলো গোলরক্ষক এবং রক্ষণভাগের বিকল্পের অভাব। ম্যাট ফ্রিজ হয়তো খুব খারাপ গোলরক্ষক নন, কিন্তু এটা নির্মম সত্য যে গত বারো বছর ধরে মার্কিন দলের কাছে কোনো বিশ্বমানের গোলরক্ষক নেই। কাকতালীয়ভাবে, ঠিক এক যুগ আগে এই বেলজিয়ামের বিরুদ্ধেই গোলপোস্টের নিচে টিম হাওয়ার্ডের সেই অতিমানবিক পারফরম্যান্সের স্মৃতি আজও টাটকা। গোলরক্ষক যখ ন বিশ্বমানের হন না,

তখন রক্ষণভাগের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু দলের অধিনায়ক টিম রিম এই ম্যাচে জঘন্য পারফর্ম করেছেন। ক্রিস রিচার্ডসের পেছনে থাকা অন্যান্য খেলোয়াড়দের সামর্থ্য নিয়ে আগেই প্রশ্ন ছিল, আর এই ম্যাচে খোদ রিচার্ডসও মারাত্মক ভুল করে বসেন, যার খেসারত দিতে হয় ইনজুরি টাইমে রোমেলু লুকাকুর করা শেষ গোলের মাধ্যমে। আগামী কয়েক বছরে

রক্ষণভাগ এবং গোলপোস্টের নিচে নতুন এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিভার উত্থান না ঘটলে, কেবল আক্রমণভাগ এবং মাঝমাঠের ওপর ভর করে আগামী বিশ্বকাপে বড় কোনো সাফল্য পাওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একপ্রকার অসম্ভবই থেকে যাবে।

বিতর্কিত গোল বাতিলেই হার ! অদম্য লড়াইয়ের পরও মেসিদের বিরুদ্ধে ট্র্যাজিক নায়ক সালাহ

লিওনেল মেসি নামক বটবৃক্ষ না থাকলে আজকের ম্যাচের সবচেয়ে বেশি প্রচারের আলো হয়তো তিনিই শুষে নিতে পারতেন। কিংবা শেষ মুহূর্তে

মেসির আর্জেন্টিনা মহানাটকীয় কামব্যাকটা না করলে হয়তো দিনের শেষে ম্যাচের নায়ক হিসাবে লেখা থাকত মহম্মদ সালাহর নাম। অথবা, আর্জেন্টিনার জালে বল জড়িয়ে যাওয়ার পরও সেই গোল যদি ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির পরামর্শে বাতিল না হত-তাহলেখ! আসলে মঙ্গলবারের যে ম্যাচটা মিশরের ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকতে

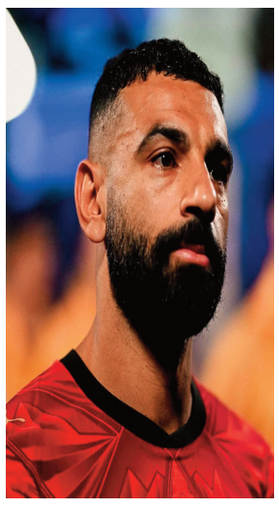

পারত-দিনের শেষে সেটা স্রেফ একটা আক্ষেপের ম্যাচ হয়ে রয়ে গেল। সৌজন্যে আর্জেন্টিনার দুর্দান্ত কামব্যাক। এবং কোথাও গিয়ে রেফারির বদান্যতা। এদিন ম্যাচের শুরুর কয়েক মিনিট বাদ দিলে প্রথমার্ধটা একেবারে আদর্শ ফুটবল খেলেছে মিশর। আর্জেন্টিনা যে বারবার আক্রমণে যাবে সেটা জানাই ছিল।

সেই আক্রমণ সামলে প্রতিআক্রমণে গোল তুলে নেওয়া, সেই ছকে প্রথমার্ধে এক্কেবারে সফল ছিলেন সালহারা। শুধু প্রথমার্ধ কেন, ম্যাচের প্রায় ৭০ মিনিট পর্যন্ত ওই ছক কাজে লেগেছে। ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও শেষ কয়েক মিনিটের বাজে রক্ষণের জন্য অবিশ্বাস্য হার। বিশ্বকাপ থেকে বিদায় মিশরের। সেই সঙ্গে সম্ভবত বিদায় নিলেন মহম্মদ সালাহ। একরাশ হতাশা আর চোখের জল নিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি।

অথচ আজ তাঁর নায়ক হওয়ার দিন ছিল।

সব শিরোনামের আলো শুষে নেওয়ার দিন ছিল। যার পায়ের জাদুতে বিশ্বকাপে ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখে ফ্যারাওয়ের দেশ সেই ৩৪ বছরের সুপারস্টারকে কি আর বিশ্বকাপে দেখা যাবে? সেটাই এখন সমগ্র মিশরীয় ফুটবলপ্রেমীদের প্রশ্ন।

ভ্যাঙ্কুভারে শেষ আটের লক্ষ্যে মুখোমুখি সুইজারল্যান্ড ও কলম্বিয়া

কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরের বিসি প্লেস স্টেডিয়াম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর এক অঘোষিত মহাকাব্যের সাক্ষী হতে চলেছে, যেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা অথবা মিশরের মুখোমুখি হওয়ার টিকিট নিশ্চিত করতে মাঠে নামবে সুইজারল্যান্ড এবং কলম্বিয়া। এই টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রতিটি ম্যাচের সঙ্গে ক্রমশ আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলা সুইসদের সামনে যেমন দীর্ঘ আটান্নো বছরের পুরোনো ইতিহাস নতুন করে লেখার হাতছানি, ঠিক তেমনই টানা পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত থাকা লাতিন আমেরিকার পরাশক্তি কলম্বিয়া চাইছে নিজেদের পরিসংখ্যানগত আধিপত্যকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে। সুইজারল্যান্ডের এবারের বিশ্বকাপ যাত্রা মূলত এক অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনের গল্প। কাতারের বিরুদ্ধে এক-এক গোলের হতাশাজনক ড্র দিয়ে শুরু করার পর, তারা বসনিয়া-হার্জেগোভিনাকে চার-এক গোলে এবং কানাডাকে দুই-এক গোলে পরাজিত করে।

বিশেষ করে বসনিয়ার বিরুদ্ধে চুয়াত্তর মিনিটের পর পাঁচটি গোল হওয়ার সেই নাটকীয় জয় তাদের দলের খোলনলচে বদলে দেয়। এরপর শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে দুই-শূন্য গোলের জয়টি ছিল উনিশশো আটত্রিশ সালে জার্মানির বিরুদ্ধে জয়ের পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে তাদের প্রথম সাফল্য। এই ঐতিহাসিক যাত্রার অবিসংবাদিত নায়ক হয়ে উঠেছেন ফ্রাইবুর্গ ক্লাবের কুড়ি বছর বয়সি মিডফিল্ডার জোহান মানজাম্বি, যিনি তিনটি গোল এবং দুটি অ্যাসিস্ট করে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খে লোয়াড় হিসেবে পাঁচটি গোলে সরাসরি অবদান রাখার বিরল রেকর্ড গড়েছেন। তবে এই স্বপ্নের দৌড়ের মাঝেই সুইস শিবিরে ঘনিয়ে এসেছে চোট-আঘাতের কালো মেঘ। সোমবারের অনুশীলনে কোচ মুরাট ইয়াকিনকে চরম দুশ্চিন্তায় ফেলে মাঝপথেই মাঠ ছাড়েন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তারকা জোহান মানজাম্বি, রুবেন ভার্গাস এবং জিব্রিল সোউ। সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে ইয়াকিন অকপটে স্বীকার করেছেন যে এই তিন খেলোয়াড় মঙ্গলবারের ম্যাচে মাঠে না নামলে তা দলের জন্য এক বিশাল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এর পাশাপাশি পেশির চোটের কারণে মিশেল এবিশার এবং লুকা জাকেজের মাঠে নামা নিয়েও ঘোর সংশয় রয়েছে। মানজাম্বি এবং ভার্গাস শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলে ফাবিয়ান রিডার এবং ক্রিস্তিয়ান ফাসনাচটকে বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে, অন্যদিকে আক্রমণভাগের মূল দায়িত্ব সামলাবেন ড্যান এনদয়ে এবং ব্রিল এমবোলো। অন্যদিকে, কোচ নেস্টর লরেঞ্জোর অধীনে কলম্বিয়া নীরবে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম পরিপূর্ণ এবং ভারসাম্যযুক্ত দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রুপ পর্বে পর্তুগালকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করা এই দলটি উজবেকিস্তানকে তিন-এক এবং ডিআর কঙ্গোকে এক-শূন্য গোলে হারায়। পর্তুগালের বিরুদ্ধে তাদের গোলশূন্য ড্রয়ের ম্যাচে দাভিনসন সানচেজের একটি হেড বিতর্কিতভাবে ভিএআর প্রযুক্তির সাহায্যে বাতিল হয়ে যায়, অন্যথায় সেই ম্যাচেও তাদের জয়ের প্রবল সম্ভাবনা ছিল। শেষ বত্রিশে ঘানাকে এক-শূন্য গোলে হারিয়ে তারা প্রমাণ করেছে যে তাদের রক্ষণভাগ কতটা জমাট; পুরো টুর্নামেন্টে চারটি ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই তারা কোনো গোল হজম করেনি এবং সব মিলিয়ে বিপক্ষকে মাত্র একবার তাদের জাল কাঁপানোর সুযোগ দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, আক্রমণভাগেও তারা সমান আগ্রাসী; বিশ্বকাপের শেষ তিনটি ম্যাচেই তারা কুড়ি বা তার বেশি শট নিয়েছে। কলম্বিয়া শিবিরের একমাত্র ধাক্কা হলো স্ট্রাইকার জন কর্ডোবার চোট, যিনি ঘানার বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই হ্যামস্ট্রিংয়ে আঘাত পেয়ে পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা স্পোর্টিং লিসবনের স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ ঘানার বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলের পাসটি বাড়িয়েছিলেন এবং মঙ্গলবারের ম্যাচে তাঁর প্রথম একাদশে থাকা নিশ্চিত।

মওলানা ভাসানী

জনগণের পবিত্র হিংসার প্রফেট

লিখেছেন অর্ক ভাদুড়ি

পূর্ব বাংলার রাজপথ গণবিক্ষোভের আঁচে গনগন করছে। শহিদ ছাত্রনেতার লাশ নিয়ে রাজপথে তাঁর সহযোদ্ধারা। মিছিলের পুরোভাগে ৮৯ বছরের এক বৃদ্ধ। সাদা দাড়ি, পরনে সাদামাটা পোষাক। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী রাজপথে ব্যারিকেড তুলেছে। নির্দেশ দিচ্ছে লাশ সরিয়ে ফেলার। সারে সারে সৈন্য উদ্যত রাইফেল হাতে তৈরি। মিছিল থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝ সমুদ্রে বিভ্রান্ত জাহাজের মত।উননব্বই বছরের বৃদ্ধ এক পা এক পা করে এগোতে থাকছেন রাইফেলের সারির দিকে। তাঁর এক কথা, রাজপথেই পড়া হবে শহীদের জানাজার নমাজ। পূর্ব বাংলার বীর তরুণকে শেষ বিদায় জানানো হবে রাজপথেই। বৃদ্ধের পিছনে হাজারে হাজার ছাত্র-যুব জনতা। তিনি এগোচ্ছেন, তাঁর দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। সামনে দাঁড়ানো সেনাবাহিনী বন্দুক তুলল, তাক করল মিছিলের বুকের দিকে।কয়েক লহমার জন্য রাজপথ স্তব্ধ। একদিকে শহিদের লাশ। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বন্দুক। মাঝখানে অতিবৃদ্ধ মওলানা ভাসানী।

পূর্ব বাংলার রাজপথ গণবিক্ষোভের আঁচে গনগন করছে। শহিদ ছাত্রনেতার লাশ নিয়ে রাজপথে তাঁর সহযোদ্ধারা। মিছিলের পুরোভাগে ৮৯ বছরের এক বৃদ্ধ। সাদা দাড়ি, পরনে সাদামাটা পোষাক। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী রাজপথে ব্যারিকেড তুলেছে। নির্দেশ দিচ্ছে লাশ সরিয়ে ফেলার। সারে সারে সৈন্য উদ্যত রাইফেল হাতে তৈরি। মিছিল থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝ সমুদ্রে বিভ্রান্ত জাহাজের মত।উননব্বই বছরের বৃদ্ধ এক পা এক পা করে এগোতে থাকছেন রাইফেলের সারির দিকে। তাঁর এক কথা, রাজপথেই পড়া হবে শহীদের জানাজার নমাজ। পূর্ব বাংলার বীর তরুণকে শেষ বিদায় জানানো হবে রাজপথেই। বৃদ্ধের পিছনে হাজারে হাজার ছাত্র-যুব জনতা। তিনি এগোচ্ছেন, তাঁর দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। সামনে দাঁড়ানো সেনাবাহিনী বন্দুক তুলল, তাক করল মিছিলের বুকের দিকে।কয়েক লহমার জন্য রাজপথ স্তব্ধ। একদিকে শহিদের লাশ। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় বন্দুক। মাঝখানে অতিবৃদ্ধ মওলানা ভাসানী। যাঁকে পশ্চিমের সংবাদমাধ্যম আখ্যা দিয়েছে, ‘প্রফেট অফ ভায়োলেন্স’। যিনি এক আশ্চর্য মওলানা, যাঁর চোখ সৌদি আরবের দিকে নয়, নিবদ্ধ সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে। যাঁর কাছে ধর্ম মানে জালিমের বিরুদ্ধে লড়াই; মজলুম জনতার, নিপীড়িত জনতার গণঅভ্যুত্থান। ৮৯ বছরের ভাসানী বুকটান করে তাকালেন রাষ্ট্রীয় রাইফেল সারির দিকে। তারপর আঙুল তুলে গর্জন করে উঠলেন, খামোশ!

ভাসানীর সেই খামোশ ছড়িয়ে গেল ঢাকা থেকে রংপুর, নাটোর থেকে নোয়াখালি, সিরাজগঞ্জ থেকে খুলনা। টলমল করে উঠল পূব বাংলা। সাভারের শ্রমিক জনতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনতা, সমস্ত পূর্ব বাংলার কোটি কোটি কৃষক গর্জন করে উঠল খামোশ! মজলুম মানুষ জালিমের দিকে তুলল প্রতিরোধের আঙুল, বলে উঠল খামোশ !এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখল ঢাকার রাজপথ। বৃদ্ধ ভাসানী এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন আর এক পা এক পা করে পিছোচ্ছে সামরিক বাহিনী। অবশেষে এক সময় পিঠটান দিল তারা। রাস্তায় বসে পড়লেন মওলানা ভাসানী। প্রফেট অফ ভায়োলেন্স তাঁর বিশ্বাস মতো শেষ বিদায় জানালেন শহিদ তরুণকে। তাঁর শেষ বিদায়ের সুরে মিলে গেল হাজার হাজার লাল সালাম।আজ মওলানা ভাসানীর মৃত্যুদিন। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ৯৬ বছর বয়সে ভাসানী মারা যান। তাঁকে কেউ বলেন, ‘দ্য রেড মওলানা’, কেউ আবার তা মানতে নারাজ। আমার কাছে ভাসানী মানে এই উপমহাদেশের কৃষক জনতা, হতদরিদ্র প্রান্তিক লড়াকু মানুষ। তিনি কৃষকের মতো চঞ্চল, কৃষকের মতো একরোখা, কখনও কখনও গোঁয়ার মনে হবে তাঁকে। ভাসানী এই উপমহাদেশের সেই কোটি কোটি প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি,যাঁরা পশ্চিমি নবজাগরণ থেকে উদ্ভুত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বাইরে অবস্থান করেন, যাঁরা আবহমান কাল ধরে জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন, অথচ কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের ছকে সে লড়াইকে বাঁধা যায় না। সেই লড়াইয়ের শিকড় গাঁথা রয়েছে লোকসমাজের সংস্কৃতিতে, যাপনে। ভাসানী লাল না সবুজ আমি জানি না। মতবাদের খুপরিগুলোয় তাঁকে বাঁধা মুশকিল। তাঁর উচ্চারণে চেনা শব্দগুলি নিজেদের পুরনো অর্থ হারিয়ে ফেলে, হয়ে ওঠে নতুন সময়ের প্রতিরোধের দ্যোতক। ভাসানী মজলুম জননেতা, মজলুম জনতার নেতা, নির্যাতিত মানুষের নেতা। এর বাইরে তাঁর কোনো পরিচয় নেই।পশ্চিমবাংলায় ভাসানীকে নিয়ে তেমন চর্চা নেই। আমাদের বাংলাদেশ পাঠের ভরকেন্দ্রে মূলত একজন ব্যক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের ঠিকাদারি নেওয়া একটি দলের ইতিহাস। এ বড় লজ্জার, বড় দুঃখের। ভাসানীর মৃত্যুদিন শামসুর রাহমানের একটি কবিতা ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করছে। কবিতাটির নাম ‘সফেদ পাঞ্জাবি’। তার আগে ছোট করে কবিতাটির প্রেক্ষাপট বলে নিই।১৯৭০ সাল। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে পূর্ব বাংলা ছারখার হয়ে গিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, অনেকে মৃত। এদিকে সামনেই নির্বাচন। মওলানা ভাসানী সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর দল ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেবে না। ৯০ বছরের বুড়ো মওলানা ত্রাণ নিয়ে ছুটে বেড়ালেন পূর্ববঙ্গের দুর্গত এলাকার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। ‘পিপলস মওলানা’র বাজপাখির ডানার মতো প্রসারিত দুই হাতের ছায়ায় আশ্রয় নিল বাংলার জনতা। দুর্গত এলাকা থেকে ফিরে এসে পল্টনের জনসভায় ভাসানী শোনালেন তাঁর অভিজ্ঞতা। শামসুর রাহমানের মনে হয়েছিল এই ভাসানী কোনও রাজনৈতিক নেতা নন, এক অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। তিনি লিখলেন

শিল্পী, কবি, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
খদ্দের, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবিকা,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, অধ্যাপক, গোয়েন্দা, কেরানি,
সবাই এলেন ছুটে পল্টনের মাঠে, শুনবেন
দুর্গত এলাকা প্রত্যাগত বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী
কী বলেন। রৌদ্রালোকে দাঁড়ালেন তিনি, দৃঢ়, ঋজু,
যেন মহাপ্লাবনের পর নূহের গভীর মুখ
সহযাত্রীদের মাঝে ভেসে ওঠে, কাশফুল-দাড়ি
উত্তুরে হাওয়ায় ওড়ে। বুক তাঁর দক্ষিণ বাংলার
শবাকীর্ণ হু হু উপকূল, চক্ষুদ্বয় সংহারের
দৃশ্যাবলীময়; শোনালেন কিছু কথা, যেন নেতা
নন, অলৌকিক স্টাফ রিপোর্টার। জনসমাবেশে
সখেদে দিলেন ছুঁড়ে সারা খাঁ-খাঁ দক্ষিণ বাংলাকে।
সবাই দেখল চেনা পল্টন নিমেষে অতিশয়
কর্দমাক্ত হ'য়ে যায়, ঝুলছে সবার কাঁধে লাশ।
আমরা সবাই লাশ, বুঝি-বা অত্যন্ত রাগী কোনো
ভৌতিক কৃষক নিজে সাধের আপনকার ক্ষেত
চকিতে করেছে ধ্বংস, প'ড়ে আছে নষ্ট শস্যকণা।
ঝাঁকা-মুটে, ভিখিরী, শ্রমিক, ছাত্র, সমাজসেবিকা,
শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, দেশী কি বিদেশী সাংবাদিক,
নিপুণ ক্যামেরাম্যান, ফিরিঅলা, গোয়েন্দা, কেরানি,
সমস্ত দোকান-পাট, প্রেক্ষাগৃহ, ট্রাফিক পুলিশ,
ধাবমান রিকশা, ট্যাকসি, অতিকায় ডবল ডেকার,
কোমল ভ্যানিটি ব্যাগ আর ঐতিহাসিক কামান,
প্যান্ডেল, টেলিভিশন, ল্যাম্পোস্ট, রেস্তোরাঁ, ফুটপাথ
যাচ্ছে ভেসে, যাচ্ছে ভেসে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরে।
হায়, আজ একী মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী!
বল্লমের মতো ঝলসে ওঠে তাঁর হাত বারবার
অতি দ্রুত স্ফীত হয়, স্ফীত হয় সফেদ পাঞ্জাবি,
যেন তিনি ধবধবে একটি পাঞ্জাবি দিয়ে সব
বিক্ষিপ্ত বেআব্রু লাশ কী ব্যাকুল ঢেকে দিতে চান!

মওলানা ভাসানী বলে যাঁকে গোটা উপমহাদেশ চেনে, তাঁর প্রকৃত নাম কিন্তু তা নয়। তাঁর আসল নামে এই দুই শব্দের কোনোটিই ছিল না। ‘মওলানা’ ও ‘ভাসানী’ এই দুটো শব্দই পরবর্তী সময়ে তাঁর অর্জিত পদবি বা বিশেষণ। ‘মওলানা’ তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও চর্চার পরিচয়, আর ‘ভাসানী’ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের স্মারক। তাঁর জীবন ও সংগ্রাম এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, যাতে পদবি আর বিশেষণের আড়ালে তাঁর আসল নামই হারিয়ে গেছে। আসলে তাঁর নাম ছিল আবদুল হামিদ খান। ডাক নাম ছিল চ্যাগা, শৈশবে এই নামই ছিল তাঁর পরিচয়।আবদুল হামিদ খান ভাসানী জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালের ১২ই ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে। অল্প কিছুদিন স্কুল ও মাদ্রাসায় পড়া ছাড়া তিনি অন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেননি। শৈশবে ছেলেটির পিতামাতা প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার কড়াকড়ি পছন্দ করতে পারেননি। ১৯০৭ সাল থেকে দুবছর তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। কিন্তু সেখানে বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনায় বেশি দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। সেই শিক্ষা ঠিক বামপন্থীদের মনের মত, তাঁদের ঘরানায়, তা নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভাসানীর ঘৃণা ছিল নিখাদ। ভাসানীর কর্মজীবন শুরু হয় টাঙ্গাইলের কাগমারি স্কুলের শিক্ষক হিসাবে ১৯০৯ সালে। কিন্তু তাঁকে টানত রাজনীতি। বিশেষ করে কৃষক সমাজের অশেষ দুর্গতি। চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্যে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই জেলযাত্রা। মুক্তির পর গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে বেড়ানো।আসামের ধুবড়ী জেলার ভাসানচরে মওলানা ভাসানী এক বিশাল কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। যার পর লোকমুখে তিনি ভাসানচরের মওলানা বা ভাসানীর মওলানা হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে ভাসানী শব্দটি তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে যুক্ত হয়ে যায়। এমন নির্দশন খুব বেশি নেই, যেখানে একজন রাজনৈতিক নেতার নাম আর তাঁর কর্মস্থল একাকার হয়ে গিয়েছে।

১৯৩৭ সালে মওলানা আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদের বাইরে রাজপথে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এপার বাংলার ইতিহাসচর্চায় এসব তথ্য মেলে না। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাও ভাসানীকে নিয়ে উদাসীন।

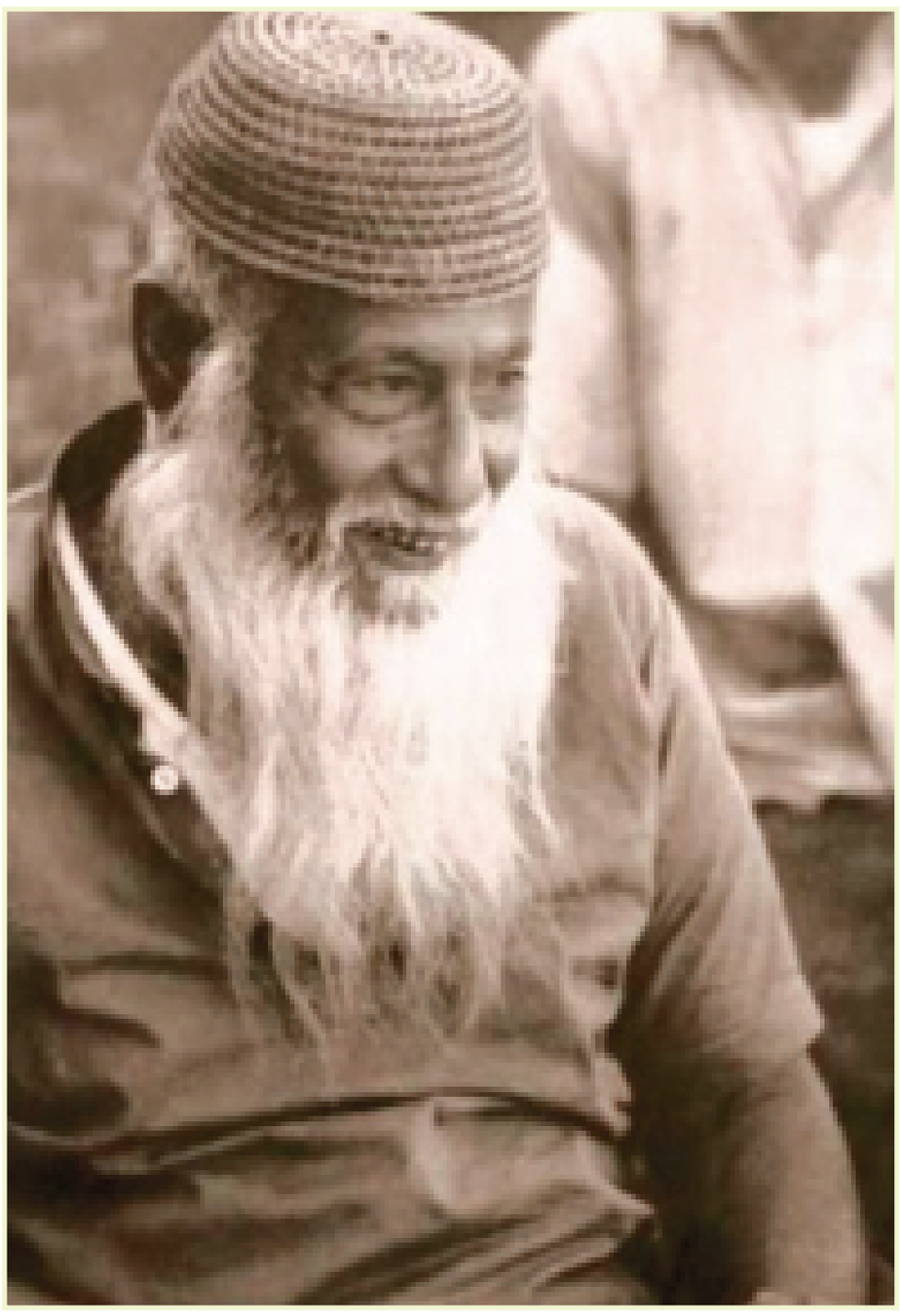

সৈয়দ আবুল মকসুদের মতে, আসামের কুখ্যাত ‘লাইন প্রথা’র বিরুদ্ধে তাঁর যে সংগ্রাম, তা দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর বর্ণবৈষম্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়।মওলানা ভাসানী ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে সিরাজগঞ্জের কাওয়াখালিতে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন নামে এক ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। ওই সম্মেলনে জমিদারি উচ্ছেদ, খাজনার নিরীখ হ্রাস, নজর-সেলামি বাতিল, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণসহ বহুবিধ প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূলত এর ফলেই ১৯৩৬ সালে বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন পাশ হয়েছিল এবং ১৯৩৭ সালে ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল। মজলুম জনতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ১৯৩০ সালে মওলানা ভাসানী মুসলিম লিগে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্মের দু বছরের মধ্যেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের সূচনা ওই সময়েই। তাঁর উদ্যোগেই মুসলিম লিগ ভেঙে তৈরি হয় আওয়ামী মুসলিম লিগ। তিনি ছিলেন সভাপতি। পরে, তাঁর উদ্যোগেই ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার, একজন মওলানা এই কাজটি করেছিলেন। তার কারণ, নিজে মওলানা হলেও ভাসানী ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক একজন রাজনৈতিক নেতা।কার্যত নিজের হাতে গড়া দল আওয়ামী লিগ থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি। কারণ, নেতৃত্বের একাংশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থান নিতে চাননি। বস্তুত, গোটা পাকিস্তান আমলে তাঁর রাজনীতির দুটি বড় উপাদান ছিল স্বাধীনতা অর্জন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা। এই দুই প্রশ্নেই আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বের বিরোধ তৈরি হয়। এই কারণেই পরবর্তীকালে তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আর থাকতে পারেননি।মওলানা ভাসানী এরপর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় করে ১৯৫৭ সালে একটি নতুন দল গঠন করেন, যার নাম দেন ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। বাংলাদেশের প্রায় সব গোষ্ঠীর কমিউনিস্টরা এই ‘ওপেন প্ল্যাটফর্মে’ সমবেত হন।পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে ভাসানী ছিলেন প্রতিরোধের মুক্তিসূর্য। তিনিই প্রথম স্বাধীন পূর্ব বাংলার ডাক দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের প্রতি উচ্চারণ করেন সাবধানবাণী। গোটা ছয়ের দশক তাঁর লড়াই থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়েছে রাষ্ট্রকে। উনসত্তর সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের প্রধান কারিগর তিনি। তখ ন থেকেই তিনি ‘প্রফেট অফ ভায়োলেন্স’। স্বাধীন বাংলাদেশেও যখন প্রতিষ্ঠিত হল একদলীয় স্বৈরাচার, একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হল যাবতীয় ক্ষমতা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন রক্তাক্ত হল বারবার, তখনও পথে নেমেছেন, প্রতিরোধ করেছেন মওলানা ভাসানী।ভাসানী একদিকে ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তাঁকে বোঝা কঠিন। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনু মহম্মদ লিখছেন, ‘আনুষ তাঁর কাছে ভরসা চাইতেন, তাঁদের দুর্গতির কথা বলতেন, কিংবা জীবন্ত স্বাক্ষর হিসাবে হাজির হতেন অবর্ণনীয় অন্যায় এবং অবিচারের। এই জীবন নিয়তির বিধান, আল্লাহ এভাবেই বেশিরভাগ মানুষের জীবন নরক করে নির্ধারণ করেছেন, আর সব ক্ষমতা সম্পদ দান করেছেন লম্পট জালেমদের হাতে ; এই বিশ্বাস চর্চা থেকে তিনি সরে এসেছিলেন অনেক আগেই। বরঞ্চ তাঁর অবস্থান ছিল এই, যে এই নারকীয় অবস্থা নিয়তি নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান নয় আর সর্বোপরি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে এই অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই ভিন্ন অবস্থানের কারণেই তিনি তরুণ বয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অবস্থান নিয়েছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত এটা তাঁর জীবনের বাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।তাই শাসকদের প্রিয় অন্য প্রতিষ্ঠিত পীর মওলানাদের থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন বিশ্লেষণে উপস্থিত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর জীবনে, উচ্চারণে এবং সংগ্রামে। যা ইসলাম ধর্মের মালিকানায় অধিষ্ঠিত তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র, সামরিক শাসক, জোতদার মহাজন সামন্তপ্রভু, তাদের পেয়ারের পীর মওলানাদের ক্ষিপ্ত করেছিল। তিনি অভিহিত হয়েছিলেন ‘ভারতের দালাল’, ‘লুঙ্গিসর্বস্ব মওলানা’ এমনকি ‘মুরতাদ’ হিসাবে। শাসক শোষকদের এই ক্ষিপ্ততা আসলে ছিল শ্রেণিগত রোষ। সবদিক থেকেই, পোশাক জীবনযাপন বয়ান আওয়াজ সবদিক থেকেই, ভাসানী ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ। এবং লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অভিজাত ইসলামের বিপরীতে তাঁর কাছে অন্য ইসলামের ভাষা তৈরি হয়। ধর্ম যেখানে শাসক জালেমদের একচেটিয়া মালিকানাধীন নিরাপদ অবলম্বন, সেখানে মওলানা ভাসানী সেই নিরাপদ দুর্গকেই হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন।সুতরাং অন্যায় অবিচার আর দুঃখ দুর্দশা থেকে মানুষের মুক্তির জন্য দোয়া দরুদ নয়, দরকার সমষ্টিগত লড়াইয়ের রাস্তা তৈরি করা ; এই উপলব্ধি মওলানাকে একই সঙ্গে সক্ষম করেছিল সংগ্রামের প্রতীক ভাসানী হয়ে উঠতে। যে ভাসানী সবরকম জালেমদের প্রবল দাপট আর আগ্রাসনের সামনে লক্ষ মানুষের স্বর নিজের কণ্ঠে ধারণ করে পাল্টা ক্ষমতার প্রবল শক্তিতে রুখে দাঁড়াতেন, এক কণ্ঠে জনতার ভেতর থেকে উঠে আসা অসীম শক্তিকে মূর্ত রূপ দিতেন। ক্লান্ত বিবর্ণ ক্লিষ্ট মানুষ শুধু নয়, প্রকৃতিকেও প্রাণবন্ত তরতাজা করে তুলত জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের হুঁশিয়ারি ‘খামোশ’! ভাসানীর বক্তৃতা ছিল অসামান্য। পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বয়স্কদের কাছে সেই আশ্চর্য বক্তৃতার কথা কিছু শুনেছি। ইউটিউবে তেমন পাইনি। ভাসাভাসা কিছু আছে। শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্র কয়েক বছর আগে একটি সংবাদপত্রে তাঁর অসামান্য গদ্যে এই প্রসঙ্গে কিছু কথা লিখেছিলেন। সেই লেখার একটি অংশও ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করছে। পূর্ববঙ্গের কৃষক নেতা মৌলানা ভাসানী জনমোহিনী বক্তৃতার জন্য বহুবিদিত। গত শতকের ষাট-সত্তরের দশক, শীতের মরসুমে পূর্ববঙ্গের বড় গঞ্জে সপ্তাহব্যাপী হাট বসেছে, মৌলানাসাহেব এসেছেন, পড়ন্ত বিকেলে তিনি বলা শুরু করলেন ধর্মকথা দিয়ে। নীতির কথা বললেন, নীতির ব্যাখ্যার জন্য কোনও মজার কাহিনি জুড়লেন, তার সূত্র ধরে ইতিহাসে চলে যাওয়া, ইতিহাস-বিবরণ শেষ হতে না হতেই সান্ধ্যকালীন নামাজের সময়, এক প্রহরের বিরতি, ফের সভা শুরু, মৌলানাসাহেব ইতিহাসে ক্ষান্ত দিয়ে সমকালীন রাজনীতিতে চলে এলেন। রাজনীতি থেকে দেশের আর্থিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, কৃষকরা কেন ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, কোন নেমকহারামরা তাঁদের বঞ্চিত করছে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত, সে সব কাহনের পর কাহন। কখনও আবেগে কাঁপছেন, কখ নও রাগে ফুঁসছেন, কখনও শ্লেষাত্মক রসিকতা করে নিজে হাসছেন, কয়েক হাজার শ্রোতাকেও হাসাচ্ছেন। ফের নামাজের মুহূর্ত সমাগত, নৈশাহারের তাগিদও, পুনরায় সভার বিরতি। রাত একটু গভীর হয়ে এলে নির্মল আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, শব্দরাজি স্তব্ধ, মৌলানা ভাসানীর ভাষণের নৈশ কিস্তি, আরব্য উপন্যাসের একটি-দুটি উপাখ্যানের প্রসঙ্গ, সেখ ান থেকে অবলীলাক্রমে রামায়ণ-মহাভারতে অথবা কোনও চৈতন্যলীলায়, পরক্ষণে ইসলামি ধর্মকথায়, ফের কৃষক-জীবনের রূঢ় বাস্তবে। ধ্বনিতরঙ্গ উঠছে, নামছে, খাঁটি প্রাকৃত বাঙাল ভাষা, তদৈব উচ্চারণ ভঙ্গিমা। যাঁরা শুনছেন, তাঁরা সময়জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। সবচেয়ে যা তাজ্জব, সপ্তাহব্যাপী হাট বসেছে, হাটের প্রতিটি দিন মৌলানাসাহেবের ভাষণ পড়ন্ত বিকেল থেকে, হাটুরেরা রুদ্ধশ্বাস আগ্রহে শুনেছেন। বিষয়বৈচিত্র্যের গুণে তথা বাগ্মিতার কলাকুশলতায় অতিকথন অতিসহজিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে।এই ছিলেন ভাসানী। মজলুম জননেতা, মার খ াওয়া মানুষের নেতা। বামপন্থী বন্ধুরা তাঁকে ‘লাল মওলানা’ বলতে পছন্দ করেন। যদিও আমার এখন তাঁকে রামধনুর মতো মনে হয়। অনেক রং, একটার সঙ্গে আর একটা মিশে যাচ্ছে। কখনও আবার মিশছে না, পাশাপাশি ছুঁয়ে আছে একে অন্যকে।ভাসানীকে ভাললাগে, কারণ তাঁর লিনিয়ার পাঠ সম্ভব নয়। ভাসানী বহুমাত্রিক। মানুষের মত, এই উপমহাদেশের মত। এই মাটিকে আত্মস্থ না করে, এই মাটির কৃষক চেতনা এবং কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসের নিবিড় পাঠ ব্যতিরেকে তাঁকে বোঝা অসম্ভব। সৌঃ দৈনিক আজাদি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।